পল্লি-বিকাশিনী

(নাটক)

" আর্ত্তা আর্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা
প্রোষিতে মলিনা কৃশা ।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা
স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা । "

—:০:—

কলিকাতা

পাতুরিয়াঘাটা—ষ্ট্রীট
সাহিত্য-যন্ত্রে
মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

মূল্য—এক টাকা মাত্র।

পল্লি-বিকাশিনী

(নাটক)

আর্ত্তা আর্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।

—:০:—

কলিকাতা

পাতুরিয়াঘাটা—ষ্ট্রীট

সাহিত্য-যন্ত্রে

শ্রীতারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী দ্বারা

প্রকাশিত।

সন ১২৮১ সাল।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

পল্লি-হিতানুধ্যায়ী

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মিত্র

মহাশয়কে

তদীয়

অকৃত্রিম স্নেহোপহারস্বরূপ

এই পুস্তক

প্রদত্ত হইল।

আধুনিক নাটকের অবস্থা অতীব শোচনীয়। নূতন নাটকের নাম শুনিলেই লেখকের নাম জানিবার জন্য পাঠক মাত্রেরই কৌতুহল হয়। লেখক অজ্ঞাত, অপরিচিত হইলে,—পাঠক ভগ্নোৎসাহ হন,—সহসা মনে ঘৃণার উদয় হয়। এই ঘৃণার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা আমার মত ক্ষুদ্র লেখকের কর্ত্তব্য নয়। আমি ঘৃণার যোগ্য হইলে পাঠক বর্গ অবশ্যই ঘৃণা করিবেন, সে জন্য দুঃখ কি? তবে প্রকৃত-স্বভাবজ্ঞ পাঠকমহোদয়গণের নিকট এই মাত্র প্রার্থনা যে, তাঁহারা পল্লি-বিকাশিনী আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, এবং তিরষ্কার পরে করেন। যদি উৎসাহ পাই তবেই পরিচিত হইব।

ইদানীন্তন পল্লির অবস্থা বর্ণনাই পল্লি-বিকাশিনীর প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা কোন বিশেষ পল্লিকে লক্ষ্য করে নাই। স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবাবিবাহ অভাবে যে সকল ভয়ঙ্কর শোচনীয় ঘটনা ঘটিতেছে, তাহার কিয়দংশ লিখিত হইল। একটী প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করিয়া পল্লি-বিকাশিনী সম্পূর্ণ করিলাম। ইহার নায়ক নায়িকা সেই প্রকৃত ঘটনারই নায়ক নায়িকা।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় হরিগোপাল মিত্র ও জগদীশ্বর মিত্র বন্ধুত্রয়ের অকৃত্রিম যত্নে ইহা প্রকাশিত হইল।

নারিকেলডাঙ্গা }
১২৮১। ৩রা জ্যৈষ্ঠ }

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

রমানাথ চৌধুরী	গ্রামবাসী।
বিশ্বনাথ ও রামদয়াল	রমানাথের পুত্র দ্বয়।
হরিনাথ ভট্টাচার্য্য	দলপতি।
কাশীশ্বর, ভোলানাথ	হরিনাথের পারিষদ দ্বয়।
বিনোদবেহারী।	জমিদারের পুত্র।
বেণীমাধব, নরেন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র, বিপিন নেটিভডাক্তার, ভদ্রেশ্বর স্কুলমাষ্টার	গ্রামবাসী।
অবলাকান্ত রায়	রমানাথের জামতা।

চুনিলাল সাধু, ইনেস্পেক্টর, হা, সিপা, সেরাজ বালক ইত্যাদি।

বামাগণ।

ক্ষেমঙ্করী	রমানাথের স্ত্রী।
মনোরমা	রমানাথের কন্যা।
কমলা	রামদয়ালের স্ত্রী।
হরিদাসী	বিশ্বনাথের স্ত্রী।
শান্তমণি	রমানাথের ভ্রাতুস্কন্যা।
শশিমুখী	বেণীমাধবের স্ত্রী।
নিরোদবাসিনী	বেণীর ভগ্নী।
চন্দ্রমুখী	নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী।

ঝি, বালিকা, রাইমণি, ও অন্যান্য গ্রামবাসিনী।

পল্লি—বিকাশিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রামপুর)

(রতি মণ্ডলের বাটীর উদ্যান ও চারি জন চাষার প্রবেশ।)

প্র, চা—। দুনিয়ার ম্যাচ মার হলো। মাঠপানে তাকাতি পরাণ হু হু করে। এ দুব্বছরে কি খেয়ে বাঁচন্‌বাগা মামু। ঝা কিছু পুঁজি প্যাটা ছ্যাল সব চাষ আবাদে ঢ্যাল্লাম, তা মেঘ্নির দেয়া ঝে এমনধারা কর্ব্বে তা কে জানে, কাচ্চা বাচ্চা গুলো না খাতি পেয়ে গ্যালতাগার মুখ-পানে তাকাতি চোকি পানি আসে—কি করে, তাগার খোর পোষ চালাই আত্‌ দিন তাই ভাবি, তার পর আবার দেখনা সেদিন বাবুগার পেয়াদা এসে কিনা বল্লে।

দ্বি, চা—। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আল্লার ঝা মনে আছে তাই হবে, ভেবে আর কি কর্‌বা বল। আল্লা মোদের সংসারে পেইটেচেন, আল্লাই নক্কে কর্‌বেন।

তৃ, চা—। আল্লার নামে মোর চাচার চকি পানি আসে—আল্লাই নক্কে কর্‌বে আল্লার ত আর খেয়ে বসে কাম নেই। কৈ মোর মেজো সুমুন্দিরি আল্লা নক্কে কল্লে না। সে ত আল্লার নাম করেই চুরি কত্তি গিয়েলো।

চ, চা—। সে না খাতি পেয়েই চুরি কত্তি গিয়েলো, তার স্বভাবডা ক্যাস্তুক ভাল।

[illegible] চা—। আল্লা অমন্ ধারা নোককে নক্কে করেন না, সে যতি প্যাটের জ্বালায় চুরি কত্তি না ঝেত, সত্যি সত্যি না খাতি পেয়ে আর মত্তো না। তার ঝ্যামন কন্ম তেম্‌নি ফল হয়েছে।

তৃ, চা—। কেন চাচা ও কথাডা বল্লে ঝে। সে জ্যালে যাবে বলেই ত চুরি কত্তি গিয়েলো। জ্যালে গিয়ে ভাল অকম খোর পোষ পাবে, প্যাটের ভাব্‌না ভাব্‌তি হবে না বলেই ত সে এই দিনে চুরি কত্তি ঝায়।

প্র, চা—। সত্যি হানিপ তার মকদ্দমাডা কি হলো, কতি পারিস্।

তৃ, চা—। মেন্নির ম্যাজেষ্টার সায়েবডা আগে ভাল বিচের করেলো। সুমুন্দি মোগার মোক্তাগার কথা শুনে কি ছাই গ্যাডম্যাড্ করে বল্লে, তাত মোরা কিছুই বুঝ্‌তি পাল্লাম না। তার পর মুবুয্যে ঠাউর এসে বল্লে সায়েবের বিচেরে ওর ছমাস ফাটক—কি বলবো মামু তার বুকখানা অমনি দ্যাড়হাত ফুলে ওটলো সুমুন্দি অমনি বল্লে মুই ঝার জন্যি ঝাকরে-লাম মোর তাই হয়েছে, বাবা জ্যালে গিয়ে প্যাটভরে খেয়ে বাচবো। ক্যাস্তুক খোদাতালা তা করবেন কেন? মোরা গাছতলায় এসে তামুক খাচ্চি এমন সময় এডা এসে বল্লে দুর ছাই মনেও আসছে না। আরে ঐ ঝে গো হদরপুর বাড়ী কি নামডা ভাল, না মনে কত্তি পাল্লাম না তা এসে বল্লে ওর দশ ব্যাতের হুকুম হয়েছে। শুন্‌লিপর মোর পরাণডা ঝেন চোমকে ওট্‌লো।

চ, চা—। সুমুন্দি কি না ওটবে না?

তৃ, চা—। সাগো মানু মুমুন্দি বলে নয়—সে যখন ম্যাজেষ্টার সায়েবের কাছে কেঁদে বল্লে দয় হুজুর মুই চোর নই মুই আর কখন চুরি করিনি, পোড়া প্যাটের জন্যি দাদাঠাউরের গোলার তলা ফটো করেলাম। যদি বিশ দ্যাড়েক ধান পাতাম, তাহলি মুই ধরা পড়তাম না। দশ বার আড়ি ধানে মোর কড়াদিন যাবে, তাই ভেবে চৌকিদার দেখ্‌তি পায় মোট মাতায় করে এমন জাগায় এসে দাড়ালাম, চৌকিদার মোরে ধল্লে মুই কিছুই বল্লাম না, তখন ভাবলাম এই কড়ামাস ঝদি জ্যালে কাটাতি পারি তবেই এ যাত্রা নক্কে প্যালাম দয় হুজুর মুই চোর নই, মুই আর কহন চুরি করিনি, মুই এক ব্যাতও খাতি পারবো না, হয় মোরে জ্যালে দাও, নয় গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল।

প্র—। তার কান্না শুনে মাজেষ্টার কি বল্লে?

তৃ—। কি ছাই বল্লে তাকি মোরা বুঝ্‌তি পারি।

চ—। সে কেন সায়েবের পায় জড়য়ে ধল্লে না।

তৃ—। হুঁ বড় কস্নুর করেলো আরকি! মেনির অ্যাংরাজের মনে কি দয়া আছে আত্ দিন গোস্ত খাচ্চে,ম্যাজের উপর বস্‌চে, দোতালায় বসে হওয়া খাচ্চে ওরা গরিবনোকের দুঃখু কি বোঝ্‌বে।

দ্বি—। আহা হানিপ্ তার কান্নার কতা শুনে মোর কান্না আসচে, সত্যি সত্যি কি তাকে ব্যাত মাল্লে?

তৃ—। চাচা দেখনা তার কথা বলতি মোর চকি পানি এয়েচে—আহা চাচা ঝকন তাকে এক ব্যাত মাল্লে আর সে ঝকন চিক্কুর ছেড়ে ওটলো ক্যাচারি সদ্দ্ নোক হায় হায় কত্তি নেগ্‌লো।

চ—। সে এহন কনে আছে?

ভৃ—। দাদাঠাউরের বাড়ী দা—

নেপথ্যে। ও হানিপ্—হানিপ্—বড্ডা যে গপ্পেই মত্ত আরে ও হানিপ্—ওরে তামুক খনে এক্কেচিস মামু এলো আগে নয় এক ছিলুম তামুক খাইয়ে গপ্পে নোগ—তেমু নাকি শোনেও হানিপ্—

তৃ—। আরে ঐ ঝে মাচারতলায় মালায় আছে। কি বলচেলাম গা মামু।

চ—। দাদাঠাউর—

তৃ—। হ্যাঁ হ্যাঁ। দাদাঠাউরের মত ভাল মানুষ ক্যাস্তক আর হবে না। গরিব মান্‌সির দুঃখু অমন আর কেউ বোঝবে না। তার ব্যাতের দাগে দাগে ঘা হয়েছে, দাদাঠাউর তা আকন তাকে চিকিচ্ছে করাচ্চেন।

প্র—। (শশব্যস্তে উঠিয়া) মামু তোরা এনে বসে গপ্পে সপপ কর, মুই চল্লাম। ঐ আবার সুমুন্দির পেয়াদা আস চে, উঃ সুমুন্দির ভির-কুটী দেখনা।

দ্বিতীয়, চা—। (লক্ষ্য করিয়া) দূর, ওযে মোগার দাদাঠাউরের ছাওয়াল। নাটি ঘুরুতি ঘুরুতি আসচে ও ভাবলে পেয়াদা

(পঞ্চম চাষার প্রবেশ।)

নেগো মামু তামুক খা।

(প্রস্থান।)

প্র—। তা ওনার কাছে কাঁদলি ত হতি পারে।

(বিনোদ ও বিপিনবিহারীর প্রবেশ।)

বিনোদ। কি সেরাজ,—সন্ধ্যার সময় একত্র বসে তমাক খাচ্চো।

প্র—। এস বাবাঠাউর এস, মামু ঐ খ্যাড়ের এট্টে এই দিগি দেত বাবাঠাকুর বসুক।

বিপিন—। না হে বাপু তোমাদের এত যত্ন কত্তে হবে না আমরা বসবো না। তোমাদের একটী কথা বল্‌তে এলেম।

প্র—। এজ্ঞে কি কথা বলবা গা।

বিনোদ—। তোমাদের এই পাড়ায় নাকি সেদিন কার সর্ব্বস্ব চুরি যায়।

প্র—। এজ্ঞে সে ত মোদের এদিকি না। সে ঐ আস্তার এক চাষার দুট ট্যাকা আর একখানা কাপড় কেডা কেড়ে নিয়েলো, সে কান্তি কাস্তি আত্রি এসে মোগার বাড়ী থেকেলো, আত পোয়ালি চলে গেল।

বিনোদ—। তোমাদের সাবধান করে দিতে এলেম, আজ কাল সর্ব্বত্রেই চুরি হচ্চে। গরিব লোকের অনাহারে কোমরে তত বল নাই,—গ্রামের মধ্যে যাঁরা ভদ্রলোক বলে ভাণ করেন তাঁদের দ্বারাও দস্যের কর্ম্ম হচ্চে। তোমরা নিরীহ ভাল মানুষ তা আমরা বিলক্ষণ জানি। তোমাদের দুঃখ দেখে আমি গমস্তাকে তোমাদের নিকট হতে খাজনা আদায় কর্‌তে বারণ করে দিয়েছি।

প্র—। এজ্ঞে কর্ত্তা তবে সেদিন পেয়াদা পেইটেলে কেম।

বিনোদ—। সে, সে বেটার বজ্জাতি,—সে এলে তোরা মেরে তাড়্‌য়ে দিস্ আমি হুকুম দিয়ে যাচ্চি।

তৃ—। বাবা ঠাউর খোদা তালা তোমারে সুখে আকুন। না হবে কেন কেমন বাপের ব্যাটা।

বিপিন—। আজ এক জনের সর্ব্বস্ব চুরি গেল,—কাল একজন পথিকের যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে, এত ভাল লক্ষণ নয়.--এত করা গেল দস্যুর ভয় ত কিছুতেই নিবারণ হয় না।

বিনোদ—। যে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—এতে লোকের অপরাধ নাই না খেতে পেয়ে দস্যুবৃত্তি কর্চ্চে। এই মন্বন্তরের প্রারম্ভেই এত চোর ধৃত হয়েছে যে জেলে আর ধর্‌চে না।—এখন গবর্ণমেণ্টের নূতন আইন হয়েছে চুরি কল্লেই বেত।

বিপিন—। আর এখানে দেরী করা হয় না, ওপাড়ার লোকদিগকে সাবধান করে দিতে হবে।

বিনোদ—। তবে হানিপ্, সেরাজ আমি তোমাদের সকলকেই সাবধান করে দিচ্চি—খুব সজাগ থাকবে; রাত্র একটা পর্য্যন্ত ঘুমিও না—

প্র—। সারারাত না ঘুমিয়ে কেমন করে বাঁচবো?

বিনোদ—। সারারাত কেন রাত একটা—দুই প্রহর পর্য্যন্ত হুসিয়ার থাকবে কোথায় কিছু শব্দ হলে সকলে মেলে একেবারে যাবে।

প্র—। এজ্ঞে তাই করবো।

(বিপিন ও বিনোদের প্রস্থান।)

(যবনিকা পতন।)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রামপুর। রমানাথ চৌধুরীর অন্তঃপুর

মনোরমার শয়নগৃহ।

(পুস্তকহস্তে মনোরমা আসীনা।)

মনো—। মাথা মুণ্ড কি পড়ি কিছুই ত ভাল লাগে না। পুস্তকে মনোনিবেশ করিতে যাই অমনি নানারূপ ভাবনা আসিয়া মনে উদয় হয়, দূর হোক এ বৈখানা রাখি। কি কুক্ষণে বাড়ী হতে পা বাড়িয়ে ছিলুম, এখানে এসে একদিনের জন্যও সুখী হলুম না। যখন আমাকে আনিতে গেল, শ্বশুর পাঠাবেন শুনে আমার কত আনন্দ হলো। অনেক দিন মা বাপের

মুখ দেখি নাই, তাঁদের স্নেহময় কথা শুনিতে কার না আনন্দ হয়। নাথ কত করে বুঝালেন কতবার নিষেধ করিলেন,—আমি তাঁর কথায় কর্ণপাত করিলাম না। আহা! আসিবার সময় তাঁর চাঁদ মুখ বিষণ্ন দেখে আমার আর পা বাড়াতে ইচ্ছা হলো না। তখনি যদি বলিতাম, না আমি যাবো না তা হলে কে কি বল তো। ভাল ছাড়া আর মন্দ বল্‌তো না। আজ দেড় মাস তাঁর মুখ দেখি নাই বোধ হচ্ছে যেন দেড় বৎসর। এখানে এসে পর্য্যন্ত এমন একজন সঙ্গিনী পেলুম না যে দুদণ্ড মনের কথা বলি। ছোট বৌ বেশ আমুদে—তা হলে কি হয়—সে দিন যখন গাচ্চি কোকিলেরই কুহুস্বরে, হুহু প্রাণ করে, সে অমনি বল্লে 'তোমরা লেখা পড়া শিখেছ, তোমাদেরই কোকিলের স্বরে প্রাণ হু হু করে, এ পোড়া কপালে লেখা পড়া শিখ্‌তে পারবে না কোকিলের স্বরও বুঝ্‌তে পারবো না। সে কোথায় গেল, সে যতক্ষণ কাছে থাকে আমি অনেক সুস্থ থাকি—দাদা তাকে দেখ্‌তে পারেন না এটী তাঁর বড় দোষ। আহা! তার হাঁসি হাঁসি মুখ দেখে আমার এই দুর্ব্বিসহ ভাবনা কিছুই মনে থাকে না। মাতৃস্নেহই আমার কাল হলো—কেনই মাকে দেখ্‌বার জন্য মন এত উতালা হয়েছিল।

(হরিদাসীর প্রবেশ এবং পশ্চাৎভাগে দণ্ডায়মানা।)

সুখে থাক্‌তে ভুতে কিলোয় তা মিথ্যা নয়, নাথকে কত খানা পত্র লিখ্‌লুম, একখানিরও উত্তর দিলেন না—উত্তর দিলেন না সে আমারই দোষ—আমি কেন তাঁকে বারণ করে আসি,—এ কাজটী অন্যায় হয়েছে —না তা হলে পাড়ার লোকে কানাকানি কর্ত্তো—কল্লেই বা, আমার স্বামী আমাকে পত্র লিখ্‌বেন—তাতে লোকের ভয় কি! গ্রামের পুরুষ গুলিও যে রূপ, স্ত্রী গুলিও আবার ততোধিক। পর নিন্দাই এঁদের উপজীবিকা। বেণীরা স্ত্রী পুরুষে উভয়ে উভয়কে পত্র লেখে, বড় অপরাধ,—সেই জন্য

ঘাটে মাঠে কেবল তাদেরই কথা শোনা যায়—দূরহোক্ ও সব কথা কেন ভাবি,—এখন ত এখানে কেউ নাই সেই গানটীই গাই না কেন।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ, তাল মধ্যমান।

হৃদয়েরই ধন প্রিয়তম ভুলে কি রলে আমারে।
তব প্রেমবারি আশে পিপাসী চাতকী মরে॥
বিদায় সময় হলে, আসি বলে আসি চলে,
রোধিয়ে নয়নজলে, কেনবা চাহিয়ে ছিলে;
সে কথা হইলে মনে, জীবন ভাসে জীবনে,
অবলা জীবনধন ক্ষম নাথ অবলারে।

হরিদাসী—। বাহবা ঠাকুর্ঝী বেশ গাচ্চ। যে গান গেয়েছ কি আর ইনাম দিব এই পানটী খাও।

মনো—। কে, ছোট বৌ তুই কখন এলি?

হরি—। এই যতক্ষণ তোমাকে ভূতে কিলুচ্ছিল,—তা নাও পানটী দিচ্ছি খাও, সুক্নো মুখে রসের কথা ভাল লাগে না।

মনো—। সুক্নো মুখ আবার কোথায় দেখ্লি—পান না খেলে কি মুখে রস হয় না।

হরি—। না ভাই খুড়ি, এই যে চোকে জল আছে।

মনো—। জল কি একটা রস না কি?

হরি—। তা তোমার বিচারে হলো বৈ কি।

মনো—। পান খেয়ে আবার মুখ রস করে নিতে হবে পোড়া কপাল মুখের।

মনো—। না ভাই তোমার দিব্বি রসের মুখ রসে অমনি টস্‌টস্ কচ্চে—তা পানটী দিচ্ছি খাও।

মনো। [গ্রহণ করিয়া চর্ব্বন ও নিক্ষেপ] একি ! এতে আবার কি দিয়েছিস ?

হরি। কি আবার দেব। (হাস্য)

মনো। আমার সঙ্গেও ঠাট্টা !

হরি। কেন তুমি লেখা পড়া শিখেছ বলে পীর হয়েছ নাকি ? তুমি ত তুমি, এক বার ঠাকুরজামাইকে পাই তবে—

মনো। তবে বলে চুপ কল্লি যে ?

হরি। চুপ কোল্লাম তোমার মুখ দেখে—ঠাকুরজামায়ের নামে চোক্ দুটো বড় হয়েছে দেখ—তবে-তবে ঠাকুরজামাইকে আমি নেব।

মনো। (সহাস্যে) আর দাদার গতি।

হরি। তোমার দাদার গতি তুমি।

মনো। দূর্ আপদ্।

হরি। এই পানটী খা ভাই পান খেলে তোর ঠোঁট দুখানি যেমন রাঙ্গা টুক্‌টুকে হয় এমন আর কারো দেখিনি, আমি মেয়ে মানুষ, আমারই প্রাণ যেন কেমন কেমন করে। ঠাকুরজামাই তোকে বড় ভাল বাসে না ?

মনো। কেন ঠোঁট দেখে নাকি ?

হরি। ঠোঁট লাল ভালবাসার লক্ষণ, বলে—

পানে ঠোঁট লাল হয়।
পতি সদা বশে রয় ॥

মনো। ছোট বৌ ভাই রাগ করিসনে, তোদের কতকগুলি কুসংস্কার আছে; যদি লেখা পড়া শিখ্‌তিস্ তা হলে এসব কিছুই থাক্‌তো না। এই দেখ্ সেদিন কাদম্বিনীর হৃদয়বল্লভ এলেন, বেচারাকে খেতেই দিলিনে, জল খাবারে ঠাট্টা ভাতে ঠাট্টা —আবা—

হরি। ঠাকুঝী ভাই রাগ কর না, তোমার একটী দুটী কথা বড় কানে বাজে। যখন শিরোমণি মশার কাছে বোলবে তখন কাদম্বিনের হিদয়—কি বলো, আমাদের সোমাদের কাছে কাদির ভাতার বল।

মনো। আচ্ছা তাই হলো তা অমন ঠাট্টায় কি লাভ হলো, কি আমোদ পেলে।

হরি। চিরকাল যে লাভ হয়ে আস্‌চে যে আমোদ লোক পাচ্চে তাই পেলাম।

মনো। একজনকে ক্লেশ দিয়ে আমোদ কি ভাল? আমোদ কি অন্য রকমে হয় না।

হরি। আমরা ভাই মুখ্যু সুক্ষু মানুষ, আমাদের এই এক রকমই ভাল। তোমরা বিদ্বান্, তোমরা অন্য রকমে আমোদ কর কেউ কিছু বল্‌বে না।

মনো। আবার এই দেখ, পানে ঠোঁট লাল হলে পতি ভাল বাসেন বল্লে, যাঁর ঠোঁট লাল না হয়, তাঁর পতি তবে তাঁকে দেখ্‌তে পারেন না। এই সমস্ত সামান্য বিষয়ে বিশ্বাস করা বড় অন্যায়। স্ত্রীর ইহাতে অনেক—

হরি। কি জানি ভাই অত ন্যায়শাস্ত্রের বিচের বুঝিনে, লোকে যা বলে তাই বোল্লাম [মুখেরদিকে তাকাইয়া] ঠাকুরঝী বড় ইচ্ছা হচ্চে।

মনো। কি ল্যা!

হরি। ঠাকুর জামাই হতে।

মনো। সে আবার কি কথা।

হরি। (হাত চুলকাইতে চুলকাইতে) না এমন কিছু নয়—ঠাকুর-জামায়ের জবানী একটী চুমো খেতে। এমন টুক্‌টুকে মুখ দেখে কি—

মনো। তুই যে অবাক কল্লি! দাদার মুখে চুমো খেয়ে কি আশ মেটে না।

হরি। আ—। যে মুখ। বল্‌তে কি ভাই, এমন বেয়াড়া ভাতার কখন দেখিনি।

মনো। হরিদাসী আমার এখানে যে সকল কুলবালার সহিত আলাপ হয়েছে, তোমাকেই ভাল বলে জ্ঞান ছিল, যদি এখানকার মধ্যে কেহ

আমার হৃদয় অধিকার করে তবে সে তুমি, কিন্তু এখন জানিলাম সে ভ্রম। যিনি ইহকাল, যিনি পরকাল, যাকে লয়েই সংসার, তুমি আমার সাক্ষাতে অম্লানবদনে তাঁর নিন্দা করিলে!

হরি। তবু রক্ষে, মুখ দেখে আমার হয়ে গিছ্‌লো। ভাই তোমার যেমন মনের মত ভাতার হয়েছে, আমারও যদি ঐ রকমটী হতো, তবে আমিও আবার তোমাকে কত নেক্‌চোর দিতে পাত্তাম। পোড়্‌তে তোমার দাদার কানায় তবেইসিন্‌ বুজতাম। বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত আর বাপের বাড়ী আসনি, তবু ঠাকুরজামাই ছেড়ে দিতে চায় না। আমারা কতবার এলাম, কতবার গেলাম, ভ্রূক্ষেপও নেই।

মনো। স্বামী মন্দ হলেও স্ত্রীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করা উচিত নয়, দাদার অনেকগুলি দোষ আছে, তা বলে সেগুলি তোর মুখে শুন্‌তে ভাল শোনায় না।

হরি। ঠাকুরঝী তুই এখানে এসে পর্য্যন্ত আমি কি সুখে আছি বল্‌তে পারিনে, তুই গেলে যে কি দুঃখে কাল কাটাব এক এক সময় ভাবি আর কাঁদি। যার জন্মই কেবল দুঃখ ভোগ কর্ত্তে, তার সুখ না হওয়াই ভাল।

মনো। কেন ভাই তোর এত কি দুঃখ?

হরি। হেঁসে খেলে বেড়াই মাত্র—মনের আগুণ মনেই জ্বল্‌ছে বলে।

কান দিয়ে শুনি ভাল রাগিনীর পিলু।
হাত দিয়ে দেখি সই রাবণের চিলু।

মনো। তোর হাঁসি কান্না আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

হরি। কেঁদে কি কর্‌বো ভাই—আমার কান্না শুনে একবার আহা বলে এ সংসারে আমার এমন কেউ নেই। তোর কাছে কাঁদ্‌লে পাছে তোর কোমল মনে ব্যথা লাগে। আর তুই ত দুদিন পরেই যাবি।

মনো। দুঃখের একটী কথাই বল।

হরি। তুই ছাড়া আমার ত্রিসংসারে আর কেউ নেই আমায় আর কেউ ভাল বাসে না। বিয়ে না হতে মা আমার জন্মেরমত চোকের আড়াল

হলেন—বিমাতা ঘরে এলেন, আমি বাবার বিষ নয়নে পোল্লাম। বিয়ে হলো জ্ঞান হলো, তাই না হয় সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার ধর্ম্ম করি, তা কেমন কপাল পোড়া, এখানে ও আবার শ্বাশুড়ীর বিষ———

মনো। চুপ কল্লি কেন?

হরি। না ভাই আর বল্‌বো না।

মনো। কি! মা তোকে গঞ্জনা দেন!

হরি। না ভাই তুই কিছু বলিস্‌নে তা হলেই সর্ব্বনাশ, আমার নিস্তার থক্‌বে না, তুই ভাল বাসিস্‌ দেখে আমাকে কেউ কিছু বলে না তুই গেলে আমার—আমার দুঃখে শ্যাল কুকুর কাঁদবে (রোদন)

মনো। বোন্‌ তোর দুঃখ আমি ঘোচাবই ঘোচাব।

হরি। দিদি এযে পাষাণ চাপা কপাল—হিতে বিপরীত হলে হরি দাসীকে আর পাবিনে।

মনো। তুই এত আমুদে তোর কপালে এত দুঃখ!

হরি। বলে

সুখ দুঃখ হাত ধরা।
প্রাণটী যেন কাঁচা সরা;
বসে রাখা বড় দায়,
জেয়াদা আঁচে চটে যায়।

ঠাকুরঝী তোর মুখ দেখ্‌লে আমি সব ভুলে যাই—কি বল্‌বো কি বল্‌বো মনে করে এলাম আর মনে নেই। ঠাকুরজামাইকে কি পত্র লিখেছিস্‌ একবার পড়না ভাই।

মনো। বুঝ্‌তে পারবি তো?

হরি। পড় ত।

মনো। (পুস্তক হইতে পত্র গ্রহণ ও পাঠ)

কি কুক্ষণে আইলাম পিতার ভবনে,
প্রাণনাথ, অবহেলি তোমা হেন ধনে,
আসিবারকালে নাথ, ধরি দুঃখিনীর হাত,
কেন বা রাখিলে বুকে বিষন্ন বদনে!
তব হাঁসিমুখ কবে দেখিব নয়নে?

শতবার দোষী দাসী তোমার চরণে
প্রাণেশ্বর, বহুদিন তব সহবাসে,
তুমি যে কেমন ধন, জানি নাই প্রাণধন,
ঠেকিনাই আর কভু বিচ্ছেদের পাশে;
না জানি পরেশ-গুণ মরিতেছি প্রাণে।

কেন না বুঝিল মন সে মুখ দেখিয়া,
কেন হেন মতি হলো, হৃদয়বল্লভ;
ভেবে ভেবে দিন দিন, তনু মম হলো ক্ষীণ
অবলারে কৃপা কর, অবলা বান্ধব।
তোমা বিনে কাঙ্গালিনী হইয়াছি এবে।

এস নাথ কৃপা করি, দুঃখিনী আলয়ে।
সহিতে পারি না নাথ, অন্তর যাতনা।
এক বার আসি প্রাণ, জুড়াও তাপিত প্রাণ,
হাঁসি হাঁসি মুখে মোরে করহে তাড়না;
হাঁসি মুখ অভিলাষী, আমি অভাগিনী।

হরি। তোর ছড়াগুলি যেন আকের টিক্‌লি—পাঁপে পাঁপে রস।

মনো। চিবিয়ে ফেল্লে খোসা।

হরি। রসিক লোকের কাছে ঐ—খোসাও রসাল হয়।

মনো। থুতু দিয়ে।

হরি। না মুখের অমত্ত। ও যা্য কথায় কথায় ভুলে গিয়েছি।

মনো। (শশব্যস্তে) কি ল্যা।

হরি। চুম খেতে।

মনো। তার আর ও যা্য কি খেলেই পার।

হরি। ঠাকুরজামাই কেমন করে খায় আগে ভাই বলে দে।

মনো। তোর ঠাকুরজামাই খায় আকাশ মুখো হা করে—।

হরি। (চুম্বন) ঠাকুরজামাই খায় এমনি করে না—?

মনো। হ্যাঁ—। আমি একটী খাই (চুম্বন)

(কমলা ও শান্তমণির প্রবেশ।)

কম। কি ঠাকুরঝী দুধের সাধ ঘোলে মেটাচ্চ নাকি?

মনো। কাযেই। জেয়াদা ভালবাসা থাক্‌লেই—

কম। তোমরা ইংরেজ, ইংরেজের ম্যাম, কল্‌কাতায় থাক। মাগ ভাতারে দিবা রাত্রি একত্তরে বস্‌বে। একত্তরে টেবিলে বসে ভাত খাবে। ভাই বেরাদারের মুখে চুমো খাবে, তোমাদের কি বল।

হরি। ঠাকুরঝী আমার মুখে চুমো খাওয়া দেখে দিদির হিংসে হয়েছে—ওর গালে একটা খাত ভাই।

কম। ঠ্যাকারের কথা শোন না, ভাতার দিবারাত্র ঠেঙায় তবু ত লজ্জা নেই।

হরি। আমার ভাতার আমাকে মারুক ধরুক তোমার তাতে কি।

মনো। একি! হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে কপাল ব্যথা।

শান্ত। দিদি এবাড়ীর দশাই এইরূপ।

মনো। বড় বৌ তোমার বড় অন্যায়। ও তোমাকে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে একটা কথা বল্লে, তুমি তাই শুনে একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলে উঠ্‌লে। ওর মুখ দেখে তোমার একটু দয়া হয় না। তুমি বড় বৌ—কোথায় ওরে যত্ন কর্ব্বে ও কাঁদলে শান্তনা দিবে—ওর কে আছে বল দেখি।

কম। ন্যাও ন্যাও তোমার মুখ নাড়া দিতে হবে না—সত্তি সত্তি ঘাস খাইনে—লেখা পড়াই না জানি সব বুঝ্‌তে পারি।

হরি। কি কথায় কি বুঝ্‌লে।

মনো। তুই চুপ্‌ কর।

কম। ঠাকুরঝী ভালবাসে তবেই উনি গলে গেলেন।

শান্ত। কথায় কথা বাড়ে, আর কেন ভাই ক্ষান্ত দে।

কম। না দেখ না। ছুঁড়িকে যত কিছু না বল, বাড়্‌য়ে দিয়েছে।

হরি। তুমি অমন ছুঁড়ী ছুঁড়ী কর না।

শান্ত। আয় দিদি আমরা ওঘরে যাই, ওরা ঝগড়া করুক।

(উভয়ের গমন।

হরি। দাঁড়া ঠাকুরঝী আমিও যাচ্ছি—ও খেপীর কথা কি কানে তুল্‌তে আছে।

(সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রমানাথ চৌধুরীর বৈঠকখানা।

বিশ্বনাথ, ও সাধু

আসীন।

বিশ্বনাথ। তুই না তাদের বাড়ী দুধ যোগান দিস্?

সাধু। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) এজ্ঞে হ্যাঁ গো।

বিশ্ব। তবেই হয়েছে তোর দ্বারায় এ কার্য্য সিদ্ধি কর্‌বো, কেমন পার্‌বি ত?

সাধু। এজ্ঞে কি কাজ না বল্লি, পারি না পারি কেমন করে বল্‌বো।

বি। তোকে আবার সব ভেঙ্গ চুরে বল্‌তে হবে?—গাঁজা তোয়ের হয়েছে কি? তবে যা একটু আগুণ নিয়ে আয়।

সা। এজ্ঞে তা যাচ্চি—কথাটা যে সমজাতি পাল্লাম না গা?

সাধুর প্রস্থান।

বি। এখানে বসে আজ চার্ ছিলিম গাঁজা পোড়াতে হবে। চার-বার ছিটে টান্‌তে হবে। বেটা যখন নেশায় চুর হবে, তখন একথা বল্‌ব, সুধুমুখে বলা হবে না। জানি কি, ও ত একটা ভেমো গওয়ালার ডিম্, কি কত্তে কি কর্ব্বে। দেখ দেখি কেমন বুদ্ধির কাজ করেছি—আমার বুদ্ধি নেই বলে কোন শালা—তাকে শালা বলে বল্‌চি। বাবা হিসেব করে চলা কত কঠিন ব্যাপার, যে হিসেবী লোক সেই বোঝে—আর (বুকে করাঘাত করিয়া) অহং অহং কিছু কিছু বোঝেন। সে দিন বাঁড়ুয্যেদের

বাগানের পাশে ধরা পড়েছ্‌লাম আর কি—ভাগ্যে তখন বুদ্ধি যুগিয়ে ছিল বুদ্ধি তুই ভাই সহায় থাক্‌লে, আমি কোন শালারেও ডরাইনে। গাঁয়ের লোকে কানাকানি করে বদমায়েস বলে থানায় এজাহার দেবে—আমার এই কলাটী কর্ব্বে। শন্মারাম মনে করেন ত গ্রামকে গ্রাম মেচ মার কত্তে পারেন। কতকগুলো কুলাঙ্গার জন্মেছে—গ্রামটাকে উচ্ছন্ন দিলে। ওদের জ্বালায় ত কিছু কর্ম্মের যো নেই।

(ভদ্রেশ্বর ও বিপিনবিহারীর প্রবেশ।)

ভদ্রে। কি বিশুবাবু কার সঙ্গে কথা হচ্চে ?

বিশ্ব। এই—রে। দূর শালারা আর সময় পেলিনে। (গাঁজার পুট্‌লি সারিয়া) সমস্ত দিন হয়রাণ হয়ে একটু ছিটে টানতে এলাম— ব্যাটারা অমনি এসে উপস্থিত ; কি বিশু বাবু,—বিশু বাবু যেন ওদের বোনাই।

বিপি। কৈ এখানে ত কাকেও দেখি না।

ভদ্র। বিশুবাবুর মনের সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়, একক হলেই কথা হয়।

বিশ্ব। ওহে মাথাটা বড় টিপ্‌ টিপ্‌ কচ্চে, কি করি বল দেখি।

বিপি। আহা এমন দিন কি হবে।

বিশ্ব। কি বল্লে—কিসের দিন হে।

ভদ্র। শুভ দিন।

বিপি। এত করা যাচ্চে তবু ত বদমাইস্‌ দমন হয় না।

বিশ্ব। বাস্তবিক ভদ্র বদমায়েসের জ্বালায় রাত্রে নিদ্রা যাবার যো নেই।

বিপি। ভদ্র বদমায়েসের জ্বালায় ঠিক কথা বলেছেন।

ভদ্র। সেই জন্য আপনার মাথা ধরেছে না ?

বিশ্ব। [illegible] মনে করত দু দিনেই বদমায়েসের দমন হয়।

বিপি। হবে—চিরদিন কখনই সমভাবে যাবে না।

ভদ্র। ও কে, সাধু না?

(সাধুর পুনঃ প্রবেশ ও প্রস্থান)

নেপথ্যে। এজ্ঞে হ্যাঁ গো।

(সাধুর প্রবেশ)

ভদ্র। তুই বেটা এখানে কি কর্ত্তে এয়েচিস্ র‍্যা।

সাধু। মোরে ডেকে পেইটেলেন তাই মুই এইচি, নৈলি মোর এ পাড়ায় আস্‌বার দরকার কি। ল্যাও মামা ঠাউর তামুক খাও।

(ভদ্রেশ্বরের হুঁকা গ্রহণ)

বিপি। বিশু বাবু! ওকে ডেকেছিলেন কেন?

বিশ্ব। আমার ভগ্নিটী এখানে এসেচে, নির্জ্জলা দুধ্ যোগান দেবে তাই বলে দিতে।

বিপি। আপনার ভগ্নি!

বিশ্ব। তোমাদের মনে পড়্‌বে না,—বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত ত এখানে আসে নি।

ভদ্র। কোথায় বিবাহ হয়?

বিশ্ব। কলকেতায়।

ভদ্র। তিনি কত দিন এসেছেন?

বিশ্ব। মাস দুই হবে।

সাধু। এজ্ঞে কর্ত্তা তবে আকুন মুই চল্লাম।

বিশ্ব। কোথায় যাবি, বোস্ না?

ভদ্র। ব্যস্ত কি আমাদের সঙ্গে যাস্ এক্ষণ।

বিশ্ব। (তামাকু খাইতে খাইতে চীৎকার স্বরে) এই যাই—তবে তোমরা বস, বাড়ীতে কে ডাক্‌ছে শুনে আসি।

ভদ্র। বটে। তবে আমরা এখানে কি করি।

বিশ্ব। না—না। আমি শীগ্‌গীর আস্‌চি। সাধু শোন্ বলি।

(উভয়ের গমন।

ভদ্র। সাধু কোথায় যাস্?

বিশ্ব। এখনি আস্‌চে। বস না, ব্যাস্ত কি।

(উভয়ের প্রস্থান।

ভদ্র। বিপিন বুঝেচো।

বিপি। ও আর বুঝ্‌তে বাকি।

ভদ্র। পাকে চক্রে একবার জালে ফেল্‌তে পাল্লে হয় তবেই জন্মের ভাত খাইয়ে দিতে পারি। এই দুর্ব্বৎসর অন্নাভাবে লোক হা হা করে মর্চ্চে,ভাতের মাড়ের জন্য কত লোক হা প্রত্যাশে বাড়ী বাড়ী বসে রয়েছে, ওর কি না এত বুদ্ধি!

বিপি। ওরা দুই ভাইই সমান—সেবার মুখুয্যে বাড়ীতে যে ডাকাতি হয় শুন্‌তে পাই, ওর ভাই তার মধ্যে একজন ছিল।

ভদ্র। তা হবে আটক কি বুড় বেটার আবার শেষকালে মতিচ্ছন্ন ধরেছে।

বিপি। বাস্তবিক অমন মিষ্টিমুখ কারো দেখি নাই। চল একবার তার সঙ্গে সাক্ষাত্ করে আসি।

ভদ্র। না আজ না, সাধুকে এখানে রেখে যাওয়া হবে না শুনেছি

ও বেটাও আবার গাঁজা খায়। ওকে আমাদের পাড়ার অনেকেই বিশ্বাস করে—জানি কি ওর কুহুকে পড়ে পাছে বিশ্বাস হন্তা হয়।

(একটী বালকের প্রবেশ।

বালক। ছোট কাকা এখন আস্‌তে পার্‌বেন না—আপনারা যদি যান তবে আমাকে ঘরের দ্বোর দিয়ে যেতে বলে দিলেন।

ভদ্র। দেখলে ধূর্ত্তমি?

বিপি। তিনি কি কচ্চেন?

ভদ্র। মিথ্যা কথা বল না।

বা। বলে দিলেন—কাজে ব্যস্ত আছেন—কিন্তু ম্যাষ্টার মশায় মিথ্যা কথা বড় দোষ—আপনি সে দিন ঐ জন্য কত বলেছেন—আমি আগে অস্বীকার কোল্লাম, শুনে মার্ত্তে এলেন। সাধুর সঙ্গে গাঁজা টিপ্‌চেন আবার কি পরামর্শ কোচ্চেন।

বিপি। অন্তরালে থেকে শুন্তে পার?

বা। না মশায় টের পেলে সর্ব্বনাশ।

ভদ্র। কি পরামর্শ কিছু বুঝ্‌তে পাল্লে?

বা। কি জানি মশায় দুজনই গাঁজায় চুর। কাকা বোল্‌চেন তোরে বিশ টাকা দেব, সে বোল্‌ছে মুই তা পারবো না।

ভদ্র। বিপিন! কি পরামর্শ জানা উচিত হচ্চে ত?

বিপি। সাধুর নিকট ভিন্ন আর উপায় নাই।

ভদ্র। তাই ভাল—এস যাই।

বালক ব্যতীত উভয়ের প্রস্থান।

(সাধু ও বিশ্বনাথের প্রবেশ।)

বিশ্ব। বেটারা গিয়েছে—বাবা বাঁচা গেল। উঃ ভিমুীদেব আর কি, ওদের দেখে আবার ভয়। যে বেটা গাঁজা না খায় সে আবার মানুষ! বেটাদের জ্বালায় অস্থির—বাওয়া গেঁজেল গেঁজেল কর গাঁজায় কত মজা তা ত খেয়ে দেখ্‌লে না, তা ওর মজা বুঝ্‌বে কি। (বালককে লক্ষ্য করিয়া) তুই শালা এখানে কি কচ্ছিস্ র‍্যা। (কেশাকর্ষণ)

বা। কা—কা কাকা আমি শালা নই—শালা নই—তোমার ভাই পো ভাইপো—চুল ছেড়ে দাও আমি যাচ্ছি।

বিশ্ব। (চুল ছাড়িয়া হাস্যমুখে) দুর্ শালা, বলে শালা নই।

(বেগে বালকের প্রস্থান।

কি সাধু কি বল। পঞ্চাশ টাকা দেব বল্লাম তবু হলো না, এই মাগ্‌গি গণ্ডার সময়—

সাধু। আপনি পোঁদ্‌চাস ট্যাকা দেব দেব ত এই কথায় বল্‌চো। এক কুড়ী দশ ট্যাকা দিলিউ মুই একাজে ঘেড়ুইনে।

বিশ্ব। দুর বেটা। এত লোক মরে ভেনো গওলার মরণ নেই।

সাধু। এজ্ঞে আপনি মুখ সেম্‌লে কতা কৈও।

বিশ্ব। সাধু চটিস্‌নে। আমি তোকে দুকুড়ী দশ টাকা দিতে চেলাম, তুই বল্লি এককুড়ী দশ টাকা দিলেও পার্‌বিনে।

সাধু—। এজ্ঞে তাই কেন আগে বল্লে না। তা মোর তানারে আগে সুদুই।

বিশ্ব—। তানার আবার কেরে।

সাধু—। এজ্ঞে মোর ইস্তিড়ী গো।

বিশ—। খবর্দ্দার, আর কারো কাছে যেন একথা প্রকাশ করিস্‌নে।

সাধু—। এজ্ঞে না, মুই তেমন সাদু নই।

উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হরিদাসীর শয়নগৃহ। হরিদাসী আসীনা।
মনোরমা ও শান্তমণির প্রবেশ।

মনো—। একাটী বসে বসে কাঁদ্‌ছ বোন্‌?

হরি—। ঠাকুরঝি! কাঁদ্‌বের জন্য যে আমি জন্মেছি, আমি কাঁদবো না ত কে কাঁদ্‌বে বল। ভাতার আমাকে দেখ্‌তে পারে না আমি সে দুঃখ করিনে—সকলের ভাগ্যে সমান ভাতার হয় না। সে আজ মাল্লে—কাল দুট মিষ্টি কথা বল্লে—আমি সকল দুঃখ ভুলে গেলাম। দিদি আমাকে কথায় কথায় গঞ্জনা দেন, শ্বাশুড়ী বিষচক্ষে দেখেন, আমি কার মুখ দেখে জীবন ধরি বল দেখি ভাই! তাই না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে দুদিন স্থির হয়ে থাকি, তা সেখানেও আবার সেই পোড়াকপালীর জ্বালায় তিষ্ঠবার যো নেই। চোখের জল সার করে সংসারে এসেছি, চোখের জল সার করে

যেতে হবে। তুই যে কটাদিন এখানে আছিস্, হরিদাসী আর কাঁদ্‌বে না। তুইও যাবি হরিদাসীও যাবে।

শা—। কোথায় ল্যা।

হরি। যেখানে শ্বাশুড়ীর গঞ্জনা সৈতে হবে না, দিদির মুখনাড়া শুন্‌তে হবে না, ভাতারের ঝাঁটারবাড়ী খেতে হবে না, আমি সেখানে যাব।

শা—। সে আবার কোথায় ল্যা।

হরি—। কেন, আমার মায়ের কাছে (রোদন)

মনো—। বোন্ তোকে আমি আপনার ভগ্নির মত দেখি, তোর চোখে জল দেখ্‌লে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোর এমন ভালবাসা স্বভাব, তোর কপালে পরমেশ্বর এত দুঃখ লিখেছেন। হা—পরমেশ্বর! তোমার মনে এই ছিল, এমন অবলা সরলার দুঃখ দেখলে যে পাষাণ গলে যায়। নাথ! অভাগিনীর প্রতি কি তোমার কৃপাদৃষ্টি হবে না।

(রোদন)

শান্ত—। দিদি তুমিও দেখি পাগল হলে। ছোটবোর ঐ একরকম দশা, হাঁসি বল্লে হাঁসি কান্না বল্লে কাঁন্না। ও যদি মানুয়ে থাকে কার সাধ্য ওকে কে কি বলে। ওর মনটা বড় খোলা, পেটে একখান মুখে একখান নেই, উচিত কথা সকলকেই বলে, সেই জন্যই ত ওকে কেউ দেখ্‌তে পারে না।

হরি—। ঠাকুরঝী চুপ কর ভাই আমি চুপ করেছি। আমার দুঃখ দেখে তুই এই প্রথম কাঁদলি, আর কখন কেউ কাঁদেনি। তোর কান্না দেখে, কোথায় কান্না বাড়াব, তা ভাই পাল্লাম না। পাল্লাম না কেন, মনে একটা আনন্দ হলো, মনে জান্তাম আমার দুঃখে চোখের জল ফেলে এ সংসারে আমার এমন কেউ নেই।

মনো—। বোন্ তোর মনে নাকি বিন্দুমাত্র মলিনতা নাই তাই তুই এ কথা বল্‌ছিস। তোর দুঃখের কথা আমি ওবাড়ীর দিদিমার মুখে সব শুনেছি—মাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বল্‌তে তিনিই বারণ করে দেন—সেই জন্য বলি নাই। আমি তোর কাছে সর্ব্বদাই থাকি, মার তাতে কত মন ব্যাজার। পিতার নিকট বল্লেম তিনি মার রায়ে রায় দিলেন বোল্লেন, আমি কি করবো। ছোড়দার নিকট কোন কথাই বল্‌বের উপায় নাই, তাঁর সাক্ষাতে যেতেই আমার ভয় করে। কাল তোকে প্রহার করেছেন শুনে ইচ্ছা হলো, যাই একবার দুট কথা বলে আসি—কিন্তু সাহস হলো না।

হরি—। ঠাকুরঝী দেখ্‌ছো কি, এবার মরে পুরুষ হবো।

মনো—। কি আমোদ করিস্, ভাল লাগে না।

হরি—। না, সত্যি, মাইরি।

শান্ত—। দেখ্‌লে দিদি ওর রকমটা, হচ্চে ওর দুঃখের কথা ও করে রঙ্গ। সাধে বলি ও একটা পাগল।

মনো—। বোন্ আমি তোর দুঃখের কথা শুনে, যেমন মনে ব্যথা পেয়েছি কথায় বলে জানান যায় না। যদি অন্য কোন উপায় থাক্‌তো তোর এ সংসার কর্ত্তে হতো না। তা বোন্ কি কর্ব্বে। জগদীশ্বর যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাঁর কোন না কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য আছে—এই দারুণ দুঃখের সময় কিছুই জান্‌তে পারচোনা পরে জান্‌বে।

শান্ত—। দিদি ছোটবোর আমাদের কোন দোষ নেই—কেবল মুখদোষ। কারো অন্যায় দেখলে চুপ করে থাক্‌তে পারে না, কেউ কোন অন্যায় কথা বল্লে সহ্য কর্ত্তেও পারে না। ও যদি অন্য ঘরে পড়তো ওর সুখের সীমা থাকতো না। এ সংসারে উচিত্ত কথা বল্লে তিষ্ঠন যায় না, কেউ ভালবাসে না, ও তা বুঝবে না। আমি কত দিন বলেছি আমার কথায় কান দেয় না। পাড়াগাঁর মেয়েরা কি উচিত্ত কথার মানুষ!

মনো—। বোন্ এ বাড়ীর মেয়েরা ভাল নয় বলে কি সকল বাড়ীতে—

শান্ত—। সকল না হোক, অনেক বাড়ীতে এইরূপ দেখা যায়।

মনো—। ছোটবৌ! তুমি আর দুঃখ কর না, তোমার মত সরলাকে পরমেশ্বর যদি সুখী না করেন, তবে তাঁর দয়াময় নামে কলঙ্ক হবে।

হরি—। তাঁর দয়ার পোড়াকপাল, তাঁরও পোড়াকপাল, যখন মায়ের কাছে যাব, তখন তিনি একেবারে দয়া কর্ব্বেন। (রোদন)

মনো—। সত্য সত্যই মর্ বি নাকি বোন্। না বোন্, এমন কাজ করিস্ নে। তুই যাতে সুখে থাকিস, আমি এমন কাজ করে যাবো, তোর আর উচ্চ কথা শুনতে হবে না,—দাদার প্রহার আর খেতে হবে না—বোন এমন সোণার লতা অকালে ছিন্ন করিস্ নে। (রোদন)

হরি—। না ভাই আমি মরবো না তুই চুপ কর—তোর চোকে জল, আমার প্রাণে সহ্য হয় না।

শান্ত—। ছোটবৌ কাল দাদা তোকে মেরেলেন কেন?

হরি—। না—সে কথায় কাজ কি?

মনো—। তা দোষ কি? আমাদের কাছে বলবে বৈতনয়—আর কারু কাছে না বল্লেই হলো।

হরি—। ঠাকুরঝী বলচেন, তবে বলি—ভাই সে ত রাত্রে প্রায়ই ঘরে থাকে না, প্রথম রাত্রে একটু ঘুমোয়, তার পর কোথায় যায়,—কে জানে; জিজ্ঞাসা কল্লে আমাকে বলে না। ভোর হলে দেখি আমার কাছে শুয়ে আছে—কোন কোন দিন বা আসেই না—তা ভাই আমার কোন দিন কর্ম্মে ত্রুটি হয় না। কাল ডিবেপুরে পান ভোরের করে রেখেছি আগে নিয়ে যেতে ভুলে গিছলাম—বিছানায় গিয়ে মনে হলো—অমনি তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম—এসে দেখি পানের ডিবে দিদি নিয়ে যাচ্চেন। আমি গেলে আমাকে বল্লেন, 'কত সাধ যায়রে চিতে, মলের আগায় চুট্কী দিতে' ডিবেপুরে পান নিয়ে গিয়ে ভাতারের সঙ্গে রঙ্গরস কর্ব্বেন।

মনো। তুই কি বল্লি?

হরি। আমি বোল্লাম তোমার ভাতার ভাতার আমার কি ভাতার নয়! কেন সে কি ভেসে এসেছে।

মনো। তার পর। স্বামীকে সে বলে ‘সে’ কথা বল না, কত দিন বলেছি।

হরি। তার পর বল্লে যা, যা এ পান পাবিনে। আর একটীও পান নেই যে আমি তোয়ের করে নিয়ে যাই। কাযেই গিয়ে শুয়ে থাক্লাম। আমার যখন একটু একটু ঘুম এয়েছে তখন —সে—তিনি এলেন, এসেই বল্লে পান কৈ? আমি সমুদায় কথা বল্লাম। শুনে বল্লেন তোর সব বর্জ্জাতি। আমি তা—তাঁর গা ছুঁয়ে দিব্বি কল্লাম, শুন্লেন না। ডেক্‌রী, হারামজাদী বলে গাল দিতে দিতে খোঁপা ধরে একটান মাল্লেন —খোঁপা খুল গেল। তারপর বিউনি ধরে মার্ত্তে লাগ্‌লেন। আমি পায় জড়িয়ে কান্তে কান্তে বোল্লাম (রোদন)—আমায় আর মের না— আমার আর কেউ নেই। তুমি য—দি আ—মা—কে এইরূপ কর্ব্বে তবে আমি কা—কার মু—মুখ দে— (কণ্ঠ রোধ)।

মনো। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) চুপ্ কর বোন্ আর শুন্তে চাই না।

(নিরোদবাসিনী, শশিমুখী ও
কমলার প্রবেশ।)

কম। এই যে ঠাকুরঝী এখানে আছেন।

নিররাদ। এ কি! ছোট বৌ ক্রন্দন কচ্চেন কেন?

কম। ওর কান্নার কথা কেন বল, নাঙা চকে পানি নেগেই আছে।

মনো। নিরোদবাসিনী, সৈ, আজ্ আমার পরম সৌভাগ্য আজ প্রাতে যার মুখ দেখে উঠে ছিলেম এখন প্রত্যহ তার মুখ দেখে উঠ্‌বো।

(কমলার প্রস্থান।

নিরোদ। মনোরমা! উভয়তই ঐ রূপ। তুমি এতদিন এসেছ আমরা কাল শুন্‌লেম, কালই আস্‌তেম পাড়ান্তর বলে আস্‌তে পারি নাই ; গ্রামের দশা ত শুনেছ, পথে ঘাটে বার হতেই ভয় করে। বাল্য-কাল হতে—বিয়ের পর, তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই, চিন্তেপার্‌বে কি না সেই ভাব্‌না হয়েছিল।

মনো। দিদি! বাল্যকালে যাদের সহিত একত্রে খেলা করেছি, যাদের না দেখ্‌লে ক্ষণকাল জীবন ধারণ করা ভার বোধ হতো, তাদের কি সহজে ভোলা যায়।

শশী। সৈ আমি তোমার উপর রাগ করেছি। চল ছোট বৌ আমরা ঐ ঘরে যাই।

মনো। কেন সৈ (বাহু দ্বারা গলা বেষ্টন)

সেই জানে কত সুখ পুনঃ সংমিলনে,
যেই জন দহিয়াছে বিচ্ছেদ দাহনে।

শশি। আর তোমার ভালবাসা জানাতে হবে না—যা আছে একটু আদ্‌টুই ভাল,—জেয়াদা হলে গাল্‌ পুড়বে——

ভালবাসা কথায় ভাল,
কাজে কিন্তু নয় রসাল।
ভালবাসার এমনি গুণ,
পানের সঙ্গে যেমন চুন ;
কম হলে সই লাগে ঝাল,
জেয়াদা হলেই পোড়ে গাল।

হরি। বাহবা শশি দিদি বেশ বলেছিস্‌ যেমন গাল করে বলেছে

তেম্‌নি জবাব হয়েছে। কি—কি—পানের সঙ্গে চুন, কি আর একবার বল না ভাই।

শশি। ভালবাসা কথায় ভাল।
কাজে কিন্তু নয় রসাল।
ভালবাসার এমনি গুণ,
পানের সঙ্গে যেমন চুন,
কম হলে সই লাগে ঝাল,
জেয়াদা হলেই পোড়ে গাল।

হরি। দিব্য ছড়াটী, কোথায় শিখ্‌লি ভাই?

শশি। কবিতাটী একখানি কেতাবে আছে—কিন্তু সেখানি আজও ছাপান হয় নাই।

হরি। শশি দিদি আর একবার বল্‌না ভাই, তোর পায় পড়ি, আমি শিখ্‌বো।

শান্ত। ছোট বৌ ছড়া পেলে আর কিছু চায় না। এই কাঁদ্‌ছিল ছড়া শুনে সকল কান্না ভুলে গেল।

নিরোদ। ভাল কথা, আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বো মনে কচ্ছিলেম।

মনো। (গলা ছাড়িয়া) ও কথায় কাজ কি ভাই,—অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ হলো অন্য কথা বল।

নির। ছোট বৌকে বড় বৌ না কি বড় গঞ্জনা দেন?

শান্ত। শুদ্ধ বড় বৌ বলে নয়, ওরে বাড়ীর কেউ দেখ্‌তে পারে না।

নিরো। এ বড় অন্যায়, আমি শুনেছি, ছোট বাবু ওকে প্রহার করেন, বড় বৌ তাড়না করেন,—এখন ওর কান্না দেখে যে কথা বলে গেলেন তাতেই ওকে যত ভালবাসেন জানা গেল—আবার শ্বাশুড়ী গঞ্জনা দেন।

আমাদেরও সংসার আছে আমাদেরও শ্বাশুড়ী ভাজ সকলই আছেন, কৈ কারো মুখে ত কখন উচ্চ কথা শুনি নাই।

শান্ত। অন্যায় কাজ কল্লে, না বলা আবার অন্যায় আমার শ্বাশুড়ী আমার অন্যায় দেখ্‌লে বকেন, পরক্ষণেই আদর করে ডাকেন, আমি সব ভুলে যাই।

নিরো। এ কালে কি আর শ্বাশুড়ী ননদের গঞ্জনা আছে। স্বামী কর্ম্মক্ষম হলে সকলেই হস্তগত হলো। তখন কোন অন্যায় কাজ হলেও ভয়ে কেউ কোন কথা বল্‌তে পারে না। তখন তিনি হলেন গিন্নি, পাছে গিন্নি রাগ করেন, সকলে ভয়ে জড় সড়। আমি ইচ্ছা করেও কত অন্যায় কাজ করেছি—কার মুখে কখন উচ্চ কথা ত শুনি নাই।

হরি। আমাকে ভাই তোদের বাড়ী নিয়ে যেতে পারিস্‌?

শশি। তাও আবার বলি ভাই, বৌয়ের অন্যায় দেখ্‌লে শ্বাশুড়ী কি অপর কেহ কোন কথা বল্‌তে পার্‌বেন না, সেটী স্ত্রীর নিন্দা বৈ পৌর-ষের কথা নয়। এরূপ হলে স্ত্রীপুরুষের প্রণয় কখনই সুখের হয় না। স্বামী স্ত্রৈণ না হলে এরূপ ঘটে না।

মনো। স্ত্রীগণ ভালরূপ সুশিক্ষিত হলে শ্বাশুড়ী ননদের গঞ্জনার কারণ থাকে না, স্বামীও স্ত্রৈণ হন না।

শশি। পল্লিগ্রামে স্ত্রী শিক্ষা প্রণালী প্রচারিত হওয়া নিতান্ত আব-শ্যক; সেটী ভবিষ্যতের জন্য কিন্তু আশু কোন উপকার দর্শে না। শ্বাশুড়ী ননদের গঞ্জনা পল্লিগ্রামেই বেশী। শ্বাশুড়ী প্রথমেই যাহাকে যে চক্ষে দেখেন তাহাই চিরকালের জন্য থাকিয়া যায়—যদি বিষচক্ষে পড়িলেন তবে তিনি বিদ্যাবতীই হউন, বা বুদ্ধিমতী হউন সেই বিষচক্ষে চিরকাল থাকিলেন।

মনো। আমাদের ছোট বৌকে বাড়ীর কেহ দেখ্‌তে পারে না, কেবল উচিত কথা সকলকেই বলে বোলে। যদি সকলই শিক্ষিত হইত তবে ওকে কে না আদর করিত—কে না ভালবাসিত। পল্লিগ্রামের

অবস্থা অতি শোচনীয় না হলে এমন সরলা রমণী কখনই এত ক্লেশ পাইত না।

শশি। কি পল্লি, কি সহর স্ত্রীগণের অবস্থাই অতি শোচনীয়, শতকের মধ্যে পাঁচ জন সুখী—প্রকৃত সুখী—হলে আর সকলকে তাহাই বলা যায় না, কেন সৈ তুমি বহুকাল সহরে বাস করেছ তুমিই বল না কেন।

মনো। কলিকাতা হলো একটা সহর, সেখানে রকম রকম লোক আছে, তা বলে সেখানকার সকলের অবস্থা মন্দ, আর তাঁরাই যে মন্দ এমনটা নয়। এখন সেখানে স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী যেরূপ প্রচারিত হয়েছে যদি সর্ব্বত্রই এরূপ হয়, তবে সংসার কি সুখের স্থান হয় বলা যায় না। স্নেহ, ভক্তি, প্রেম, অনুরাগ, সকলের মনে সমানরূপ জাগরিত থাকে। কবিরা সংসারকে তরঙ্গসমাকুল সমুদ্র বলে বর্ণনা করেন, যদি স্ত্রী শিক্ষা চর্চ্চা সর্ব্বত্রই হয়, তা হলে তাঁদের এবম্প্রকার বর্ণনা কাল্পনিক বলে বোধ হয়।

শশি। সৈ কলকেতার বাসিন্দা কিনা, তাই কলকেতাকে অত বাড়াচ্চেন। সেখানে স্ত্রী শিক্ষা উত্তম হয় তা স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার মত কার্য্য হয় না।

মনো। কি হয় না!

শশি। দেখ সই আমরা মেয়ে মানুষ—সংসার ধর্ম্মই আমাদের প্রধান কাজ—লেখা পড়া জানলেম জ্ঞান হলো, বুদ্ধি হলো আরো ভাল হলো। সহরে বল দেখি ভাই কোন স্ত্রীলোকের-ভাল বিদ্যাবতীর মধ্যে বলছি—কোন স্ত্রীলোকের সংসারের প্রতি যত্ন আছে?

মনো। অনেকের আছে তুমি বিশেষ জান না।

শশি। অনেকের নাই আমি বিশেষ জানি।

হরি। দুই সৈতে ঝগড়া করে না কি?

নিরোদ। আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ পাড়া গাঁর কথা বল আমাদের সহরের কথায় কাজ কি।

শশি। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা—সই বল্লে রাগ কর না—বাবু। এখান হতে যারা যান, তাঁরা যে পা কোথায় রাখ্‌বেন ঠিক পান না—আমার এককালে এইরূপ হয়েছিল। রাঁদুনীর অসুখ হয়েছে, স্বামী আফিসে যাবেন—বাবু আগুণের তাতে যেতে পাল্লেন না—সোণার অঙ্গ মলিন হবে স্বামী যেন রামবল্লভ, কোন কথা বল্‌তে পারেন না হয়ত না খেয়েই গেলেন।

মনো। যাঁরা পল্লিগ্রাম হতে যান তাঁরা—

শশি। সেখানকার বাসেন্দাদেরও জানা আছে। স্বামী আফিসে যাবেন, পান তোয়ের হয় নাই। স্ত্রী নবীন তপস্বিনী পড়্‌ছেন, পড়া ফেলে উঠ্‌তে পাল্লেন না এরূপ—

মনো। দুই এক জনের দৃষ্টান্ত দেখে সকলের চরিত্রে দোষারোপ করা ভাল নয়;—এখানে যেরূপ দেখ্‌ছি—সহরবাসিনীরা সর্ব্বাংশেই সুখী।

শশি। তার সন্দেহ কি, সুখ না হবেই বা কিসে। নিজের কোন কর্ম্মই কর্ত্তে হয় না। শয্যা হতে উঠে তামাক পোড়ার পরিবর্ত্তে সেরখানি আমা ইট চিবিয়ে স্নান হয়—পরে আহার—আহারের সময় বিষমব্যাপার; বাবুরা ভাতে পোড়া ভাত খেয়ে আফিসে যান, গিন্নিদের রাঁদুনিকে পাঁচ সাত খান তরকারির ফরমাস হয়। বৈকাল হলে চুল বাঁধা—সাবান দিয়ে অঙ্গ পরিষ্কার করা—স্বামীর মনোরঞ্জনের ত্রুটী না হয়। সেখানে স্বামীর নিকট যা চাও তাই পাবে কিন্তু স্বামীকে পাবে না।

হরি। তোদের ভাই রকম কি—এলি দেখা শুনা কর্ত্তে, দু দণ্ড আমোদ কর শুনি, না এদেশের কথা, ও দেশের কথা, এত কথাও জানিস্! তোরা পণ্ডিত তোদের আমোদ আহ্লাদ কেমন, তাই শুন্‌তে ইচ্ছা করে।

মনো। সয়ের কাছে দেশের খবর, সই এ কথাটী ঠিক বলেছেন। তবে আজ কাল কেশব বাবুর সমাজ হয়ে অনেকের স্বামীর স্বামীত্বে দখল হয়েছে।

নি। সেখানে স্বামীর নিকট যা চাও তাই পাওয়া যায়,—যে গহনা চাও তাই দেন—এত ভালবাসেন, তবু তিনি স্ত্রীর হলেন না এ আবার কেমন কথা।

শশি। দিদি! অঙ্গে দশ খানা গহনা দিলে কি ভাল বাসা হয়। যারা স্বামীর নিকটে থেকে স্বামী সহবাস সুখ বঞ্চিতা---তাদের মত হত-ভাগিনী আর নাই। তাঁরা দশ খানা গহনাই অঙ্গে দেন, আর নিজে সুখে আছেন বলে যতই গর্ব্ব করুন, তাঁরা অন্তরে অন্তরে যে যাতনা ভোগ করেন, তাঁদের সেই অন্তর্যাতনার সহিত তুলনা কল্লে আমাদের ছোট বৌ বরং সুখে আছে।

হরি। কি বল্লি ভাই আমার চেয়েও দুঃখিনী আবার আছে? আমি তবে একটু হাসি। (হাস্য)

শশি। (হাসিতে হাসিতে) এমন লোককেও গঞ্জনা দেন। কল্কেতায় স্বামী—সকলের না হোক—অনেকের বশে থাক্‌তে পারেন কিন্তু কাছে থাক্‌তে পারেন না। সেটী স্বামীর দোষ নয়, মাটির দোষ। সেখানে তাঁকে আগে খায় মদে, পরে বেশ্যায়। হা মদ্ কি কুক্ষণে তুই ভারতভূমিতে পা দিয়েছিলি, এমন সোণার পুরী একেবারে উচ্ছন্ন দিলি! কতকুলকামিনী সর্ব্বস্বধন হৃদয়বল্লভকে দুরাচারের হাতে সমর্পণ করে অদ্যাপিও দারুণ বৈধব্যদশা ভোগ কচ্চেন। কত শত কুলকামিনী বেশ বিন্যাস করে, পতির প্রেমালাপে যামিনীযাপন কর্ব্বো ভেবে —প্রদীপ জ্বেলে, একখানি পুস্তক হাতে লয়ে পড়্‌ছেন না পড়্‌ছেন, স্বামীর আশাপথ চেয়ে আছেন—কোথায় কিছু নড়্‌লো—ঐ বুঝি নাথ এলেন—তাড়াতাড়ি শয্যা হতে উঠ্‌লেন, ক্রমে দশটা, এগারটা, দুপুর, একটা বেজে গেল—প্রাণনাথ এলেন না, হাপুস নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে শয়ন করিলেন।

মনো। বস্তুতঃ ভাই স্বামী সুখ না থাক্‌লে সকল সুখই দুঃখের কারণ। কলকেতায় পুরুষগণ স্ত্রী শিক্ষায় যেমন উৎসাহ দিতেছেন,

সেইরূপ যদি তাঁদের স্বভাব সংশোধনে উৎসাহ দেন তবেই অবলাগণের দুঃখ ঘোচে, নচেৎ তাঁদের বিদ্যারস পান করিয়ে দুঃখের ভাগিনী করা —তাঁদের দুঃখানলে আহুতি দেওয়া। স্বামী অসচ্চরিত্র হলে যে স্ত্রী লেখা পড়া জানেন না—বরং ভাল থাকেন। যিনি লেখা পড়া জানেন, তাঁর হাজার সুখ হলেও দুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না।

শশি। তা আর বল্‌তে, কিন্তু পুরুষরা তা শোনে কৈ। এত সংবাদ পত্র হলো,—মদের বিরুদ্ধে, বেশ্যার বিরুদ্ধে কত আইন জারি হলো। দিন দিন মদের দোকা, বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি বৈ হ্রাস ত হলো না। হবে কেমন করে? শুন্‌তে পাই যাঁরা মদের বিরুদ্ধে লেখেন তাঁদের মধ্যে অনেকে মদ খান।

হরি। 'পণ্ডিতে পণ্ডিতে দ্বন্দ্ব মূর্খে বুঝ্‌বে কি,—যাই ভাই কাজ দেখি গে—তোমাদের ন্যায় শাস্ত্রের বিচের শুন্‌বের আর সময় নেই।

মনো। সই চুপ্‌ কর আর কেন—আমাদের কথা ত কারো কানে উঠ্‌বে না—তবে বৃথা বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন কি।

শশি। ভাই কথা পাড়্‌লে ত আর একটী কথা বলে চুপ করবো। আমি একবার কালিঘাট গিয়েছিলেম যেতেন না শ্বাশুড়ী অনুরোধ কল্লেন তাই গেলেম—

নি। বড় বৌ বেলা গেল আর না—মা বোক্‌বেন। মনোরমা তোমার কাছে বিদ্যাসুন্দর আছে কি?

মনো। না দিদি আমরা অল্প লেখা পড়া জানি, আমরা বিদ্যা-সুন্দরের মর্ম্ম কি বুঝবো।

শান্ত। কথাটা শুন্‌তে দিলে না।

নি। ও আজ থাক কাল হবে—তা ভাই কামিনীকুমার কি রসিক তরঙ্গিনী যা থাকে একখান দাও, পড়া হলে দিয়ে যাব। শ্বশুর বাড়ী হতে আসবার সময় আমি বোয়ের বাক্স আন্‌তে ভুল গিছ্‌লেম।

মনো। দিদি তুমি যে সব পুস্তকের নাম কল্লে এসব শুনেছি খারাপ

মন সহজেই কদর্য্য করে—বিশেষতঃ যারা অল্প লেখা পড়া জানে। স্ত্রী লোকের মন চিনের কাগজ—একটু জল পড়লেই গলে যায়।

নি। আমার প্রাণেশ্বরও কত দিন বারণ করেছেন—তা—তা বোন্ এ এমন জিনিসই নয়—ও রস একটু পেটে গেলে সহজে ভোলা যায় না। আমি কত দিন মনে করেছি এমন কেতাব আর পড়বো না—

শশি। এ দোষের কথা, খারাপ কেতাবে মন দেওয়াই অন্যায়—তুমি ত এত দিন আমাকে এ কথা বল নাই- ঠাকুরঝী একথা আজ তোমার মুখে শুনে বড় দুঃখিত হলেম। আমার কাছে এত ভাল ভাল বৈ রয়েছে তুমি এতদিন বল নাই কেন। আমাকে পড়তে দেখছ,—তবু তেমন মনোযোগ দিয়ে শোন নাই কেন—তুমি সয়ের কাছে কামিনী-কুমার, রসিক তরঙ্গিণী চাইতে এসেছ ছি, ছি ছি!

হরি। নারোদ, নারোদ।

নি। বড় বৌ ভাই চুপ কর আমার ঘাট হয়েছে।

হরি। এইরে—খামকায় ঘাটমান্লি, চলুক না খানিক। এরা দুই সয়েতেই সমান—মুখ ভার অমনি এক কথাই হয়ে পড়ে।

শশি। সই তোমার প্রাণকান্ত কি তোমাকে পত্র লেখেন?

মনো। না সই সে আমারই দোষে। শিরনামে নাম দিয়ে ত লিখতে পারেন না,—তবে কার কাছে দেন এই জন্য আমি পূর্ব্বেই বারণ করে এসেছি

শশি। কাজ টা ভাল কর নাই। দেখএক প্রাণেশ্বরই অবলার সর্ব্বস্ব ধন। হৃদয় বল্লভই, অবলা হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠিত দেবতা। তাঁর——

হরি। প্যাণেশর প্যাণবলব, হিদয়—ত তোদের কথায় কথায় ওত সংস্কিত্তে কাজ কি, ভাতার বল্ যে সকলেই বুঝবে।

শশি। (হাস্য করিয়া) আমার হৃদয় নাথ আমাকে পত্র লেখেন সেজন্য অনেকে অনেক কথা বলেন—পুরুষেদের মধ্যেও একথার আন্দোলন হয়, বড় অন্যায়। তা ভাই লোকের কথা শুনে কেন আপন ধনে চোর

হব। যে স্বামীকে চোকের আড়াল কর্ত্তে হৃদয় কাতর হয়—যাঁর প্রেম-পূর্ণ মধুরালাপ শুন্‌তে মন লালায়িত হয়—সেই জীবন সর্ব্বস্বকে বিদেশে রেখে—তাঁর প্রেমালাপ না শুনে, কিরূপে স্থির থাকা যায়। আমি ত কখ-নই পারি নে ভাই।

এহেন দুখের কালে কেবল সজনী,
দারুণ বিরহ জ্বালা নিবারিতে পারে,
বিনা প্রেমপরিপূর্ণ নাথের লেখনী।
শান্তিনিকেতন মরি দুঃখের আগারে।

মনো। তা সই একবার করে বলচো। আমি বারণ করে যে দুঃখে কালযাপন কচ্চি—তা মনই জান্‌ছে, আর অন্তর্যামী জগদীশ্বরই জান্‌ছেন।

শশি। সই আমার স্বামী আস্‌চে শনিবারে আস্‌বেন, তাঁকে সঙ্গে করে আনেন লিখে দেব?

মনো। বেণীবাবুর সহিত তাঁর তো আলাপ নাই?

শশি। তুমি তাঁর ঠিকানা জান, আমার কাছে লিখে দাও আমি পত্রের মধ্যে পাঠ্যে দেই—তিনি অনুসন্ধান করে লবেন।

মনো। সে পরামর্শ মন্দ নয়—কিন্তু ভাই তেমন কপাল নয়।

শশি। তিনি যদি আসেন, আমাকে কি দেবে।

মনো। আমি ত তোমারই আছি। তাঁকে চাও তাও দিতে পারি।

হরি। ভাই আমার ইচ্ছে করে তোদের কাছে অম্‌নি করে ভাতারের কথা বলি।

নি। কথায় কথায় বেলাটা একেবারে গিয়েছে—(উঠিয়া) আয় বড় বৌ মা হয় ত কত বোকুবেন কন—আয় আজ যাই কাল আবার সকালে আস্‌বো।

(সকলের প্রস্থান।
যবনিকা পতন

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রামপুর) প্রান্তরবর্ত্তী বটবৃক্ষ তল।

নরেন্দ্র ও বিনোদ আসীন।

নরেন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ হলো! অন্নাভাবে লোকের এত দুর্গতি চক্ষে দেখে যে আর থাকা যায় না। সেই রমণী ও বালকটির কথা মনে হচ্চে আর হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে। ইংরাজাধিকৃত হয়ে পর্য্যন্ত বঙ্গের এমন দূরবস্থা কখন হয়েছে কি না সন্দেহ। হা নিখিল নিধান মঙ্গলময় পরমেশ্বর—চতুর্দ্দিক হতে হা হা রব উঠলো--কোটী কোটী লোকের ক্রন্দন ধ্বনি আর্ত্তনাদ তোমার কর্ণে কি প্রবেশ করিবে না নাথ। দয়াময় তোমার যে অপার মহিমা—তুমি যা কিছু কর সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য। এই দুর্ভিক্ষে তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য কি, আমরা মূঢ়মতি তাহার কিছুই জানি না। দয়াময় ভ্রাতৃগণের দুঃখ চক্ষে দেখে যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—নাথ এক বার চেয়ে দেখ, তুমি চাহিলে ভারত সন্তান আর কাঁদিবে না—

হে নাথ অনাথ নাথ নিখিল জীবন,
চেয়ে দেখ একবার বঙ্গভূমি পানে,
ক্ষুধায় কাতর হয়ে, আছে তোমা পানে চেয়ে
নিয়ত কাঁদিছে নাথ হাহা রব তানে।
চাবে না কি দয়াময় করুণা নয়নে?

বিনোদ। বস্তুতঃ নরেণ এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য কখন ত নয়নগোচর করি নাই। আহা! অন্নাভাবে লোকের এত দুর্গতি—অনাহারে মৃত্যু!! কেবল এখানে বলে নয় সর্ব্বত্রই এইরূপ হচ্চে। না জানি ঐ স্ত্রীলোকটী কতদিন শাকসবজে খেয়ে জীবন ধারণ করেছিল। মাতৃস্নেহই বা কি আশ্চর্য্য স্নেহ সন্তানটী বক্ষঃস্থলে শয়ন করে স্তনপান কচ্ছে জননী শিশুটীর গাত্রে হস্ত দিয়ে জন্মের মত চক্ষু মুদ্রিত করেছে।

নর। নিরোদ যখন শিশুটীকে ক্রোলে তুলে নিলেম—আর সে যখন কাঁদ্‌তেলাগলো আমার যেন প্রাণ বিয়োগ হলো।

বিপিন। এখন পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর শিশুটীর কোন অমঙ্গল না হয়, আমাদের এত যত্ন যেন সার্থক হয়।

(ভদ্রেরের ও বিপিনবিহারীর প্রবেশ)

বিপিন। শিশুটী কি জীবিত ছিল?

নিরোদ। হ্যাঁ ভাই মৃতা মায়ের বক্ষে শয়ন করে স্তনপান কচ্ছিল।

বিপিন। উঃ কি ভয়ঙ্কর হৃদয় বিদারক ঘটনা।

ভদ্র। তাকে কোথায় রেখে এলে।

নর। খুড়ো, খুড়ী, আর একটী ভাই আছে,---তাদের কাছে রেখে এলেম। বলে এলেম, তোমারা অন্নের জন্য কোন ক্লেশ পাবে না, শিশু-টীকে যত্নের সহিত লালন পালন করো। তাদের ভরণ পোষণ আমরা চাঁদা করে চালাব।

বিনো। এরূপ লোকের জীবন রক্ষা করাই অর্থের সার্থকতা।

ভদ্র। ভাই যত কর গ্রামবাসির নিকট কিছুতেই প্রশংসা পাবে না। দুদিন অন্তর যদি একটী করে ফলার দিতে পার তবেই তোমরা, যা খুসী তাই কর, বড় লোক হতে পার।

বিপি। অমন ফলারে প্রশংসীয় প্রয়োজন?

নরে। আমরা প্রশংসার জন্য করি না, লোকের মঙ্গলের জন্য করি যে বিপরীত ভাবে ভাবুক।

ভদ্র। নরেণ তুমি গ্রামে বহু দিন একত্রে বাস কর না। ছুটী হলেই এস, গ্রামের হাব্‌ভাব্ কিছুই জান না।

নরে। সমুদয় জানি। গ্রামের মধ্যে দশ জন একত্রিত হলেই পরের নিন্দা—তা কি স্ত্রী, কি পুরুষ। ওসব মনে করে কি কর্‌বো।

ভদ্র। তুমি দেশে থাক না, আমাদের মধ্যে বেড়াও বলে, সকলে তোমাকে মদ খোর গাঁজা খোর বলে একি সহ্য হয়!

নরেণ। গ্রামের মধ্যে নব্য দলে অনেকেই মদ খায় গাঁজা খায়—আমাকে এ কথা বল্‌বে তা আর বিচিত্র কি!

ভদ্র। তুমি ব্রহ্ম জ্ঞানী বলে সকল কথা উড়িয়ে দাও, ভাল কর না? ব্রাহ্মণ শূদ্রে একত্র বাস কর, শুনে কে কি না বলেছে! তোমার কোন হৃদয়সখা এখানে এলে, তোমার স্ত্রী তাঁর সাক্ষাতেও জান নাই—কেবল জানালার দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে জন্য স্ত্রী লোকেরা তাঁহাকে যা বল্‌বের হয় বলেন—তা শুনে তিনি কেঁদেছেন।

নরেণ। তা ত সমুদয় জানি; স্ত্রীশিক্ষা পল্লিগ্রামে যত দিন না সুচারুরূপ হবে, তত দিন পল্লির অবস্থা এইরূপই থাক্‌বে।

নিরোদ। পুরুষদিগের, অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর! এমন গুটী কতক লোক আছেন, তাঁদের দেখ্‌লে কাঠের পুতুল ডরিয়ে উঠে, তাঁদের ভয়ে বামাগণ কোন স্থানেই গমনাগমন কত্তে পারেন না।

বিপি। বিশ্বনাথ সাধুর দ্বারা সাধুর স্ত্রীকে কি ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কর্ত্তে অনুরোধ করে!

নরেণ। সত্য, তার পর কি হলো——সাধু কি সমুদয় বলেছে?

ভদ্র। সাধে বলেছে প্যারদায় বলিয়েছে! শুন্‌লেম সে জন্য সাধুকে পঞ্চাশ টাকা দিতে চেয়েছিল।

বিনোদ। এই মন্বন্তর, ওদের সংসার চলাই ভার পঞ্চাশ—

ভদ্র। কোমরে জোর আছে। চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি।

নরে। কথাটা কি বল, শুনি।

ভদ্র। কামিনীর সৌন্দর্য্যের কথা সকলই শুনেছ। এমন রূপবতী রমণী অতি অল্প আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বৎসরাবধি দারুণ বৈধব্য দশা ভোগ কচ্ছেন, তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক রটাবার জন্য, বিশ্বনাথ সাধুস্বারা সাধুর স্ত্রীকে অনুরোধ করে।

নরেণ। আহা! বিধবাবিবাহ পল্লিগ্রামে যত দিন প্রচলিত না হবে তত দিন, বিধবাদিগের এই দারুণ বৈধব্য—দশা তার উপর আবার, অসৎ লোকের ভয়ঙ্কর কথা সহ্য কর্ত্তে হবে।

বিপি। এ কথা শুনেই কামিনী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ কর্‌বার জন্য দড়াদড়ী সমস্ত সংগ্রহ করে রাখেন, তাঁর গর্ভধারিণী তা টের পান, সেই-জন্যে তিনি এখন জীবিত আছেন।

ভদ্র। হরিনাথ ভট্টাচার্য্য, যাঁর মত বিজ্ঞ আর নাই যাঁর মত বোকা ত্রিপণ্ড আর নাই, তাঁরই কার্য্য কলাপ দেখেই ত এই সব কাণ্ড হচ্চে। তিনি গ্রামের মোড়ল, তিনি যা কচ্চেন তাই শোভা পাচ্চে দেখে,— সকলই এই কর্ম্ম কর্ব্বে তাতে।

বিপি। সত্য, যদি ওঁর স্ত্রী না মরে যেত কিম্বা তার বিধবা ভাইজকে যদি বিবাহ কর্ত্তিত, তাহলে গ্রামের মধ্যে এত ডামা ডোল বাজ্‌ত না। এ দিকে এই কাজ কর্ত্তে পারেন,—বিধবাবিবাহের কথা শুনলেই কানে হাত দেন!

ভদ্র। এমন ভয়ঙ্কর লোক আমি কখন দেখি নাই—যে চুনিলাল বণিক ঠাক্‌রুণটীর স্বভাব নষ্ট করে তার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব'—তার দোকানে বসে সকলের চখে আঙ্গুল দেওয়া হয়। নিজের মুখ খানা দেখেন না। আবার, খোসামুদে গুলিও যুটেছে তেম্‌নি।

নরেণ। আমি অনেক গ্রামের গুপ্ত ইতিহাস জানি—এগ্রাম বলে নয় আজ কাল পল্লির অভ্যন্তর দেশ অতি কদর্য্য হয়েছে। বিধবাবিবাহ

পল্লিতে প্রচালিত না হলে, অভ্যন্তর দেশ কিছুতেই সংশোধিত হবে না।

ভদ্র। নরেন্দ্র তুমি এমন লোক, তোমার চরিত্রে তিনি দোষারোপ করেন। তাঁকে দশ জনে মান্য করে এজন্য সন্মুখে কেহ কোন কথা বল্‌তে পারে না।

বিনো। নরেণ এই সময় একটা ফলার দেবার চেষ্টা করছে—নতুবা তোমার অব্যাহতি নাই। ভটচার্যকে আমি এক খান, অসাক্ষরিত পত্র লিখেছি তাতে যত দূর লিখ্‌তে হয় লিখেছি, তবু ত লজ্জা নাই।

নরেণ। আমাকে মদখোর গাঁজা খোর কি ইনিই বলেন ?

ভদ্র। ইনিই বলেন। লোকের উপকার তাঁর চক্ষের শেল, যিনি ফলার না দিলেন, কি বারইয়ারির চাঁদা রহিত কল্লেন, তিনি ভাল হলেও গ্রামে গ্রামে তাঁর বদ্‌নাম শুন্‌বে আর যিনি এ সকল করেন, তিনি মদখান, গাঁজাখান, গুলিখান, পরস্ত্রী হরণ করুন, যা খুসী তাই করুন, তাঁর প্রশংসা রাখিবার স্থান এ গ্রামে কি, সমস্ত পৃথিবীতেও হয় না।

বিনো। নরেণের মুখ যে চুন।

নরেন। ওহে—বদ্‌নাম গুরুতর ব্যক্তির দ্বারা হলেই গুরুতর হয় এখানে এসে আমি ত পল্লির চালে চলিনে—অনেকে অনেক কথা বল্‌তে পারে। এঁকে আমাদের বাড়ীর সকলই মান্য করেন—ইনি এ কথা বল্লে বাড়ীর কেহ অবিশ্বাস করেন না, বিশেষ বাড়ীর সকলই জানেন, আমার সর্ব্বত্রই যাতায়াত আছে। আমি এমন স্থানে কত দিন গিয়েছি, আজও যাই, যে স্থানে যেতে বাড়ীর সকলই নিষেধ করেন সে সব স্থানে মদ গাঁজার ভারিধূম—কানে শুনেছি মাত্র চোখে দেখি নাই। আমার উপদেশ বাক্যে তারা উপকার বোধ করে বলেই যাই।

ভদ্র। তিনি এই কথা বলেছেন কি না, তাই সপ্রমাণ কর্ব্বের জন্য আজ দুদিন হতে চারু—ওকালতি পদ গ্রহণ করে আদালতে গমনাগমন করেন। আজ শেষ দিন !

বিপিন। পল্লি নামাই এরূপ আদালত আছে। তবে বিচারপতি-গণ উৎকোচটা অপরিষ্যাপ্ত নেন,—যিনি উৎকোচ না দেন না দিয়ে কেহ গ্রামে বাস্ কর্ত্তে পারেন না—তাঁর হয় দ্বীপানন্তর, নয় বার বৎসর জেল,—নয়—

নরেণ। উৎকোচ কি হে?

বিপিন। ফলার। তুমি বি এ, পাশকল্লে, আমাদের না খাইয়ে যদি তাঁদের, এক সাঁজ ফলার দিতে, তবে তোমার এত কথা শুন্‌তে হতো না।

ভদ্র। ভাই সন্ধ্যা হলো, চল যাই, চারুকে গুটীকতক কথা বলে দিতে হবে।

সকলের উত্থান।

(হরিনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।)

হরি। কেন হে আমাকে দেখে সকলই উঠ্‌লে কেন—বস,—সন্ধ্যার সময় এরূপ স্থানে, কজনে একত্রিত হয়ে গল্প কচ্চ ভালই ত।

ভদ্র। না মহাশয় আর বস্‌তে পারি না বাড়ীতে প্রয়োজন আছে।

(সকলের প্রস্থান।)

(হরিনাথের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দোকানগৃহ।

হরিনাথ, কাশীশ্বর, ও ভোলানাথ,

নিম্নদেশে চুনিলাল।

হরিনাথ। কাশীশ্বর ভায়া, আবার শুনেছ?

কাশী কি মশায়?

হরি। তোমারা কি গ্রামের কোন খবর রাখ না?

কাশী। রাখি বৈ কি মশায় কিছু কিছু।

হরি। আজ্‌কের নূতন খবর কি বল দেখি।

কা। নূতন খবরের মধ্যে,—পিউন বেটার হাতে বেণীর স্ত্রীর নামীয় একখানি পত্র দেখেছি—আর অমুকের স্ত্রী হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে ঘাটে যাচ্চিল।

হরি। আরে ও লয়ে কতদিন আন্দোলন হয়েছে,—আজগের নূতন খবর কিছু জান?

কা। না।

ভো। আজ কেবল মশায়ের সহিত এইমাত্র সাক্ষাৎ নূতন খবর কেমন করে জানবো?

হরি। আমি কি তোমাদের সংবাদ পত্র?

কা। তা আর একবার করে?

হরি। বটে ত, বটে ত, তা বটে ত। দেখ—এইদিকে তাকাও—আমার এসংবাদটী লওয়া—আজ বলে নয় বরাবর রীতি আছে।

কাশী। তা থাক্‌বে না আপনি কত বড় লোক, আজ কাল গ্রামের শ্রী-ই হলেন আপনি।

হরি। আমার পৈতে মাঁজা দেখে—আমার ভাইপো আজ আমাকে বড় ঠাট্টা করেছে—বুড়বয়সে বাহার দেখ।

কাশী। আপনাকে বুড় বলেছে—তবে ত সেটা অধঃপাতে গিয়েছে নেশাখোর সাধে বলি।

হরি। ওহে বুড় বলার কথা হচ্চে না, আমার যে বয়স বল্লে আমি তত মনে করি না—আমি হলেম খুড়ো আমার বাহারের কথা কেমন করে বোল্লে।

ভো। এখনকারের ছেলেদের জ্বালায় ত কিছু কর্ম্মের যো নেই।

হরি। আর ওসব কথা তুল না, গ্রামে যে দুদিন থাকে সেই দেখি মদ খায় গাঁজা খায়, দিন দিন হলো কি!

ভো। যে টাকা গুলো মদে আর গাঁজায় ব্যয় করে, সেইগুলো দিয়ে যদি আমাদের একসাঁজ খাওয়ায় তা হলে টাকা গুলো সার্থক হয়।

হরি। তা কল্লে যে ওদের পাপ হবে—নরেন্দ্র লেখা পড়া শিখে বৈয়ে গেল হ্যা!!

ভো। কেন কেন মশায় সে আবার কি কল্লে!!

হরি। ভোলানাথ যে আশ্চর্য্য হলে। কেন, শোন নাই—সে কি একটা পাশ করেছে, সেই জন্য যে দিন তার বন্ধু বান্ধবকে খাওয়ায়,—সে দিন দু বোতল মদ আসে, তা কিছু জান।

কাশী। বটে! সেই জন্যই আমাদের জানায় নাই—না হলে নরেণ—সকলকে খাওয়ালে আমাদের খাওয়ালে না—তা কি হতে পারে? নরেণ ত মদ খায় না, ঐ ছোঁড়াই আমাদের বঞ্চিত করেছে।

হরি। কাশীশ্বর ভায়া ত ভাল বুল্লে—নরেণ মদ খায় না তুমি কেমন করে জানলে ?

ভো। আজ্ঞে কি বল্লেন নরেণ মদ খায় !!

চুনি। তা বলেন কি, কলিকালের ছেলে চিনে নেওয়া বড় কঠিন।

হরি। যথার্থ কথা ত, যথার্থ ত ; কলিকালের ছেলে বড় কঠিন।

ভো। না মশায় এ কথা বিশ্বাস হয় না।

হরি। তুমি খেপেছ—মদ সুদু হলে ভাবনা কি গাঁজাও খায়।

কাশী।—গাঁজা !!

হরি। না তোমাদের সঙ্গে আর কোন কথা হয় না দেখি—যে বড় কথা বলি তাই আশ্চর্য্য জ্ঞান কর—কলিকালের ছেলে চেনা বড় কঠিন।

কাশী। তা হবে আশ্চর্য্য কি।

হরি। ভাল এ কথাই যেন বিশ্বাস না কল্লেন—আজ সন্ধ্যার সময় যা স্বচক্ষে দেখেছি তা ত বিশ্বাস কর্ব্বে।

কাশী। আপনার কথা বেদ তুল্য ওকি অবিশ্বাস হতে পারে।

হরি। পরের কুৎসা গেয়ে আমার কি লাভ বল। আজ সন্ধ্যার সময় হাত পা ধুতে যাচ্চি—কেনা ডোমের ঘরের পশ্চাতে যে বট গাছটা আছে সেখানে নরেন্দ্র, বিনোদ, বিপিন গাঁজা খাচ্চে—আমাকে দেখে কল্‌কেটা ফেলে দিয়ে সকলে উঠে দাঁড়ল। কেনাকে জিজ্ঞাসা করায় বল্লে, হারাণী কাওরাণীর ছেলেটীকে তার মার কাছ হতে এনে বটতলায় বসে—

কাশী। হ্যাঁ কি বল্লেন মশায়—কাওরাণীর মৃতদেহ ছুলে—হা রাম—হা রাম—ছোঁড়ারা একেবারে বয়ে গিয়েছে—ওদের বাড়ী আর জল-স্পর্শ করা হবে না।

[হাঁসিতে হাঁসিতে চারুচন্দ্রের প্রবেশ।]

হরি। কি চারু আপন মনে হাঁসচো যে ?

চারু। আজ্ঞে হাস্‌বের কারণ হলেই হাঁসি হয়।

হরি। কথা টা কি বলই না।

চারু। আজ্ঞে ওদের দল ছেড়ে আপনাদের দলে এসে বসি, এজন্য লোকে কত কি বলে।

কাশী। কে কি বল্লে হে!

চারু। আজ্ঞে, না মহাশয় তা বলা হবে না,—আপনারা আমাকে—কি ভাব্‌বেন!

ভো। না—না বলো। তুমি ত বল্‌চো না তারা যা বলেছে তাই বল্‌বে বৈত নয়।

চারু। আজ্ঞে আমি আস্‌চি, পথে বিপিনের সঙ্গে দেখা। বেচারা গরু হারিয়েছে বলে মহাবিপদে পড়েছে—আমি তার দুঃখ দেখে বল্লেম দড়া গাছ্‌টা না হয় আমার গলায় দিয়ে লয়ে যাও, তাতে সে বল্লে (হাস্য)—না—না—মশায় আর বলা হবে না—আপনারা আমাকে কি ভাব্বেন।

হরি। চারু তুমি ত খুব্‌ সৎ, শিষ্ট, শান্তঃ আমাদের কাছে প্রতারণা কর না—বল।

চারু। আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—আপনি আমাকে সৎ বলেছেন আজ্ঞে তা বল্‌ছি—তবে কি না—আজ্ঞে না না বলি। তাতে সে বল্লে—তোমার—তোমার গলায় দড়াত একবার দিয়ে দেখেছি—এখন পালে যাচ্চ যাও—সাবধান যেন তোমাকে দেখে পাল নেয় না—সে দলে আত্ম স্বজন মানে না।

হরি। শুন্‌লে একবার—

চারু। তার পর মহাশয় নারণ খুড়োর দোকানের কাছে এসেছি আজ্ঞে না আপনি কি বল্‌ছিলেন বলুন।

হরি—। না—না বল বল।

চারু—। আজ্ঞে না; সে কি কথা;—আপনার কথা ফেলে আমার

কথা হবে—এমন কথাই আমি বলিনে কি—যে যেমন লোক, তার সেরূপই চলা উচিত।

হরি। চারুর মত শিষ্ট, শান্ত, সুবোধ কি আর আছে—দেখ দেখি কতখানি মানরেখে কথা বল্লে। লেখাপড়া শেখা ইরির সার্থক।

কাশী। তা বল্‌বের ভুল কি—কেমন বাপের পুত্র—আহা বেঁচে থাক্‌ বেঁচে থাক্‌। এইই বংশের নাম রাখ্‌বে।

চারু। আজ্ঞে মহাশয় বিয়ে—এ পোড়া কপালে নাই, পর্য্যে যোটে না। বলুন নিপাত হও সকল লেটা চুক্‌বে।

হরি। ওকথা কি বল্‌তে আছে; তোমার মত সুবোধ, শান্ত, বিদ্বান অতি অল্প আছে—তোমার বিয়ের ভাবনা কি।

চারু। আজ্ঞে তবে বিয়ে হবে—আপনি বলেছেন আজ্ঞে তবে হবেই অবশ্য—আজ্ঞে তবে বলি। নারাণ খুড়োর দোকানের পাশে বিনোদের সঙ্গে দেখা। সে বল্লে আড্‌ডায় যাচ্চ ত? তবে হরিনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হতে দুছিলুম গাঁজা চেয়ে এনো—আমার আজ গাঁজা নাই—আজ্ঞে মহাশয় আপনারা কি গাঁজা খান।

হরি। শুন্‌লে একবার বেল্লিকের কথা!

চারু। তার পরেই নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা। আমি এখানে আসি বলে সে ত আমার সঙ্গে কথাই কয় না। আমি বার বার জিজ্ঞাসা কল্লে একটী বোতল দেখিয়ে বল্লে এই পাঁইটটী ভট্‌চাজ মহাশয়ের বাড়ী লয়ে যাচ্চি নতুবা—আজ্ঞে কথা শুনেই আমি অবাক!!

হরি। তার পর।

চারু। (কৃত্রিমরোষে) তার পর মহাশয় বলেন কি, আপনার এমন নিস্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক!!

ভো। সত্য ত ও ত আশ্চর্য্য হতেই পারে আমরাই আশ্চর্য্য হয়েছি। কথাটা সমাপন কর।

চারু। (ক্রোধে) রেখে দেন মহাশয় কথা সমাপন, রাগে সর্ব্ব শরীর কাঁপছে!

হরি। চারুর মত ছেলে কি আর আছে—ওরই লেখা পড়া সার্থক আর যত দেখ সব কুলাঙ্গার নেশাখোর।

চারু। আজ্ঞে ও যদি বলতো তোমার বাড়ী লয়ে যাচ্ছি—আমার অত রাগ হতো না। তার পর আমার সাক্ষাতে অম্লানবদনে বল্লে পাঁইট্‌টী তাঁর বাড়ীর মধ্যেই দরকার আছে নতুবা এখানেই দিয়ে যেতেম।

হরি। ওসব কুলাঙ্গারের কথা কানে তুল্‌তে নাই। এ কথা ত কেহই বিশ্বাস কর্ব্বে না—আর আমার স্বভাব ত জানই।

চারু। আজ্ঞে জানি বলেই ত বল্‌চি।

হরি। ও ভোলানাথ—ও কাশীশ্বর ভায়া বলি এখন যে মুখে কথা নাই--নরেন্দ্র মদখায় বলেছিলাম বলে যে তোমরা আশ্চর্য্য হয়েছিলে। চুনিলাল একবার তামাক দাও। (চুনিলালের গমন)

চারু। আজ্ঞে মহাশয় এ কথা কি আপনি পুর্ব্বেই শুনেছেন?

হরি। চারু তুমি ছেলে মানুষ--বহুদর্শী নও, এ সকল আমরা মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পারি।

চারু। আজ্ঞে--পারেন--পারেন। তা পার্‌বেন না। আপনি কত বড় লোক--আপনি না থাক্‌লে গ্রামের দশা কি হতো বলা যায় না।

কাশী। চারু ত তুমি সে দলের খবর রাখ--নরেন্দ্র বিনোদ নাকি হারাণী কাওরাণীর মৃতদেহের সৎকার করেছে?

চারু। আজ্ঞে সুধু সৎকার কি মহাশয়! তার শ্রাদ্ধের জন্য ইরির মধ্যে চাঁদা তুল্‌ছে। ওরা যে কেন লেখা প—

হরি। সে বেটী ত দেখ্‌তে তত ভাল ছিল না আর শুন্‌তে পাই অনাহারেই মরে।

চারু। (স্বগতঃ) ওঃ কি ভয়ঙ্কর লোক--তা আমার চরম সীমা

দেখ্‌তে হবে (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে দেখ্‌তে ভাল নয় বল্লে কি হয় জানেন না কি ?

যার সঙ্গে যার মজে মন।
কিবা হাড়ী কিবা ডোম ॥

হরি। ও কাশীশ্বর ভায়া--বলি ও ভোলানাথ ভায়া শোন হে মন দিয়ে শোন, চারু কি বলে। এক * (চুনিলালের হুঁকা দান) মদ খায় বলেছিলাম তাতেই যে আশ্চর্য্য হয়েছিলে। ঘরে পরীর মত স্ত্রী রয়েছে, আশ্চর্য্য একটা পেত্নীর সহিত প্রণয় কল্লে (দীর্ঘ নিশ্বাস)

কালস্য কুটিলা গতিঃ।

ওর দ্বারায় আবার গ্রামের মঙ্গল হবে—চুনিলাল যে বলেছে কলিকালে লোক চেনা কঠিন ঠিক কথা বলেছে। ওর স্ত্রীকে ও তবে দেখ্‌তে পারে না। আহা ! স্ত্রীটী শুনেছি বড় সতী লক্ষী।

চারু। (স্বগত) না আর বেশী কথায় কাজ নাই, আবার হয় ত কি সর্ব্বনাশের কথা বল্‌বে। (প্রকাশ্যে) মহাশয় তবে এখন যাই।

কাশী। যাবে কেন বস বস সে মাগীর শ্রাদ্ধ কর্ব্বে কে ?

চারু। যখন হবে জান্তেই পার্‌বেন।

ভো। সে যে বেহ্মজ্ঞানী। মা বাপকে বৎসরান্ত পিণ্ডি দেয় না শ্রাদ্ধ কর্ব্বে। ওর দাদারাও আবার বের্ম্মজ্ঞানী। সেদিন ওর দাদাকে মন্ত্র লওয়ার কথা বলে গেল, বেল্লিক বল্লে কি আমি পরমেশ্বরের মন্ত্রে দীক্ষে আমার মনুষ্য গুরুতে প্রয়োজন কি ?

হরি। কল্‌কেতায় কেশব বাবুর সমাজ হয়ে,—ব্রাহ্মণের দুপয়সা পাওয়া—কি এক সাঁজ খাওয়াবার রীতি উঠেগিয়েছে—বিনোদের বাপ যে

কটা দিন আছে, পূজা আচ্চাটী করে দুপয়সা পাওয়াযায়, তিনি মলে ওরা যা কর্ব্বে দেখাই যাচ্চে।

কাশী। বেহ্মজ্ঞানী হয়ে আমাদের ফাকি দিচ্চে,পরে ফাকিতে পড়্তে হবে। বুড়ো থুড়ো আছে তার ত শ্রাদ্ধ কর্ত্তে হবে তখন বোঝা জাবে।

ভো। ইস্, কাশীশ্বর ভায়াকে যেন আগেই নেম্তন্ন কচ্চে তাই উনি এখনি মোড় দিয়ে বস্‌ছেন।

চারু। মহাশয় আমি বস্‌তে পারি না।

হরি। কেন এত ব্যস্ত কেন—বেশী ত রাত্রি—

চারু। যদি বস্‌তে হয় তবে বাড়ী হতে আসি।

হরি। কেন হে!

চারু। আর মহাশয়—কথা শুনেও বুঝ্‌তে পাচ্চেন না। যত গুলি আজ্ঞে—যে আজ্ঞে কোঁচড়ে করে আসি সব ফুরিয়ে গিয়েছে। আজ আজ্ঞের, খরচ টাও বেশী হয়েছে। তা মহাশয় ভাবনা কি, আমার ঘরে দুজলা 'আজ্ঞে' 'যে আজ্ঞে' আছে—আবার এক কোঁচড় লয়ে আসি।

(চারুচন্দ্রের প্রস্থান।

হরি। কাশীশ্বর চারুর স্বভাবটী কেমন মনে কর।

কাশী। আপনি কি বলেন।

হরি। আমি বলি মন্দের ভাল।

কশী। আমিও তাই বল্‌তে যাচ্ছিলাম।

চুনি। মহাশয় চারু বাবু আপনাদের আকাশে তুলে চিলমেরে গিয়েছেন।

হরি। তা মারুক—সে কথা হচ্চে নাও স্বভাবের কথা হচ্চে।

ভো। (চিন্তা) আঁ্যা চারু আমাদের খোষামুদে বলে গেল (সরোষে) ওর স্বভাব আবার ভাল বলেন!

কাশী। (সরোষে) অ্যা বেটা বেল্লিক আমাদের খোষামুদে বলে গেল—ওর কিছু হবে না—ওর যদি হয় আমি এক কলম নিখে দিতে পারি।

(নরেন্দ্র, বিনোদ, বিপিন ও
ভদ্রেশ্বরের প্রবেশ।)

হরি। নরেণ, বিনোদ, এস এস, বস—বাবা। তোমাদের এখানে আস্‌তে ত কোন দিন দেখিনে, আজ কি মনে ক'রে।

ভদ্র। এসেই কি মনে করা হলো।

কাশী। (সরোষে) জিজ্ঞাসা করেছেন বৈত নয় এত চোক্ গরম কেন হ্যা।

বিনো। কেন, মহাশয় আপনার সঙ্গে ত কোন কথা হয় নাই।

কাশী। (সরোষে) আরে যাও—যাও সকল বেটাকে জানি।

হরি। কাশীশ্বর ভায়া বলিও কাশীশ্বর ভায়া—চুপ কর না হে! নরেন্দ্র এলেন—এখানে কখন ত আসেন না—দুদণ্ড শাস্ত্র বিষয়ে আলাপ করা থাক্—

কাশী। (সরোষে) রেখে দিন মহাশয় আলাপ করা—ধান দিয়েই যেন লেখা পড়া শিখেছি, সব বুঝতে পারি।

(চারুচন্দ্রের প্রবেশ।)

চারু। আজ্ঞে মহাশয় একি! এঁরাই বা এখানে কেন—আজ্ঞে এত বকাবকি কিসের।

ভদ্র। (কৃত্রিমরোষে) তুই ছোঁড়া চুপকর, এখানে আসে বোলে চোট দেখ না।

নরেণ। ভদ্রেশ্বর চুপকর, কাশীশ্বর খুড়ো আপনি অন্যায় রাগ করেন্ কেন।

কাশী। না বাপু, আমি চুপ করেছি, চারু তুমি বাড়ী হতেই এলে ?

চারু। আজ্ঞে—যে আজ্ঞে আনতে——

নরেণ। মহাশয় গুটী কতক কথা শুনে বড় দুঃখিত হওয়া গেল। আপনি বিজ্ঞ, বিদ্বান বহুদর্শী গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলই আপনাকে মান্য করেন। আপনি না কি সকলের চরিত্রে দোষারোপ করেন। যদি—

হরি। সে কি নরেন্দ্র! এমন কি কখন সম্ভব হয় ? তোমাদের নিস্কলঙ্ক চরিত্রে দোষারোপ—তাই আবার আঁমার দ্বারায়, তুমিই মনে করে দেখ দেখি কতদূর অসম্ভব। তোমরাই হলে গ্রামের শ্রী এই ইস্কুলটী উঠে গিয়েছিল তোমাদের যত্নে পুনরায় সংস্থাপিত হলো। তোমাদের যত্নে কত গরিব লোক আজও জীবন ধারণ কচ্চে। তোমাদের চরিত্রের বিরুদ্ধে কে কি বল্‌তে পারে—আর তুমি যে পরের কথা শুনে আমার নিকট তার মীমাংসা কত্তে এসেছ, কাজটী কি ভাল করেছ ?

নরেণ। আমি আমার পরম বিশ্বাসী লোকের নিকট শুনেই এসেছি—অন্য লোকে বল্লে আমি হেঁসে উড়িয়ে—

কাশী। (সরোষে) বলেছেন—তুমি কি কর্ব্বে ?

চারু। আজ্ঞে মশায় এর উপর যদি আমি একটী কথা বলি (হরিনাথের বদন নিরীক্ষণ করিয়া) আজ্ঞে না বলা হলো না ভটচায্যি মশায় ইসারা কচ্চেন।

হরি। দেখ ভোলানাথ চারু অতি সৎলোক। কারো কোন কথায় থাকে না

চারু। আজ্ঞে না মশায় সেটী আপনার ভুল। তবে কি জানেন—

হরি। চারুকে বস্‌তে একটু স্থান দাও না হে।

চারু। আজ্ঞে না মশায় আমি বাড়ী যাই।

হরি। আঁ্যা আঁ্যা বা—বাড়ী বাড়ী—তা যাও রাত্রিও অধিক হয়েছে।

ভোঁ। নরেণ তুমি ত বড় অবোধ, কি এক কথা হয়েছে না হয়েছে তাই ম—

নর। না মশায় আমি আর কোন কথা বল্‌তে চাই না।

ভদ্র। (নরেন্দ্রের গা টিপিয়া ধীরে ধীরে) এমন যুত আর হবে না এ সময়—

নর। যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজমুখেই অস্বীকার করেছেন তখন অন্য কথায় প্রয়োজন করে না।

চারু। আজ্ঞে মশায় মার্জ্জনা কর্ব্বেন—আর হাঁসি রাখ্‌তে পাল্লেম না একবার হেঁসে নেই—(হাস্য)।

ভদ্র। (হাঁসিতে হাঁসিতে) চারু যে হেঁসেই মাত করে দিলে।

চারু। আমাদের ভট্‌চাজ মশায়ের মুখ দেখে—আমি শান্ত সুবুদ্ধি—আমার বিয়ে হবে—আবার হাঁস্‌বো না।

ভদ্র। রাত হলো চলো যাওয়া যাক।

হরি। ভাল তোমরা যাও। নরেন্দ্র পরে যার্চ্চেন।

[বিনোদ, বিপিন, ভদ্রেশ্বর, চারুর প্রস্থান।

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

পর নিন্দা পরদ্বেষ, শুন বলি আর কর না।
ভাবি দিনে কি হইবে সেই ভাবনা ভাবনা।
তিন কাল গত হলো, সুবুদ্ধি না উপজিল,
পরের মন্দে চিরকাল, কাটাবে কি এই বাসনা।
নিশ্চয় জানিও মনে, যদি কুভাব থাকে মনে,
বাহ্য আড়ম্বরে তোমার ঘটিবে হে বিড়ম্বনা।
যদি চাহ নিজ হিত, এখন কর বিহিত,
বকধার্ম্মিক হয়ে তোমার কোন কুল রহিবে না।

কিন্তু মন্ কায় বুঝাও হেন, শুন্‌বে না তব বচন,
অঙ্গারো শত ধৌতেন মলিনত্বং হি মুঞ্চে না।

হরি। 'অঙ্গারো শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি' দিব্য গানটী কারা গাচ্ছে হ্যা।

ভো। গানটী ভাল, কাজটী কঠিন।

চূনি। কার মনে কি আছে, কিছু বোঝা যায় না।

হরি। নরেণ তুমি লোকের কথা শুনে কিছু দুঃখ কর না। তোমার স্বভাব চরিত্র যদি ভাল হয়, লোকে যাই কেন বলুক না, তোমার স্বভা-বের ত কোন বৈলক্ষণ্য হবে না। চন্দ্র মেঘাচ্ছাদিত হলেও তাহার স্বীয় জ্যোতির কখন হ্রাস হয় না।

নর। এরূপ অপকলঙ্ক, গুরুতর ব্যক্তির দ্বারা হলেই গুরুতর হয়।

হরি। তবু আবার ঐ কথা মনে কচ্চো।

নর। ও কথা মনে স্থান দেই ও না, দেবও না। বেশী রাত্রি হয়েছে এখন তবে যাই।

[নরেন্দ্রের প্রস্থান।

চূনি। নরেন্দ্র বাবুর কেমন মিষ্টি মুখ দেখ লেন তো মশায়।

হরি। আর ও কথায় কাজ কি! আমাদের পায় পায় শত্রু। দেখ্‌লে ত কি কাণ্ড হয়ে উঠেছিল, মানে মানে মান রক্ষা হয়েছে। কাশীশ্বর ভায়া সন্ধ্যার পর আর এখানে বসা হবে না।

(বণিক ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

রামপুর।—হরিনাথের বৈঠকখানা

হরিনাথের প্রবেশ।

হরি। নাঃ এমন স্থানে আর থাকা হয় না। গ্রামের সকলই কাশী-বাসী হতে বল্‌ছেন—উত্তম পরামর্শ। যা কিছু ভূসম্পত্তি আছে এই সময় বিক্রয় কর্ত্তে আরম্ভ করি। উত্তরোত্তর যেরূপ ঘটনা হতে লাগ্‌ল—জানি কি আমার এই শেষ দশা—কোন দিন কোন বেল্লিকের হাতে জীবন ক্ষোয়াব। মাতৃভূমি ত্যাগ করে যাওয়াও কি সহজ কথা! তা বল্লে কি হবে, আর থাকা যায় না। ক্রমশঃ গ্রামে গুলজার হয়ে উঠ্‌ল,—তবে আমাকে সকলেই মান্য করে বলে প্রকাশ্যে কোন কথা বলে না। সে দিন একখানা পত্র পেলেম কে লিখ্‌লে কিছুই জান্‌তে পাল্লেম না। পত্র খানিতে যা লিখেছে যথার্থই লিখেছে। আমার দ্বারাই গ্রামের অনিষ্টোৎপাদন হচ্চে তা আর একবার করে। দুট তিনটে ভয়ঙ্কর ঘটনা হলো সে ত আমারই দেখা দেখি। তা ত বুঝি। বুঝেও কাজে কর্ত্তে পারি না। সন্ধ্যার পর কি কাণ্ডই হলো। মানে মানে মান রক্ষে হয়েছে এই ঢের। ওদের আমলে দুপয়সা পাবার আশা নাই—না বল্লেই বা চলে কেমন করে। ঘাটে বসে আঙ্গুল ঘুরুই আর আড়ে আড়ে এদিকে ও দিকে তাকাই তা পর্য্যন্ত পত্রে লেখা। তা যাক্, যে কটা দিন আছি—কারো দিকে উচু নিচু নজরে না তাকালেই হলো। এখন এ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঢাকি কেমন করে, পাচ মাস হতে গেল, আর ত ঢাকা থাকে না।—বিশ্বনাথ বল্লে 'যেতে একটু রাত্রি হবে' সেই জন্য ত দোকানে গেলাম—সে বা এসে

ফিরে গেল—না তা হলে দোকানেই যেত। সে আবার বড় বদমায়েস, রাত্রে এলে পাছে কেউ কিছু মনে করে? কল্লেই বা। আমার যে চেলা আছে—তাদের সাক্ষাতে কোন কথা বলে কার সাধ্য। বেণে বেটাকে সাধে হাতে রেখেছি, ঠাকরুণটী ছাড়তে চান না কি করি। (দীর্ঘনিশ্বাস—চিন্তা)—

(বিশ্বনাথের প্রবেশ)।

বিশ্ব। কেন মশায় কি গোপনীয় কথা বলুন দেখি।

হরি। কে বিশ্বনাথ! এসেছ বাবা—এস বস বস। (চীৎকারস্বরে) ও রাইমণি রাইমণি একটু তামাক দিয়ে যাও—তোমার সঙ্গে ত আর কেহ আসে নাই—আস্‌বার সময় কেহ ত দেখে নাই?

বিশ্ব। (উচ্চতরস্বরে) কে দেখ্‌বে মশায়! বাগানের পথদিয়ে আস্‌তে বলেছ বাগানের পথ দিয়ে এসেছি—দেখ্‌লেই বা, আমি তো চুরি কর্ত্তে আসি নি যে—

হরি। চুপ্‌ চুপ্‌, আস্তে।

বিশ্ব। (উচ্চতরস্বরে) কি মশায় আস্তে কি--আপনার ভাবগতিক দেখে ত আমার ভাল বোধ হয় না---শেষ টা ঘরে দ্বোর দিয়ে মারবে না কি?

হরি। না হে তোমার সে ভয় কর্ত্তে হবে না আস্তে---

বিশ্ব। উঃ ভয় ত বড়, গ্রামসুদ্ধ একদিকে হলে শর্ম্মারাম ভয় করেন না তা---তুমি ত——

হরি। (উচ্চতরস্বরে) ও রাইমণি রাইমণি একটু তামাক দিয়ে গেলে না

নেপথ্যে। এই যাচ্চি আফিংখোরের এক দশাই আলাদা।

রাইমণির প্রবেশ।

রাই। বিশ্বনাথ যে, কতক্ষণ?

হরি। ঐ হুঁকোটায় দাও আমি সন্ধ্যার সময় জল পুরে রেখেছি।

বিশ্ব। রাইমণি এখানেই থাক ?

রাই। হ্যাঁ।

(রাইমণির প্রস্থান।

হরি। বিশ্বনাথ বস, কেউ আস্‌চে কি না দেখি।

(প্রস্থান।

বিশ্ব। এ বামনটাকে যেন কিছু মন্‌মরা মন্‌মরা দেখ্‌ছি।

(হরিনাথের প্রবেশ)

হরি। কামিনীর উপর না কি তোমার লোভ পড়েছে ?

বিশ্ব। আপনি শুন্‌লেন কোথায় ?

হরি। গ্রামে রাষ্ট্র !

বিশ্ব। গ্রামে রাষ্ট্র কি না হয়, তুমিও তাই বিশ্বাস কল্লে না কি। তোমার কথা ত গ্রামে রাষ্ট্র, কৈ আমরা বিশ্বাস করিনে।

হরি। আরে খেপা আস্তে বল্‌ আস্তে বল্‌। আমি হিত ছাড়া অহিতের কথা বল্‌ছি না। তোমাদের মত পুরুষের নজর যে স্ত্রীলোকের উপর পড়ে সে ত তারই সৌভাগ্য।

বিশ্ব। (সহর্ষে) আজ্ঞে এমন কথা, তবে বলুন তবে বলুন।

হরি। কামিনীকে হস্তগত করা আমি মনে কল্লেই হয়।

বিশ্ব (সহর্ষে) তা হবে না—আপনি হলেন মহৎলোক,অধীন আপনারই আশ্রিত।

হরি। তুমি যদি আগে আমাকে এ কথা বল্‌তে তবে গ্রামে এত ডামাডোল বাজ্‌ত না।

বিশ্ব। হঠাৎ কি এ কথা বল্‌তে সাহস হয়।

হরি। তা যাক্ গ্রামময় রাষ্ট্র হলেও আমি ঘটিয়ে দিতে পারি।

বিশ্ব। আজ্ঞে আপনারি অনুগ্রহ।

হরি। দেখ বিশ্বনাথ—রস—আর একবার দেখে আসি।

(প্রস্থান।

বিশ্ব। আ—হা—হা, আগে বড় চুকেছি—তা ওর পেটে পেটে যে এতখানি আছে কে জানে।

((হরিনাথের পুনঃ প্রবেশ)

হরি। বিশ্বনাথ আমার কথা ত জানই। আর বিবাহ কল্লাম না—

বিশ্ব। আপনার ঘরের কথা বল্‌চেন ত? তা আর জান্তে বাঁকি।

হরি। আমি যে কথা বল্‌ছি তা আজও প্রকাশ হয় নাই—কিন্তু বড় বাকিও নাই।

বিশ্ব। কি মশায় ঠাক্‌রুণটীর (উদরে হস্ত দিয়া) উঁ উঁ না কি?

হরি। বিশ্বনাথ ঠিক অনুমান করেছ, তোমার বুদ্ধি নাই কে বলে। এখন উপায় কি? চার মাস উত্তীর্ণ হয়ে এই পাঁচ মাসে পড়েছে। কত ঔষধ খাওয়ান গেল কিছুতেই কিছু হলো না—কে কি মন্দ কল্লে তাও না বুঝ্‌তে পারি, তুমি না কি এমন ঔষধ জান কখনই ব্যর্থ হয় না। কাণ্ডটী অনেক কষ্টে গোপন আছে—আর থাকে না। তার পীড়া হয়েছে, গ্রামে এই কথা রাষ্ট্রি করে দিয়েছি। সেই পর্য্যন্ত রাইমণি এখানে থাকে।

বিশ্ব। তাই ত বলি, রাইমণি এখানে! তা মশায় সেটী নষ্ট হবে কি না—না দেখ্‌লে ত বল্‌তে পারি না।

হরি। তবে এস বাড়ীর ভিতর যাই।

বিশ্ব। রসুন মশায় কল্‌কেটায় আগুন আছে—একবার বড় তামাক চড়াই—সুধু চোকে বোঝা যাবে না।

হরি। কাছেই আছে না কি?

বিশ্ব। আজ্ঞে হ্যাঁ—এ আমার সঙ্গের সাথি। (দম মারিয়া) তবে ভবে আপনার একদম হোক্।

হরি। আমি ও ত্যাগ করেছি।

হিশ্ব। আমার অনুরোধে একবার হোক্।

হরি। অনেক কাল ছেড়েছি হে—তা দাও তোমার অনুরোধটা রাখ্‌তে হয়।

(উভয়ের প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—অবলাকান্তের
পড়িবার ঘর, অবলাকান্ত
আসীন।

অব। ল একজামিনটা পাশ করা হয় না। এক প্রেয়সী বিহনে সকলই অন্ধকার। পুস্তকের মধ্যে প্রিয়ার প্রেমময়মূর্ত্তি,—সেই বিম্ব-ফল-বিনিন্দিত অধরযুগলে মৃদু মৃদু হাসি বিনির্গত হচ্চে—সেই অচঞ্চল সরল দৃষ্টি যেন আমার মুখের উপর পতিত রয়েছে;—শয়নে প্রিয়া, স্বপনে প্রিয়া, প্রিয়াময় চারিদিক। বিচ্ছেদে কেহ কখন সুখ অনুভব করে নাই, কিন্তু আমি এ অপূর্ব্ব আনন্দ পাই কেন? যখন প্রিয়তমার প্রেমময়মূর্ত্তি চিত্তাকাশে উদিত হয়, তখনি আমার হৃদয় প্রফুল্ল হয়—কিন্তু সে প্রফুল্লতা কতক্ষণ থাকে? যতক্ষণ প্রাণেশ্বরীকে স্থিরনয়নে দেখ্‌তে থাকি—হস্ত প্রসার করে ধর্ত্তে যাই—প্রিয়তমা অমনি কোথায় বিলুপ্ত হন দেখ্‌তে

দেখ্‌তে আর দেখ্‌তে পাই না। এত চেষ্টা বিফল হয়—হৃদয়ে যেন শেলবিদ্ধ হয়, উত্তরচরিতপ্রণেতা ভবভূতি যে বলেছেন—

চিরং ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা নিহিত ইব নির্ম্মায় পুরতঃ
প্রবাসো প্যাশ্বাসং ন খলু ন করোতি প্রিয়জনঃ
জগজ্জীর্ণারণ্যং ভবতি হি বিকল্পাব্যুপরমে
ককূলানাং রাশৌ তদনু হৃদয়ং পচ্যত ইব।

নিজের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে ঠিক সেই মহাকবির বর্ণনার সহিত ঐক্য হয়। মনোরমা যে চৌকিতে বসে অধ্যয়ন কর্ত্তেন, কতদিন তাতে সেই ভাবে বসে পড়তে গেলুম—নয়নদ্বয় পুস্তকের উপর রৈল—মন তাঁর চাঁদ মুখ দেখিতে লাগিল। তাতে বস্‌লেই মন এত চঞ্চল হয় বলে-ইত চৌকিখানা ও ঘরে রেখে এলুম। প্রিয়া যে স্থানে শয়ন কর্ত্তেন সেই স্থানে সেই ভাবে কত দিন শয়ন করেছি,—দূরহোক সেই চৌকিখানা এনে সেইভাবে বসে একটু পড়িল পাশ না কর্ত্তে পাল্লে—এত পড়া সমুদয় বিফল।

প্রস্থান।

চৌকি লইয়া পুনঃ প্রবেশ ও উপবেশন।

নাঃ মনের স্থিরতা ত কিছুতেই হয় না। আগে ভাবতুম প্রিয়া যে কটা দিন পিত্রালয়ে থাক্‌বেন জুরি সপ্‌ডেন্স ভালকরে পড়বো। (দীর্ঘ-নিশ্বাস) লোকে বলে বিবাহ হলে ছেলে বিগ্‌ড়ে যায়—সে এই জন্য। প্রিয়তমা কাছে থাক্‌তে অধ্যয়নে কত যত্নছিল—তিনিও গেলেন পড়াশুনাও চুলোয় গেল। মনোরমা আমাকে যখন যে পত্র লিখেছেন, আমি সমু-দয়েরই উত্তর লিখেছি, কিন্তু কি দূরদৃষ্ট—(হটাৎ পুস্তক খুলিয়া) দেখি এ যে আমারই পত্র প্রিয়তমা লিখেছেন। এখানে কে রেখে গেল? এ

যে কাল্‌কের মোহর দেখ্‌ছি—এ পিউণের ধূর্ত্তমি—কাল দিয়ে যেতে পারে নাই—আজ প্রাঃকালে দিয়ে গিয়েছে।

পত্র উন্মোচন ও পাঠ।

প্রাণ! (পত্র চুম্বন)

প্রাণ!

কি লিখিব। লিখিতে কলম সরিতেছে না—হস্ত অবশ। আসিবার সময় যদি তুমি একটু হাসিতে দুঃখিনী সেই হাসিমুখ ধ্যান করে জীবন ধারণ করিত। নির্জ্জনে বসে যখন তোমার চাঁদমুখ দেখিতে মন লালায়িত হয়, তখন নয়ন মুদ্রিত করি—কিন্তু কি দেখি?

যাহা দেখি মনে করি লিখি, কিন্তু নাথ নয়নজলে লেখনী দেখিতে পাই না। মনে করিলাম আর লিখিব না কিন্তু পোড়া মন তা শুনিল না—বুঝিল না। বুঝিল না কেন? তোমাকে পত্র লিখিতে তোমার নিকট কাঁদিতে—অভাগিনীর মনে মনে একটু আনন্দ হয়; সে আনন্দ প্রকাশ করি এমন ক্ষমতা নাই। হর্ষবিষাদে মনানল তুষানল হইল। তোমার হাসি হাসি মুখ দেখিবার জন্য কত দিন কত বার চেষ্টা করিলাম,—দেখিতে পাইলাম না। এক দিন আমি পাঠ্যগৃহে চৌকির উপর বসিয়া পড়িতেছি—তুমি নিঃশব্দে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে—আমি তখন কারাগারমধ্যে আয়েসা ও জগৎ সিংহের কথোপকথন পড়িতেছি, আয়েসার হস্তজগৎসিংহের হস্তে সংযোযিত—আয়েসা ক্রন্দন করিতেছেন—এমন সময় ভীষণমূর্ত্তি ওষমান তথায় উপস্থিত হইল—আমি অমনি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—তুমি পশ্চাৎ হইতে ধীরে ধীরে হাসিতে হাসিতে এ পোড়া মুখে একটী চুম্বন করিয়া কহিলে "চিন্তা কি!" আমার মন যদিও তখন আয়েসার দুঃখে বিহ্বল ছিল, তোমার সেই হাস্যানন এ পোড়া মনে অনেক দিন অঙ্কিত ছিল। আজ কএকদিন পর্য্যন্ত সেই সকল অবস্থা মনে করিয়া তোমার হাসিমুখ দেখিতে চেষ্টিত হইলাম—

কিছুতেই দেখিতে পাইলাম না—আভাস মাত্র মনে আসিল—অমনি তোমার বিষণ্ণ কটাক্ষ হৃদয় জর্জ্জরিত করিল। আর এক দিন আমি গৃহে বসিয়া চুল বাঁধিতেছি—তুমি গোপন ভাবে আসিলে আমি আয়নার মধ্যে দিয়া দেখিলাম—একটু হাসিলাম। তুমি অমনি কহিলে ' আমার বৈ এখানে কে আনিল '।

আমি কহিলাম ' চোর '।

তুমি কহিলে আমার বৈ চুরিকরে সে কেমন চোর—তাকে জেলে দিতুম—কিন্তু আজ কাল নূতন আইন।

আমি কহিলাম ' সে জেলে যাবে বলেই চুরি করেছে—এখন জেলাধ্যক্ষের অনুগ্রহের উপর তার সম্পূর্ণ ভরসা।

তুমি বলিলে। জেলধ্যক্ষের অনুগ্রহ থাকতে পারে কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার ব্যতিত কিরূপে হয়।

আমি অমনি বিউনি ধরিয়া উঠিলাম—কহিলাম ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে কি হয়।

তুমি কহিলে এই দুর্ব্বৎসর—একখান পুস্তক—তবে পাঁচ বতে বলিতে বলিতে হাস্য মুখে আমার নিকট আসিলে, তখন আমি কহিলাম হজুর এ অন্যায় বিচার হলো—আমি যাবজ্জীবন কারাগারে থাকতে পারি একেবারে পাঁচ বেত্র খেতে পারি না। তুমি অমনি হাসিতে হাসিতে বলিলে ভাল তবে দুইবেত—বলিয়াই এ গালে একটী ও গালে একটী চুম্বন করিলে „।

কি চমৎকার স্মরণ শক্তি প্রিয়তমার এগুলি সমুদয় মনে আছে—(পত্র-পাঠ)

প্রাণ এই সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া যে ক্লেশে আছি সহজেই বুঝিতেছ। কিন্তু আমি এ ক্লেশকে ক্লেশ বোধ করিতাম না যদি তোমার হাসি হাসি মুখ মনোমধ্যে দেখিতে পাইতাম। নিজে দুঃখকে ডাকিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছি তুমি কি করিবে। তাই না হয় তোমার পত্র দেখিয়া প্রাণ শীতল

করি—তা কেমন পোড়া কপাল, তাহাতেও বঞ্চিত হইলাম। কি দুর-দৃষ্ট তোমার চিহ্নিত কোন বস্তুই নাই যে দুদণ্ড প্রাণধরে তাই দেখি—তাহাই বক্ষে রাখিয়া জীবন যাপন করি”—

ওঃ প্রিয়তমা আমারই জন্য এত ক্লেশ সহ্য কচ্চেন, আর আমি তাঁর হাসি মুখ ধ্যান করে জীবন ধারণ কচ্চি—আমার জীবনে ধিক্ অদ্যই প্রিয়ার উদ্দেশে বাটী হইতে বহির্গত হইব—মা কি বলিবেন? জননী কি ইহাতে অমত দিবেন? কখনই না—তিনি আমা অপেক্ষা মনোরমাকে অধিক ভাল বাসেন---। তি প্রাণেশ্বরী যখন পিত্রালয়ে যান জননীর কত কান্না, পুত্র বধূকে পিত্রালয় পাঠাইতে কাহার জননী এরূপ করে কাদেন? —(পত্র পাঠ)

“ তুমি বিদায় কালে এ পোড়া মুখে একটী চুম্বন করিয়া ছিলে। সে দাগ দুদিন যাবৎ ছিল। ছোট বৌ দাগ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে “ কিসের দাগ ”। আমি আয়না ধরিয়া দেখিলাম দাগ্‌টী,---সেই স্থানে;---অমনি কহিলাম “ ওপানের ছোব্। সে বলিল “ বুঝিচি ”। আমি কৃত্রিম রোষে তাহার পৃষ্ঠে একটী কিল মারিলাম সে প্রস্থান করিল—আমি হস্ত দ্বারা দাগ্‌টী ভাল করিয়া ফুটাইলাম। “এই রূপ প্রত্যহ আয়না করিয়া দাগ্ দেখিতাম, হ্রাস হইলে বাড়াইতাম। বড় বৌ দেখিয়া বলিতনে “ ঠাকুরঝীর সোণার অঙ্গ এখানে এসে মলিন হলো কি না আয়না ধরে ধরে তাই দেখা হয় ”। আমি যে কেন দেখি ছোট বৌ তাহা বুঝিয়া-ছিল। সে সেই দাগে কত দিন তুমি হইয়া দাগ করিয়াছে---এই রূপে ১৫ দিন গালে দাগছিল---ক্রমে দাগ লুপ্ত হইল---দুঃখিনী অকুল সাগরে ভাসিল। প্রাণ তুমি যদি দণ্ডদ্বারা স্থানটী ক্ষত করিয়া দিতে,---আমি যত দিন এখানে থাকিতাম তোমার কৃত দাগ দেখিয়া সুখে থাকি-তাম। “ (দীর্ঘনিশ্বাস)

প্রাণ তুমি কি দুঃখিনীকে ভুলিয়া নিশ্চিন্ত আছে? তবে পত্র লিখি-তেছ না কেন? রাগ করিয়াছ! আমার পূর্ব্ব নিষেধ বাক্য শুনিয়া কি

হৃদয়ে পাষাণ বাঁধিয়াছ ! না নাথ এ ত ক্ষণ কালের জন্য বিশ্বাস করিতে পারি না। তবে পত্র লিখিতেছ না কেন ?

তোমাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করি, আবার পাছে তোমার পড়া কামাই হয় এজন্য লিখিতে সাহস হয় না। নাথ দাসী বলে যদি চরণে স্থান দিয়া থাক, তবে আর দুঃখ দিওনা। মহাপ্রাণী আমার যেরূপ করিতেছে তুমি জানিলে স্থির থাকিতে পারিবে না, পত্র দেখিয়া যদি মনের ব্যথা কিছুবুঝিয়া থাক তবে অবশ্যই দেখা দিবে। প্রাণ—তুমি যে আমার প্রাণ—আমার প্রাণে ক্লেশ দিয়া কি স্থির থাকিতে পার ? নাথ এস, একবার এস, অভাগিনী তোমা বিহনে কাঙ্গালিনী। আসি-বার সময় পুস্তক লইয়া আসিও, তুমি হাসিতে হাসিতে পড়িও আমি তোমার সময় নষ্টের কারণ হইব না, স্থির ভাবে বসিয়া তোমার বদন নিরক্ষণ করিব। দাসী তোমার নিকট আর কিছুই চাহে না। (চক্ষু-আবরণ)

ওঃ কি কঠিন হৃদয় ! কি পাষাণময় ! (দীর্ঘনিশ্বাস) থাক্ আগে পত্র খানি সমুদয় পড়ি, (পত্র পাঠ)

প্রাণ কাল নিশীথ সময়, এদুখিনীকে দেখা দিয়া কেন প্রস্থান করিলে ছোট বৌ আমার কাছে ছিল, সে দুঃখিনীর কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—স্বীয় প্রাণেশ্বর কর্ত্তৃক তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে প্রহারিত হইয়া দুঃখিনী আমি পোড়া কপালীর নিকট শয়ন করে, তার দুঃখ দেখিয়া কত কাঁদিলাম, কিন্তু সে আমার চক্ষে জল দেখিতে পারে না। তখন গীত গাইল "বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হয়ে " পরে নানারূপ কথোপকথনে উভয়েরই নিদ্রা আসিল।—নিদ্রাবেশে দেখিলাল তুমি আমার নিকট নিদ্রিত। আমি ডাকিলাম—তুমি জাগিলে, প্রদীপ জ্বালিতে কহিলে, প্রদীপ জ্বালিলাম। তোমার দেহ দেখিতে পাইলাম, মুখ দেখিতে পাইলাম না। তুমি হাস্যরবে ছোট বৌকে কি বলিলে আমার রাগ হইল,---মৌনবতী হইলাম। তুমি না ডাকায় আমি তোমার গলা-

বেষ্টন করিয়া ধরিলাম, মন আনন্দে পরিপ্লুত হইল। কিন্তু ঘোর তামসী নিশাতে বিদ্যুজ্জ্যোতি কতক্ষণ থাকে ? সে আনন্দ আর পাইলাম না—সুখের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন দেখিলাম আমি ছোট বৌর গলা বেষ্টন করিয়া আছি। অমনি শয্যা হইতে উঠিলাম। তুমি এত নির্দ্দয়, আগে জানিতাম না। তখন বাহিরে গিয়া দেখিলাম রাত্রি ঝাঁঝাঁ করিতেছে, শৃগাল কুকুরের ডাকে চতুর্দ্দিক আন্দোলিত। সেখানে দাঁড়াইয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, তোমাকে আবার দেখিবার জন্য সেইরূপ ভাবে শয়ন করিলাম—নিদ্রা আর আসিল না। প্রাতঃকালে গালে হাত দিয়া তাই ভাবিতেছি এমন সময় ও বাড়ীর দিদিমা এলেন। তিনি এই অবস্থায় দেখিয়া আমাকে বলিলেন। "কি ভাবছিস্ ল্যা ,,। আমি কহিলাম "কি আর ভাব্‌বো "। তিনি কহিলেন " এখনকার ছেলেরাও যেমন মাগ্ মাগ্ করে পাগল—বোয়েরাও তেমনি ভাতার ভাতার করে অস্থির '।

আমার সয়ের কথা পূর্ব্ব পত্রেই লিখেছি। বেণীবাবু শনিবারে আসিবেন। তিনি তোমার সহিত আলাপ করিয়া তোমাকে এখানে আনিবেন —সই তাঁকে এরূপ পত্র লিখেছেন। নাথ ! দেখ—যেন দুঃখিনী বলে তাঁর কথায় অস্বীকার কর না—আমি বড় দুঃখিনী আর দুঃখ দিও না,—নাথ এস, অবশ্য অবশ্য এস আ—

নেপথ্যে। অবলাকান্ত বাবু বাড়ীতে আছেন ?

অব। কে ডাকেন মহাশয় এই দিকে আসুন। এইবার আমার দুঃখ —প্রিয়ার দুঃখ বুঝি ঘুচিল।

(বেণীমাধবের প্রবেশ)

বেণী। আপনারই নাম কি অবলাকান্ত বাবু ?

অব। সুধু অবলাকান্ত, বাবু নয়।

বেণী। (সহাস্য) আপনিই না রামপুরে বিবাহ করেন ?

অব। হাঁ মহাশয়—আপনার কি সেখানে নিবাস ?

বেণী। হাঁ।

অব। (চীৎকার স্বরে) রামেশ্বর, রামেশ্বর।

বেণী। কেন মহাশয় নিবাস শুনেই রামেশ্বর কেন ?

অব। একবার তামাক দেবে।

বেণী। যদি সেখানে নিবাস না হয় ?

অব। না হয়—তবে—তবে—। আপনার নাম কি বেণীমাধব রায় ?

বেণী। হাঁ,—তবে বলে থাম্‌লেন যে ?

অব। তবে অর্দ্ধচন্দ্রং দত্বা—

বেণী। (হাস্য করিয়া) শ্বশুর বাড়ীর নামে লোক বিকিয়ে যায়। আপনার রামেশ্বরকে ডাকিতে হবে না, আমি তামাক খাই না। যখন আমার নাম করিলেন, তখন আপনার নিকট আমি পরিচিত আছি। কাল শনিবার আপনাকে আমার সহিত রামপুর যেতে হবে।—আমার স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধ, বোধ হয় তিনিও আপনার নিকট পরিচিত আছেন।

অব। বাল্যকালে উভয়ের সই পাতান ছিল—এখন পুনর্মিলনে উভয়ে অকৃত্রিম প্রণয় হয়েছে। মহাশয় আমি অকূল-সাগরে ভাষিতে ছিলাম, আপনি আমাকে কিনারায় তুলিলেন—আপনি আমার পরম বন্ধু। আমি এতক্ষণ প্রিয়তমার পত্র পেয়ে কাঁদিতে ছিলাম—পত্রখানি এখন সমুদায় পড়া হয় নাই।

বেণী। আর কাঁদিতে হইবে না—শনিবারের দিন তবে নিশ্চই যাবেন।

অব। আমার মনের অবস্থা যে রূপ, শনিবারে কি, যদি এখনি যাইতে বলেন—স্বীকার আছি ?

বেণী। দুপুরের ট্রেনে হলে আমার কর্ম্মের ক্ষতি হয় না।

অব। তাই ভাল,—আজ সমস্ত দিন কি রূপে যাপন করিব।

বেণী। এত দিন যদি থাকতে পাল্লেন—আজ অবশ্যই পারবেন।

অব। ভয়ানক মন কষ্ট হতেছে।

বেণী। আমি তবে এখন বিদায় হই,—আবার কাল সকালে সাক্ষাৎ হইবে।

(উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

রামপুর। নরেন্দ্রনাথের শয়ন গৃহ

চন্দ্রমুখী ও দুইটী বালিকা

আসীনা।

চন্দ্র। হরিমতি! বয়ের দিকে তাকিয়ে কি ভাব্‌ছো?

দ্বি, বা। দিদি এটা কি?

চন্দ্র। (দেখিয়া) "জ্যোৎস্না"।

দ্বি, বা। জ্যোচ্ছনা।

চন্দ্র। জোচ্ছনানা জ্যোচ্ছনানা বল "জ্যোৎস্না"।

দ্বি, বা। জোৎ—সেনা।

প্র, বা। খুড়ী মা—আজ থাক্ কাল পড়্‌বো, বাইরে যেন কাকার গলা শোনা যাচ্চে।

চন্দ্র। এলেন বা তাতে তোদের ক্ষতি কি?

প্র, বা। তুমি পালাবে যে।

চন্দ্র। পালাব কেন তিনি ত গোবাগা নন।

প্র, বা। সে দিন কাকা এলো তুমি পাল্‌য়ে গেলে যে।

নেপথ্যে। না নরেণ তুমি মনোযোগ না কল্লে কিছুই হবে না।

দ্বি, বা। দিদি আমি আর পড়্‌বো না—ঐ আস্‌চে। যে দাড়ী—আমাকে যদি বিয়ে করে।

চন্দ্র। দাড়ী দেখে কি তোর মনোনীত হয় না?

দ্বি, বা। সে দিন আমি পান দিতি গেলাম—পান নিয়ে আমার মুখে একটা চুমো খেলেন, খেয়ে বল্লে আমি তোমার দিদিকে চাইনে—তোমাকে বিয়ে কর্‌বো। ও বাবা--বুকময় দাড়ী নেগে আমার গাটা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। দিদি তুই বারণ কত্তি পারিস্‌নে, দাড়ী ফেলে দেয়—ওতে কি ভাল দেকায়?

চন্দ্র। তবে দাড়ী দেখেই তোর মনোনীত হয় না, কেমন?

দ্বি, বা। দিদি! তোর মুখে যখন চুমো খায় তোর গা কেমন করে না?

(নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ)

নর। আহা মরি এ কি শোভা নিরখি নয়নে।
যেন গগণের শশি, তারা সহ পড়ি খসি,
শুভক্ষণে উদিয়াছে আমার ভবনে।
সার্থক জীবন মোর হেরিনু নয়নে।

চন্দ্র। আজ্‌ যে বড় পদ্যের ঘটা শুনি।

প্র, বা। খুড়ী মা আমাকে মা ডাক্‌চেন আমি ও ঘরে যাই।

প্র, বালিকার প্রস্থান।

নর। এত আনন্দ কোন দিন হয় নাই। কত দিন তোমার সহিত

দেখা হবে বলে, ঘরের ভিতর এসে চুপ্ করে বসে থাক্‌তেম, তার পর স্বধু চোকে ফিরে যেতেম। আজ তিন জনকে একত্রিত দেখে মনে একটী অপূর্ব্ব আনন্দ হলো।

চন্দ্র। দিশি বাঙ্গ্‌লায় বল্লে কি সে আনন্দ প্রকাশ হতো না ?

নর। দিশি বাঙ্গ্‌লায় বলি নাই কারণ আছে ?

চন্দ্র। কি কারণ ?

নরে। তোমার বনের মন ভোলাবার জন্য !

চন্দ্র। পদ্যে যে রস, বোন্‌ত আমার ওতেই গলে গেল।

দ্বি, বা। দিদি আমি যাই—ঐ আবা——

চন্দ্র। (নলিনীর হস্ত ধরিয়া) তুমি এর দিকে অমন করে তাকাও কেন, ও ভয় পায়।

নর। তুমি যাবে কেন তোমার দিদি বরং যান।

দ্বি;বা। ঐ শোন—আবার হয়ত চুমো খাবে—তুমি ছেড়ে দাও দিদি—

চন্দ্র। উঃ খেলেই হলো মাগ্‌না আর কি।

নর। মাগ্‌না না ত কি, পয়সা দিতে হবে—তা পয়সা দেবার সময় হোক্।

দ্বি, বা ! তুমি দাড়ী একেচো কেন ?

নর। দাড়ী না রাখ্‌লে তোমার দিদির সুবিধা হয় না।

দ্বি, বা। দিদির আবার সুবিদে কি ?

নর। জিজ্ঞাসা কর।

দ্বি,বা। হ্যাঁ দিদি ! তোর না কি সুবিদে হয় না।

চন্দ্র। ওর সঙ্গে রঙ্গ করায় ফল কি ! কত বার বারণ করেছি পোড়া-খানি দাড়ী করে বাড়ী এস না,—যখন বিদেশে থাক রাখ্‌লে আমি দেখ্‌তে যাই না। এখনকারের ব্রাহ্মদের ঐ একটা কদর্য্য রীতি।

নর। কেন গায় ফোটে না কি ?

চন্দ্র। গায় ফোটে বলেও বল্‌ছি না, দেখ্‌তেও ভাল দেখায় না।

নর। (আয়নাধরিয়া) কেন বেশ দেখাচ্চে ত।

চন্দ্র। (কৃত্রিম রোষে) আয় ত নলিনী আমরা ও ঘরে যাই। (যাইতে অগ্রসর)

নর। না—না ভাল দেখাচ্চে না, ভাল দেখাচ্চে না।

চন্দ্র। (অগ্রসর হইয়া) এখন বড় জুত পেলেম দাড়ী ফেলাবার ফিকির হলো।

নর। তোমার সুবিধা তুমি করে নিলে, আর সকলের উপায়!

চন্দ্র। তাঁরাও এমনি করে সুবিধা করুন।

নর। নলিনি! দিদি একটু আগুন আন ত, চুরটটা ধরাই।

চন্দ্র (সরোষে) নাঃ নলিন্ যাস্‌নে ত? বলে বলেও ত পাল্লেন না—এমন দুর্গন্ধ, ও গুল খাও কেমন করে?

নর। খাই সঙ্গ দোষে—সে দিন যে করে বলেছ, তাতেই ছেড়ে দিয়েছি—তবে আজ বল্লেম,—কিবল শুনবার জন্য।

চন্দ্র। কল্‌কেতার সহরটী শুনি ভাল ভাল,—ভালর পরিচয় ত এই?

নর। এই। দাড়ীটী রাখা চাই, চুরোটটী খাওয়া চাই নইলে সহরে যাওয়া যায় না—

চন্দ্র। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা কি দাড়ী, ভাল বাসেন?

নর। তা কেমন করে বল্‌বো—তোমার মন দিয়েই তুমি বুঝিতে পার।—

চন্দ্র। নলিনীর মুখখানি চমৎকার তোমার মুখের—

চন্দ্র। দেখ যেন সতীন করো না ইরির মধ্যে ত আধ সতীন করে ফেলেছ—বিনোদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলে কি?

নর। ওর বিবাহের কথা? ওকে দেখলে কার না বিবাহ কর্ত্তে ইচ্ছা- হয় আমি যে আমি———

চন্দ্র। বিনোদের মত আছে ত?

নর। আছে, কিন্তু নলিনী বড় না হলে সে বিবাহ কর্ব্বে না।

চন্দ্র। তোমরা ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেবে—কিন্তু আমি অত দিন নলি-নীকে আইবুড়ো রাখ্‌তে পার্ব্বো না।

নর। নলিনী কি তত দিন থাকুতে পার্ব্বে না?

চন্দ্র। পারে না পারে সে কথা হচ্চে না? ইংরাজের মেয়েরা ১৮।১৯ বৎসর বয়স না হলে বিবাহ করেন না। তাঁদের যৌবন আরম্ভ উহার পর হতে। কিন্তু আমাদের দেশে মেয়েদের ' কুড়ী উৎরুলেই বুড়ী, ইংরাজী প্রথা আমাদের দেশে চালান অন্যায়। আমার মতে মেয়ে বার বৎসর উত্তীর্ণ হলেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

নর। তবে তোমার মত সংবাদ পত্রে প্রকাশ কর্ত্তে হলো।

চন্দ্র। এক্ষেণে। সে বিষয়ে কেহ প্রতিবাদ করেন,—পত্রিকা আমার নিকট পাঠ্যে দিও আমি তার প্রতিবাদ কর্ব্বো।

নর। বার বৎসর বয়সে তোমার বিবাহ হয়েছে বলে কি সকলের হবে?

চন্দ্র। আমার বা'র বৎসরের কমে হয়েছিল। বার বৎসর উত্তীর্ণ হলেই এদেশের মেয়েদের জ্ঞান হয়, বুদ্ধি হয়, সকলই হয়।

নর। সকলই কি?

চন্দ্র। কি জানি আমি অত জানি না—যাই অনেক্ষণ এসেছি যে গ্রাম, কত কথা শুন্তে হবে।

নর। প্রিয়ে আমার একটী বড় বদ্‌নাম হয়েছে—আমি মদ খাই, গাঁজা খাই, পরস্ত্রী গমন করি, এই সকল কথা লয়ে গ্রামের প্রধান প্রধান লোক আন্দোলন করেন।

চন্দ্র। তুমি কোন স্থানে যেও না বাড়ীতেই থাক, তাঁরা বলে মুখ ব্যথা করেন করুন, মেয়েগুলিও যেমন পুরুষগুলিও তেম্‌নি—কৃষ্ণবাবু সে বার তোমাকে দেখ্‌তে এলেন—আমি অপরাধের মধ্যে জানালার দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিলেম,—মেয়েরা সেই জন্য আমাকে বলে দুই বন্ধুর মধ্যস্থলে রাত্রে শুয়েছিল—আমি কথা শুনে কত কেঁদে—

নর। আমার দ্বারা লোকের উপকার হয় এই জন্যই যাই নতুবা—

চন্দ্র। আর যাওয়া আবশ্যক করে না। এখানে বসে বসে পড়।

নর। না গিয়ে কি করি তোমাকে যদি প্রত্যহ এইরূপ পাই—

চন্দ্র। পাবে।

নর। লোকের গঞ্জনা কে সবে!

চন্দ্র। আমি।

নর। তোমার কোমল প্রাণে লোকে ব্যথা দিলে,
কেমনে লো প্রাণাধিকে ধরিব জীবন।
যে হাসি দেখিয়ে ভাসি আনন্দ সলিলে
সে হাসি মুদিত হবে আমারই কারণ?

দ্বি,বা। দিদি দাড়ী নেড়ে নেড়ে কি বলে।

নেপথ্যে। নরেণ এস হে।

নরে। যাই হে একুটু অপেক্ষা কর।

চন্দ্র। (ডিবা হইতে পান গ্রহণানন্তর নরেন্দ্রের বদনে প্রদান) তুমি যখন ঘরের ভিতর এস,---আমি ইচ্ছা করি আসি কিন্তু পারি না,--এখানকার সকলের মন সমান নয়, আমাকে কোন কথা বল্লে সহ্য হয় তোমাকে বল্লে সহ্য হয় না।

দ্বি,বা। দিদি তুই ওর মুখে পান দিলি কেন, ও দাড়ী ফেলে না,—কিছু না।

চন্দ্র। আমি তবে যাই।

নর। শোন বলি।

চন্দ্র। (নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) কি?

নর। এই প্রিয়ে। (মুখচুম্বন)

দ্বারের পার্শ্বে হাস্য

নরেন্দ্রের প্রস্থান।

নলিনী। ওমা কি লজ্জার কথা ঐ দাড়ী দিদির মুখে—

চন্দ্র। চুপ কর্।

নলিনী। মেজ দিদির কাছে বলেদেব কন! [মেজ বৌর প্রবেশ।

মেজবৌ। (হাসিতে হাসিতে) না দিদি আর বল্‌তে হবে না আমি দ্বারের পাশ দিয়ে সব দেখেছি—

চন্দ্র। আর দিদি—বহুদিন পরে আশ মিটিল আমার।
কত দিন হইয়াছে গতায়াত সার।

মেজবৌ। তা বেশ হয়েছে—এখন এস, মনোরমা শশিমুখী তোমার জন্য অপেক্ষা কচ্চেন,—অনেকক্ষণ এসেছেন।

চন্দ্র। মনোরমা এসেছেন!

সকলের প্রস্থান।

মনোরমা, শশিমুখী, চন্দ্রমুখী, ও মেজবৌর
প্রবেশ।

মনো। মেজবৌ, পল্লিগ্রামের মধ্যে তোমাদের সংসারটী দেখে যেমন সন্তুষ্ট হয়েছি এমন আর কোথাও দেখি নাই, তিনটী বৌয়ে অকৃত্রিম প্রণয়। তিন জনেই বেশ লেখা পড়া জ্ঞান।

শশি। পল্লিগ্রাম বলে বল্‌ছো কি, সহরের মধ্যেও এমন নাই। সেখানে অনেক বিদ্যাবতী আছেন,--কিন্তু সংসারে আঁইট অতি কম মেয়ের আছে।

মেজ। ভাই আরো সুখের হতো যদি গঞ্জনাদি না থাক্‌তো।

শশি। সেটী ভাই না থাকাও অন্যায়।

চন্দ্র। অন্যায় বটে,—বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

শশি। তা বোন তোমারা লেখা পড়া জান, তোমারা যদি গুরু-জনের দুই এক কথা সহ্য না কর্ব্বে, তবে কে কর্ব্বে। লেখা পড়া জানার প্রকৃত ফল তোমাদের সংসারে দেখ্‌লেম। বৌতে বৌতে এমন অমায়িকভাব, কি সহর, কি পল্লিগ্রাম, আমি অতি অল্প সংসারে দেখেছি।

মনো। আমার ইচ্ছা করে তোমাদের বাড়ী প্রত্যহ আসি,—তা বোন গ্রামের যে দশা।

চন্দ্র। বস্তুতঃ মনোরমা! পল্লিগ্রামেই এই সকলের তবু একটু স্বাধীন ভাব আছে—স্ত্রী স্বধীনতা হলে কি হয়?

মনো। পুরুষেরা স্বাধীনতা দিলেও,—সমাজের যেরূপ অবস্থা, বামাগণের স্বাধীন ভাব অবলম্বন কখনই উচিত হয় না।

শশি। তা সত্য কালিঘাটে আমি তার পরিচয় পেয়েছি,—সেখানে কত ভদ্র মহিলাগণকে দেখ্‌লেম তা আর সংখ্যা নাই—পরিচয়ে জানলেম দুটী একটী লেখা পড়াও জানেন। যখন ভাই গঙ্গায় স্নান কর্ত্তে যাই, পুরুষগুল ক্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাক্‌ল।

মেজবৌ। রূপ দেখে।

শশি। রূপের মধ্যে পায়ের পাতা আর হাতের কবজা আদল ছিল, তার পরে ঘাটে গিয়ে দেখি, স্ত্রী পুরুষের বিচার নাই সকলে একত্রে এক ঘাটে স্নান কচ্চে।

চন্দ্র। তীর্থস্থান কি না?

শশি। কোন রমণীর পুরুষের অঙ্গে অঙ্গ ঠেকচে, কেহবা হা করে কোন রমণীর অঙ্গ মোছা দেখছে। তাও বরং ভাল, মন্দিরের মধ্যে দেখি আরো বিপদ,—আমরা গেলে একদল অসুর অবতার পুরুষ উপস্থিত। আমরা সরে দাড়ালেম। তারা কালীর প্রতিমা দেখে যায়—এমন সময় কতকগুলি ভদ্রমহিলা উপস্থিত—ঘোমটা দেখেই বুঝ্‌লেম। বেহায়া পুরুষগুল তাঁদের ভেদ করে চলে গেল—একটী রমণীর অঙ্গ পিসে গেল।

মনো। সই যে সকল খবরই রাখ।

শশি। ঐটী আমার বড় দোষ। স্ত্রী স্বাধীনতা বর্ত্তমান অবস্থায় কত-দূর অন্যায় একথা শুন্‌লেই বুঝতে পার্ব্বে—পুরুষেরা সমাজ সংসোধন না করে এ কথা বলেন,—এজন্য আমি তাঁদের বোকা বলি। স্ত্রী পুরুষে রাস্তায় বার হলেন লোকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাক্‌লো—দেখ্‌তে বড় চমৎকার হলো। স্ত্রী স্বাধীনতায়—এই অবস্থায়—আমাদের সুখ বিন্দু-মাত্র নাই বরং অনিষ্ট। সমাজ সংসোধন হোক্ পরে স্বাধীনতা।

মনো। সে বিষয় আমাদের আন্দোলনে প্রয়োজন?

শশি। কামিনী বাপের বাড়ী আছে—সুতরাং একটু স্বাধীন ভাব আছে মধ্যে যে ঘটনা হয় তাতেই প্রাণত্যাগ কর্ত্তে যায়।

চন্দ্র। বিধবা বিবাহে, বিশেষতঃ এরূপ স্ত্রীলোকদিগের—হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। গ্রামের মধ্যে যে ভয়ানক ভয়ানক কাণ্ড হচ্চে, এতে বিধবা বিবাহ—এদিকে না হলেও গ্রামের অব্যাহতি নাই।

শশি। সই, অনেকক্ষণ এসেছি চল।

নেপথ্যে। ওমা, মা শীঘ্র এস আমি আর বসতে পারিনে।

চন্দ্র। ডাকে কে?

শশি। আমাদের ঝি!

চন্দ্র। মনোরমা আজ ত শনিবার, আজ ত অবলাবাবু আসবেন?

মনো। এইরূপ ত ইচ্ছা করি এখন অদৃষ্ট।

শশি। সই তিনি, নিশ্চয়ই আসবেন—তুমি অমন অদৃষ্ট অদৃষ্ট কর না।

চন্দ্র। মনোরমা তোমাদের উভয়কে এক স্থানে দেখ্‌বো আমার বড় ইচ্ছা করে, তুমি আমার শ্বাশুড়ীর মত করিয়ে আমাকে লয়ে যেও, নাথকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করি তিনি বলেন, ক্ষতি কি?

শশি। তবে ভাই চল।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানা।

নরেন্দ্র, বিনোদ, ও চারুচন্দ্রের প্রবেশ।

নর। যে আজ্ঞে মিত্তির ঠিক নামটী হয়েছে। এতক্ষণ কোথায় ছিলে হে?

চা। এতক্ষণ যে কোথায় ছিলেম ঠিক বল্‌তে পারি না।

নর। কেন হে?

চারু। ঘরে ত মাগ নেই কাজেই নানা স্থানে বেড়াতে হয়।

নর। ওটা কি আমাকে দেখে হলো?

বিনো। চারু তোর ঠাট্টা বিদ্রূপ এখন রাখ্‌। যা কর্ত্তে এলি তাই কর।

নর। তুমি এত সন্ধান কোথায় পাও?

চারু। কোথায় যে পাই তাই ভাবি আর মনে মনে হাসি। ভাই হে! সন্ধানে লোক হলেই সকল সন্ধান রাখে। যে রাত্রে হরিনাথের নিকট এত প্রশংসা নিয়ে এলেম,—সেই রাত্রেই আবার তার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করে আসি। সোতিষ্‌ ভট্‌চাজ্‌ মহাশয় বাড়ী ছিলেন, তাঁর কাছে গিয়ে তখন এই সব খোষ গল্প কচ্চি এমন সময়, তাঁর বৈঠকখানায় বিশ্বনাথের কথা শুন্‌লেম। সে বার দুই জোরে কথা কয়েছিল, তার পর আর কোন কথা শুনি নাই। মনে বড় সন্দেহ হলো। ভাব্‌লেম, ওত একটা সণ্ডামার্ক দস্যু বৃত্তি করে—ওর সঙ্গে পরামর্শ করে হয় তো আমাদের মার্‌বে। সোতিষ বাবু আমাকে টিপে দিলেন,—আমি বিশ্বনাথের আশা

পর্য্যন্ত অপেক্ষা কল্লেম। সে যখন বাড়ী হতে বহির্গত হলো তখন অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠেছে—বাগানের পথ দিয়ে যখন যায় আমি গুপ্তভাবে হঠাৎ তার সন্মুখে উপস্থিত।—উপস্থিত হয়েই হাঁসি।

নর। তোমার হাসি ত হাত ধরা মনে কল্লেই হয়।

চা। তার পর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেম—কামিনী তোমাকে একখান পত্র লিখেছে।

নর। এ কথা তোমার বলা অন্যায় হয়েছে।

চা। না বল্লে কি করি—অন্য কথা পেলেম না, যাতে ওর মন বেশী নরম হয়। সে ঐ কথা শুনেই আহ্লাদে আটখানা। আমি অম্‌নি বল্লেম তোমার রূপ গুণ দেখে কামিনী ত কামিনী কত সধবা স্ত্রীলোকের মন টলে।

নর। তুমি ত একজন কম নও।

চারু। ওহে পল্লিগ্রামে বাস কর্ত্তে হলে এগুলি চাই।—নতুবা মনের কথা পাওয়া যায় না। তার পর সে বল্লে পত্র কোথায়, আমি বল্লেম আমার কাছে। কোথায় পেলে? শুনে আমার চক্ষুস্থির, কি বলি ভেবে পাই না। কিন্তু আমার প্রত্যুৎপন্ন মতি ত জানই—অম্‌নি বল্লেম আমাকে গ্রামের লোকে বেশী বিশ্বাস করে, কামিনী তা জানে। নাপ্‌তিনীর দ্বারা দুইখানি পত্র পাঠ্‌য়ে দেয়—একখানি তোমাকে একখানি আমাকে—আমাকে যা লিখেছে আমি পড়ে কেঁদেছি। তার পর একটী কথা বল্লেম তা আর তোমার কাছে বলা হবে না। সে শুনেই বল্লে আমি তার জন্য কত দুঃখ পেয়েছি তার এত অনুগ্রহ আমি কি ইহাতে অমত দিতে পারি। —লোকে জান্‌লে, জান্‌লেই বা—আমি তার মতানুসারে একর্ম্মে প্রবৃত্ত হচ্চি—ভট্‌চাজ্‌ আমাকে ঐ জন্যই ডাকেন, তিনি বলেছেন ঘট্‌য়ে দেব—আমি অমনি বল্লেম, ঘট্‌য়ে দেব, সে বহুকালের কথা—ভট্‌চাজ কি সুধু এই কথার জন্য ডাকেন। সে বল্লে, না আরো একটী কথা তা তোমার কাছে বলা হবে না। আমি বল্লেম, আমাকে এত অবিশ্বাস হলো—তবে

তোমাকে সে পত্র দেওয়া হবে না। সে বল্লে না হে মা, রাগ কর না, ভট্‌চাজ অনেক দিব্বি দিবাস্ত দিয়েছে এই জন্য ইতস্ততঃ কচ্চি—তা তুমি আমার কত উপকার কল্লে, তোমার কাছে বলায় হানি নাই। আমি মনে মনে বল্লেম এখন পথে এস। সে বল্লে 'মা ঠাকরুণের উদর মোটা হয়েছে, পাঁচ মাস, কত ঔষধ খাইয়েছে কিছুতেই কিছু হয় নি—আমি যে ঔষধ জানি—তা ত জানই।' আমি অম্‌নি বল্লেম 'আজ্ঞে তা আর জান্‌তে বাকি? তাতে সে বল্লে 'কেমন করে জান্‌লে হে।' আমি তখন কি বলি ঠিক পাইনে—খোষামোদ কর্ত্তে গিয়ে এমন অপ্রতিভ কখন হই নাই—তা তার কাছে সেরে নিতে কতক্ষণ? অম্‌নি বল্লেম পেঁচোর মার কাছে শুনেছি। সে বল্লে হতে পারে তার মেয়েরও ঐ রকম অবস্থা হয়েছিল কি না।

নর। (দীর্ঘ নিশ্বাস) গ্রামের কি ভয়ঙ্কর অবস্থা, বিধবাবিবাহ যে এদিকে কেন প্রচলিত হয় না, কিছু বুঝিতে পারি না। যিনি বিধবা-বিবাহের উপর এত চটা তাঁর ঘরে এই কীর্ত্তি—অবলাগণ তোম—

চারু। তার পর বল্লে 'সেই ঔষধ এঁকেও দিতে হবে।' তখন আমি বল্লেম 'আর কোন কথা হয় নাই? সে বল্লে 'না'। আমার তবু বিশ্বাস হলো না কিন্তু সে নিতান্ত অস্বীকার কোল্লে—অবশেষে বল্লেম তুমি বাড়ী যাও পত্র আমি লয়ে যাচ্চি।

নর। এত কথা আগে বল নাই কেন?

চারু। আগে চারিদিক আল্‌গা ছিল—এখন আঁট ঘাট বেঁধে বলা হলো। তারপর সকাল বেলাই আমি আর বিনোদ দুই জনে সব্‌ইনস্পেক্টরের নিকটে যাই। তোমাকে এ কথা বল্‌তে বিনোদই বারণ করেন বিনোদ বলেন এ অতি গোপনীয় কথা ছয় কানে তুল্লে সৃষ্টিময় হবে। বিশেষ তোমার স্ত্রীর সহিত ত সকল কথাই হয়—কথায় কথায় তাঁর কাছে যদি প্রকাশ কর।

নর। তাঁর কাছে প্রকাশ কল্লে কি গ্রামময় হতো?

চারু। সাধু যে বলে ' মোর তানার ' তা ঠিক বলে।

নর। কেন হে তাঁর বল্লেম বলে কি দোষের কথা হলো?

চা। স্ত্রীকে তাঁর বলে বল্‌তে গ্রামের মধ্যে ত কারো মুখে শুনি নাই তোমার মুখে এই নূতন শুন্‌লেম। ও তাঁর কথায় যে কত মজা বিয়েও হলো না, জান্‌তেও পাল্লেম না।

নর। চারু বিয়ে বিয়ে করেই পাগল।

চারু। সাধে পাগল, পর্য্যে যোটে না।

নর। স্ত্রীর কথা অন্যের কাছে বল্‌তে 'তার' কি 'সে' বলা বড় অন্যায়। স্ত্রী যেমন স্বামীকে মান্য করেন, স্বামীরও স্ত্রীকে সেইরূপ না হোক কতকটা—মান্য করা উচিত।

চারু। এখানকার স্ত্রী পুরুষ সকলই সমান। কোন স্ত্রীকে স্বামীকে তিনি বল্‌তে শুন্‌লেম না। বৈকাল বেলা যদি একবার ঘাটে গিয়ে আড়ালে বসো তবে শোন ' সে ' 'তার' ইত্যাদি কথা ঘাটময় ছড়াছড়ী হয়।

নর। চারু সকল দিকের খোঁজ রাখেন।

চারু। ছিলনা, কাল হতে হয়েছে।

বিনোদ। চারু শীঘ্র কথা সমাপন কর বেলা গেল।

বিনো। ইনেস্পেক্টর একথা শুনে মহা খুসি হলেন—আজ তিন দিন হতে গুপ্তবেশে গ্রামে গমনাগমন কচ্চেন।

চারু। ইনেস্পেক্টর বাবু ভারি সৎ লোক তিনি এ সংবাদ পেয়ে কখন নিজে আস্‌ছেন কখন আপন শ্যালককে পাঠাচ্চেন।

চারু। ও হে কায়দায় পড়ে সৎলোক—ঘটনাটী থানাজাত হলে তারই নাম—এই জন্য আসে। অনেক অনুসন্ধানে বাঁড়ুযোদের বাঁশ বাগানে নষ্ট শিশুটী পাওয়া যায়—আমাদের মুখে শুনে ত হঠাৎ ধর্ত্তে পার্‌বেন না—ইনেস্পেক্টর বাবু গুপ্ত বেশে ঘাটে যাতায়াত কচ্চেন, কিন্তু মাগীগুলোও আবার শেয়ানা হয়েছে। তা হোক এমন পেট্‌ নয়,—এ কথা

কখনই থাকুতে পার্ব্বে না। নরেণ যদি যাও, তবে এস ইনেস্পেক্টরের সঙ্গে ঝোপের ভিতর লুকুয়ে মাগীন্‌রে কি বলে শুনি গে।

নর। দিব্য আট ঘাট বাঁধা হয়েছে,—তলে তলে এত কাজ করেছ কেউ জানে না?

চারু। সকলই জেনেছে—তবে গ্রাম নিরব, হরিনাথের মুখ চুপ।

নর। ঘাটে তোমাদের যাতায়াত হয় কেউ জানে?

চারু। না।

নর। বিনোদ গেলেই আমার যাওয়া হলো।

বিন। ভালই বেশী গোলমালে আবশ্যক নাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বাঁধা ঘাট, চাঁদনী।

কুম্ভ কক্ষে চারি জন রমণীর প্রবেশ।

প্র, র। ঠাকুর ঝী আজ তোদের কি রান্না হয়েছিল?

দ্বি, র। আর ভাই রাঁড় ভাঁড় মানুষের খাওয়া গর্ত্ত বুজোন বৈত নয়।

তৃ, র। তা সত্য কথা। (সকলে কুম্ভ রাখিয়া)

চ, র। মেয়ে মানুষ চার জন একত্র হলেই খাওয়া দাওয়ার কথা আগে।

প্র, র। আমাদের ঐটী হলো পের্‌ধান কাজ—ভাতারের সুখ হলো না—থেকেও নেই। তাই নয় দুখানা গওনা অঙ্গে উঠুক্‌ তাও নেই—যা দুখান একখান ছিল—তা এই মাগ্‌গি গণ্ডার সময় বাঁদা পড়েছে।

চ, র। কল্‌কেতার মেয়ে মান্‌ষে না কি বিদ্যান, কেউ গহনা গায়ে দেয় না,—মনোরমার ত দেখি অঙ্গে যায়গা নেই।

তৃ, র। তুইও যেমন ভাই—সেখানকার মেয়েরা লেখা পড়া জানে তাই মান্‌ষে যায়। মুখে বলে গহনা কি হবে গহনা কি হবে ভাতার হলেই হলো—তলে তলে সকল কাজ সারেন—

চ, র। তার কাছে গওনার কথা বল্লেই, বলে তুমি বৈ পড়্‌তে পার গহনা গহনা কর কেন? পোড়া কপালের কথা শোন দেখি,—সেই জন্যি ত আমি পড়া শুনা ত্যাগ করেছি।

প্র, র। মনোরমা বেশ সুখে আছে,—দশখানা গওনা গায় দিচ্ছে,—তা হবে না—কেমন জায়গায় বিয়ে হয়েছে—কল্‌কেতার ভাতারই ভাতার।

চ, র। রায়েদের বিরাজী কেমন সুখে আছে, কল্‌কেতায় বিয়ে হয়েছে,—দশখানা গহনা অঙ্গে দিচ্ছে—ভাতারটীও আবার যেন কার্ত্তিক।

প্র, র। তা ভাই আমার বাপ যদি অত টাকা ব্যয় কর্ত্তো আমিও আবার অম্‌নি সোণার চাঁদ—

দ্বি, র। বিরাজীর বাপ মেয়েটার বিয়ে দিয়ে ফতুর হলো। ছেলেটী বা এত কি ভাল,—যা এখুটু রংটী ফরসা।

তৃ, র। সে বিয়ের দিন কি কাণ্ডই হলো। ফর্দ্দ ধরে আগে সকল গহনা মিলিয়ে নিলে, কেবল পাঁইজোর ছিল না। বরের বাপ অম্‌নি বোল্লে—না আমি এমন স্থানে ছেলের বিয়ে দেব না আমরা শুনে অবাক।

দ্বি, র। এখন কল্‌কেতার লোকে ছেলেকে বিয়ে দিয়ে বড় মানুষ হবে বলে লেখা পড়া শিখোয়। আগে মেয়ে বিকুতো সে বরং ভাল ছিল, এখন ছেলের দর শুন্‌লে প্রাণ চোম্‌কে উটে,—আমার মেয়েটী—

তৃ, র। তার পর যখন বিরাজীর মায়ের পাঁইজোর এনে দিলে তখন বিয়ে হলো। বাসর ঘরে বরের তামাসা দেখে কে। সে আমাদের সঙ্গে কি কথা বোল্‌বে এক নশ্যি নিয়েই বেহাতি—ঘড়ী ঘড়ী পান, কল্‌কেতার লোকে এত প্যান খায়! তার ঘন ঘন নশ্যি নেওয়া দেখে আমি নশ্যির ডিবেটা কেড়ে নিলাম,—তার কাতরানি দেখে সকলে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

প্র, র। তার কাতরানি দেখে তোদের দয়া হলো না?

চ, র। নেশাখোরের কাতরানিতে কার দয়া হয়? আমাদের মিন্‌সে আফিং খায়—আফিং ফুরুলে তার ত অত কাতরানি দেখি নি।

তৃ, র। আমার ভাসুর ঝি যেন পটের পুতুলটী। মিন্‌সে কল্‌কেতায় তার একটী সম্বন্ধ স্থির করে—রূপের কথা শুনে পাত্রের মন হয়েছিল কিন্তু গরিবের মেয়ে বলে তার মা বাপের মত হলো না।

চ, র। এখনকারের লোক কি জিনিস চেনে টাকা হলেই হলো। রাজ্যি কালে কালে অধঃপাতে যাচ্চে।

প্র, র। ভাল কতা তুলিছি—ঠাকুর্ঝী তোদের কি রান্না হয়েছিল বল্লি নে?

দ্ব, র। রাঁড় মান্‌ষির খাওয়া কি শুন্‌বে—কাল একাদশীর উপবাস গিয়েছে—গত্ত বুজনো ত চাই। এই সুখ্‌তুনী, শাক সম্বড়ী, মোচার ঘণ্ট, কচুশাক, গর্ব্ব থোড়ের ডাল্না এঁচড়ের ডাল্না—রাঁড় মান্‌ষির খাওয়া কি শুন্‌বে বোন্‌—মটরেরডাল, মুগেরডাল, বুটেরডাল—বেগুণভাজা, একটী নির্ম্মিষ চচ্চড়ি, আর কচি কচি নার পাতার ঘণ্ট—আর ভাই গর্ত্ত-বুঁজন বৈ ত নয়—দৈ পাতা ছিল, ঘরে দুধ্‌ ত আছেই—আজ আবার ভাই পোটীর জন্মদিন বলে—পায়েসও হয়েছিল তা ভাই হাজার হোক রাঁড় মানসির খাওয়া। কাল একা—

চর্থ, র। ওমা ঠাকুঝী যে অবাক কল্লি এততেও তোর গর্ত্ত বুজিনি কেমন গর্ত্ত্‌ণা জানি। (হাস্য)

প্র, র। ওগর্ত্ত বুঁজ্‌লেও কি—

তৃ. র। তোরা যে ঠাকুরঝীকে পালন কল্লি—কথাটাই শুন্‌তে দে।

দ্বি, র। কাল ভাই একদশীর উপবাস গিয়েছে—চাপা চাপি এক পাথর ভাত নিয়ে বস্‌লাম। আমি রেঁধে ছিলাম, সকলের খাওয়া হয়েছে—কেউ বাড়ী নেই—এবাড়ী ওবাড়ী গিয়েছে। তা ভাই ঐত তর-কারি ওতে আর কত ভাত ওটে?

তৃয়। তা সত্তি ত এত অল্প তরকারিতে কি খাওয়া হয়।

৪র্থ। দশোচ্ছককা সম পঞ্চা।

প্র, র। তুই আবার কি বলিস্।

৪র্থ। দশখানি তরকারি একখানি মাছের সঙ্গে সমান।

তৃ, র। চুপ কর না ভাই কথাটা শুনি।

দ্বি, র। তার পর ভাই তরকারি দিয়ে আধা আধি খেলাম—আর ওটে না—রাঁড় মান্‌ষির খাওয়া একবেলা বৈত নয়—কাযেই সে গুল না খেয়ে কেমন করে উঠি—না ভাই তোরা বড় হাসিস্।

৪র্থ। না না বল।

দ্বি, র। দৈ নিলাম, তা টক্ লাগলো না—তেঁতুল নিয়েও বসিনি মাকে দুবার তিন বার ডাকলাম, উত্তর পেলাম না—রাঁড় মান্‌ষির খাওয়া ভাত ফেলে ত উঠ্‌তে পারিনে—খাওয়া হবে না। তেঁতুলের হাঁড়ীটে আবার শিকের উপর ছিল ছোট মৈ খানা তার পাশের ঘরে ছিল —উঠে ত যেতে পারিনে, কি করি—রাত্রেও আর খাওয়া হবে না— পোঁদে হেঁটে হেঁটে মৈ খানা—শিকের হাঁড়ীর কাছে নিয়ে এলাম। তোরা বড় হাসিস্—

তৃ-রা। হাসছি জলের ঢেউ দেখে।

দ্বি, র। শিকের কাছে মই এনে ভাবলাম উঠি কেমন করে—ভাত গুলি না খেলে নয়,—রাত্রে খাওয়া হবে না। আবার মাকে ডাক্‌লাম উত্তর পেলাম না। তা বোন্ আর ভাব্‌লে কি হবে ভাত গুলি ত খাওয়া চাই,—বিশেষ একাদশীর—

প্র, র। তা সত্যি ত। ভাব্‌বে কেন। (হাস্য)

৪র্থ, র। চুপ কর না ল্যা—কথা সায় হলে যত পারিস্‌ তত হাসিস্‌।

দ্বি, র। তার পর ভাই পোঁদে হেঁটে হেঁটেই মই বয়ে ওঠলাম।

(সকলের হাস্য)

তৃ, র। (হাসিতে হাসিতে) ওমা বলে কি!

প্র, র। তার পর বল কি হলো। ভাল খাওয়ার কথা তুলিছি (হাস্য)

দ্বি, র। তার পর, তেঁতুল নিয়ে সেই রকম করে পোঁদে হেঁটে হেঁটে নেমে ভাত গুলি খেলাম।

প্র, র। সকল গুলি।

দ্বি, র। সব পারিনি (হস্তদ্বারা দেখাইয়া) এত কটী ছিল, তা ভাই কি কর্‌বো সেখানে আর কেউ ছিল না, গপ্প পেলে ওকটীও ফেলা যেত না।

প্র, র। এক পাথর ভাতের মধ্যে (হস্ত দেখাইয়া) এতকটী ফেলা গিয়েছে তবু পেট ভরেনি, ধন্য পেট বটে।

৪র্থ র। ঠাকুরঝীর একরকম ভাল, খাওয়াটী ভাল রকম হলে আর কিছু চায় না।

দ্বি, র। চাই না চাই তুই জান্‌বি কেমন করে—বলে।

যুবতীর মন, হয় কি তেমন
ভাবিয়ে যেমন, রাখিতে চাই।
মনের আগুন, জ্বলিছে দ্বিগুণ,
কেমনে নিপুণ হইব ভাই।
নির্দ্দয় মদন, সদাই দংশন,
করে জ্বালাতন, বসিয়ে বুকে।
যত জ্বালা সই, মনে মনে রই,

বাঁচাবে কে সই, এ হেন দুঃখে।
কপালের দুঃখ, বিধাতা বিমুখ,
বল কিসে সুখ, হইবে ভাই ;
তবে যে হাসি, আনন্দে ভাসি,
মনানল রাশি, নিবাতে যাই।
যবে প্রাণধন, আঁধারি ভুবন,
করিল গমন ত্যাজিয়ে মোরে;
ঘটিল জঞ্জাল, ভাঙ্গিল কপাল,
দুরজন কাল, ফেলিল ঘোরে।

৪র্থ, র। উত্তর দিকে বড় মেঘ হয়েছে চল, শীঘ্যির কাপড় কেচে যাই।

কুম্ভ কক্ষে একজন
প্রৌঢ়ার প্রবেশ।

প্রৌ। (বক্রস্বরে) তোদের পেটে কি কোন কথা থাকে না ?

প্র, র। তুমি ত বেশ মানুষ,—আমরা কারো কোন কথায় থাকিনে—সকলে যে কথা বারণ করে দিয়েছে, তা বল্‌বের অবশ্যক ?

দ্বি, র। সত্যি,—কল্লে একজন ভয়ে মরি আমরা।

তৃ, র। না ভাই ও কথায় কাজ কি, দারগা রোজ রোজ গাঁয়ে হাঁট্‌চে ও কথায় কাজ কি। কোথা হতে শুন্‌বে।

দ্বি, র। শুন্‌লেই বা আমাদের ত আর ফাঁসি দেবে না। একজন কর্ত্তে পারে আর আমরা বল্‌তে পারি নে।

তৃ, র। (সরোষে) বল, বল—যখন দারগা আস্‌বে তখন দাঁতে মিসি দেখে ভুল্‌বে না। তামাক পোড়াও মান্‌বে না।

চ, র। চল ভাই বড় মেঘ করেছে—আর থাকা হয় না।

প্রৌ। এমন ত বাবার কালেও দেখিনি, এত দিন কেমন করে ঢাকা দিয়ে রেখে ছিল!

প্র, র। ওদের জ্বালায় দুপুর বেলা ঘাটে আসা বন্দ। এক দিন আমি-ও বাড়ীর পিসেস্ আর বউাকুরঝী দুপুর বেলা এই চি। আমরা যখন কাপড় কাচ্চি তখন বেণে বেটা এই ঘর হতে বার হয়ে গেল, ঠাক্রুণটী বার হয়ে—মাথা ধরেছে বলে মাথায় হাত দিয়ে বস্লেন।

দ্বি, র। ঠাকুরটীও যেমন ঠাক্রুণটীও তেমনি—আবার তেমনি যুটেছে ঐ চুনি বেণে। আমাদের মাঠে ঘাটে বার হবার যো নেই। যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল। দেখ্ না জেলে, একটা জেলে না গেলেও ত ওদের দপপ চূর্ণ হবে না।

প্রৌ। সত্তি, পেট ফেল্লে বাগানে দারগা তা টের পেলে কেমন করে।

চ, র। ঠাকরুণটী লজ্জায় আর বার হন না।

প্র, র। ওর কি লজ্জা আছে, দুদিন থম থম হলেই আবার যে সেই হবে।

প্রৌ। হরে ভট্টাজির বুড়ো বয়েসে আবার মতিচ্ছন্ন ধরেছে—দুজনের মন যুগিয়ে চলে কেমন করে?

পৌ। বেশ্যারা দশ বার গণ্ডার মন যোগা——

তৃ, র। ওর চেয়ে বেশ্যারাও ভাল তারা ত আর আগানে—

সহসা ইনেস্পেক্টর, চারু, বিনোদ

ও ভদ্রেশ্বরের প্রবেশ।

ভদ্র। (গম্ভীর স্বরে) যিনি যেখানে আছেন তিনি সেখানে থাকুন। (রমণীগণের অবগুণ্ঠনাচ্ছাদন—নিম্নমুখী হইয়া দণ্ডায়মানা)

ইন। যিনি যে কথা বলেছেন আমার সমুদায় লেখা হয়েছে—এখন নামের সাপক্ষ।

বিনো। ঘাটে যাঁরা আছেন সকলই ত চারুর সঙ্গে কথা কন।

উত্তর নাই।—(মৌনবতী)

বিনো। আপনারা ঐ দিকে একটু সরে দাঁড়ান।

(ইনেস্পেক্টর ও ভদ্রের প্রস্থান।

চারু। এ দিকে হতে তেঁতুল পাড়া নয়—ইনেস্পেক্টর বাবুকে ডাকা যাক;—(চারুর গমন)

প্রৌ। বিনোদকে ইঙ্গিত।

চারু। বিনোদ পায় জড়িয়ে ধল্লেও ছেড় না।

(চারুর প্রস্থান।

বিনো। আপনাদের কোন ভয় নাই—কেন মি—

প্রৌ। (কাঁদ কাদ স্বরে) বিনোদ এ বিপদে তুমি না রক্ষা কল্লে আমরা মারা পড়ি—বিনোদ তোমা হতে—

দ্বি, র। (ঐ স্বরে) বিনোদ তোমার হাতে ধরে বল্‌চি,—আমার নাম ওর মধ্যে তুল না—তা হলে সর্ব্বনাশ গাঁয় থাকা ভার হবে। আমি বামনের মেয়ে নতুবা তোমার পায় ধত্তেম।

বিনো। আপনাদের কোন চিন্তা নাই—

চ, র। (জনান্তিকে) এত ভয় কিসের—এ ঘটনা কে না জানে ঠাকুরঝী আমার নাম লিখ্‌তে বল।

বিনোদ। কি নাম?

চ, র। ঠাকুরঝী বল কণকচাঁপা।

বিনো। কণকচাঁপা কি? আমি ত জানি না।

চ, র। ঠাকুরঝী বল মুখুয্যে।

বিনোদ। আপনার নাম?

প্রৌ। (কাঁদ ২ স্বরে) ক্ষমা দাও বিনোদ, ঐ এক নামেই হবে।

বিনো। আপনার নাম চাই, অন্যের নাম তত আবশ্যক করে না।

প্রৌ। আঁ্যা কি বল্লে বিনোদ,--আমি ত কারো কোন কথায় থাকি নে। ওরা বল্‌ছিল, তাই বল্‌ছিলাম বিনোদ।

বিনো। আপনিই এ কথা আগে উত্থাপন করেন, আপনি---

প্রৌ। (ক্রন্দন স্বরে) না বিনোদ আমারও রীত নেই লোকের কথায় আমার দরকার কি বিনোদ?

বিনো। তবে ইনেস্পেক্টর বাবুকে ডাক্‌তে হলো।

দ্বি, র। (ক্রন্দন স্বরে) বিনোদ আমাদের দুঃখ দেখে কত দুঃখ করেচ—আজ আমি এত বিনয় করে বল্‌ছি তোমার কি একটু দয়া হবে না?

বিনো। কিছু ভয় নাই ঘটনাটী সমুদয় সত্য হলেও আইন অনুসারে সাক্ষ্য চাই। আপনাদের সাক্ষী দিতে হবে না, কেবল পুরুষদিগের নিকট হতে কথা লবার জন্য, আপনাদের আবশ্যক।

প্রৌ। (রোদন স্বরে) তা আমাদের বাড়ীর সকলকেই সাক্ষী দিতে বল্‌বো আমার নাম লিখ না।

(চারু ও ইনেস্পেক্টরের প্রবেশ।)

ইন্‌। বল্‌তে হয় বলুন না হয় আমি অন্য উপায় দেখি।

প্রৌ। (রোদন স্বরে জনান্তিকে] বিনোদ তোমার মনে এইছিল ওকে যেতে বল আমি বল্‌চি।

[ইনেস্পেক্টরের প্রস্থান।

চারু। বিনোদ আর দেরি কর না ইনেস্পেক্টর বাবু কনেষ্টবল আন্‌তে গেলেন।

বিনো। কিছু হবে না আপনি বলুন।

প্রৌ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আঁ্যা কিছু হবে না ত---আমার মাথা খাও মরার মুখ দেখ কিছু হবে না ত?

চারু। ডাকি তবে, ইনেস্পেক্টর বাবু- (প্রস্থান।

প্রো। এই বলি এই বলি,—এর নাম হারাণী, ওর নাম ক্ষেমা, ওর নাম বিরাজ। আগের সরকার, শেষের দুজন বাঁড়ুয্যে।

বি। (নাম লিখিয়া) আপনার নাম ত আমি জানি না কি বলুন?

প্রো। (রোদন স্বরে) আঁ্যা এতগুল নামেও হবে না আমার নাম চাই?

বিনো। বলুন, বলুন আবার ইনেস্পেক্টর বাবু আস্‌বেন।

প্রো (রোদন স্বরে) বিনোদ দেখ যেন আমার মাথা খেও না--- লেখ হরিমতি।

(বিনোদের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য মধ্যস্থ পথ

(মেঘ গর্জ্জন!)

নেপথ্যে। বনের মধ্যেও এলুম দেবতাও ঘোর করে এলো, বেণী বাবু একটু আস্তে চলুন।

নেপথ্যে। আর বেশী পথ নাই এইটুক পা চালিয়ে আসুন, এই বন ছাড়াতে পাল্লেই গ্রাম।

নেপথ্যে। এইটুক যেতেই প্রাণ বিয়োগ হলো পাড়াগাঁয়ে বিবাহ করা বড় আপদ।

নেপথ্যে। তা বলে কি কর্‌বেন, আপনার এই এক দিন আমাদের এ বার মাস।

নেপথ্যে। বেণীবাবু একটু অপেক্ষা করুন, কোচাটা হাত ফস্‌কে পড়ে গিয়েছে, কাপড় খানা ভাল করে পরি।

নেপ। মহাশয় পাড়াগাঁয়ে কোঁচার বাহার চলে না এখানে আস্‌তে হলেই আগে উরত পর্য্যন্ত কাপড় তুল্‌তে হয়।

নেপ। এসব স্থান এত ভয়ঙ্কর হয়েছে আগে জান্‌লে আস্‌তুম না। মা এই জন্যেই নিষেধ করেন। ওঃ—বেণীবাবু স্থির হয়ে দাঁড়ান। দেবতা যেরূপ নল পাচ্চে একটী ভয়ঙ্কর শব্দ হবে। (মেঘ গর্জ্জন)

নেপ। আসুন মহাশয় এইবার একটু পা চালিয়ে আসুন। প্রিয়তমার মুখ দেখ্‌লে কোন ক্লেশ, ক্লেশ বোধ হবে না। আপনার ত নূতন আসা, আমি পূর্ব্বে এমন বিপদে কতদিন পড়েছি, কতদিন আজ ত দুজন আছি—কত দিন একাই এ সকল স্থান দিয়ে গিয়েছি। মন্বন্তরে দস্যুর ভয় হওয়ায় প্রিয়তমা আমাকে বার বার মিনতি করে বলেছেন 'যদি বোঝ ঘোরাত্রি হবে তবে কদাচ বাহির হও না'। তা মহাশয় কথাটী সত্য, আজ কাল চারিদিকে যে রূপ দস্যুর ভয় হয়েছে এ সকল স্থান দিয়ে দিনমানেই গা চম্‌ চম্‌ করে।—

(বেণীমাধবের প্রবেশ)

না জানি প্রিয়তমা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে দেখে কত ভাব্‌ছেন কত কাঁদছেন ; নির্ব্বিঘ্নে এই জঙ্গলটী ছাড়াতে পাল্লে হয়—ওঃ এস্থানটায় কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার আর যে পথ দেখ্‌তে—

(অবলাকান্তের প্রবেশ)

(সহসা করাল বদন ভীষণাকার দুই জন দস্যুর প্রবেশ)

প্র, দ। (গম্ভীর স্বরে) খাড়া রও !!

বেণী। (ভয়ের সহিত চীৎকার স্বরে) চোপরাও !! আমি কে জানিস !! (ছড়ী উত্থান)

প্র, দ। ব্যাটার মস্তে বসে রোগ জানি দেখ, লটুব মোরে-লেটী গ্যাচটা দেত, মুই এক্‌বার সুমুন্দিরি দেখি।

(ব্যাগ রাখিয়া অবলাকান্ত পশ্চাৎভাগ হইতে গুপ্ত ভাবে প্রথম দস্যুর পৃষ্ঠে সজোরে দুইবার প্রহার ও প্রস্থান।)

প্র, দ। উ-হু-হু সুমুন্দি মেরে ফেলেছেরে লটুব—কনে গেল সুমুন্দিরি দেখতি পাচ্চি নে যে।

দ্বি, দ। যাবে কনে, এই ঠেঙায় দেঁড়য়ে আছে।

প্র, দ। তবে মোরে মাল্লে কেডা ! আর এক সুমুন্দি বুঝি আসছেলো রে।

(বেণী সজোরে দ্বিতীয় দস্যুর মস্তকে লাটী প্রহার)

দ্বি, দ। ওরে সুমুন্দি ও একটা লাটীতি মোর কি হবে।

(বেণীকে ধরিতে অগ্রসর)

প্র, দ। মুই ভাবলাম শালা বুঝি মুখ্ সাহসে আপন মনে কথা কইতি কইতি আস্‌চে—আর এক সুমুন্দি কনে গেল ?

(পশ্চাৎ হইতে অবলাকান্ত, দ্বিতীয় দস্যুকে সজোরে প্রহার ও প্রস্থান।)

দ্বি, দ। ও লটুব —লটুব শালা যে আবার মাল্লে, তুই দেখ দিখি কন দিয়ে আস্‌চে।

(বেণী প্রস্থানকল্প,—দ্বিতীয় দস্যু ধরিতে অগ্রসর—বেণী প্রহার করিতে উদ্যত)

দ্বি, দ। (বিদ্যুৎ আলোকে বেণীর বদন নিরীক্ষণ করিয়া।) লটুব এই সুমুন্দিরে ধর, সুমুন্দির এই গাঁয় বাড়ী—কখন রাখা হবে না। (হঠাৎ বেণীর প্রহারোদ্যম হস্ত ধরিয়া)—তবেরে সুমুন্দি রোম্ জানি করিস্, জানিস্ নে যমের হাতে পড়েছিস্।

(বেণীর কর মুক্ত করিতে চেষ্টা—অবলাকান্ত দস্যু পৃষ্ঠে সজোরে প্রহার, ও প্রস্থান)

দ্বি, দ। ওরে লটুব—এ সুমুন্দি ত বড় হিয়ে কল্লে—দেখ্ ত এই বন-ডার মদ্দি গিয়েছে বুজি। ওরে দুঃশালা—(দুই তিন পাকমোড়ায় বেণীকে ভূমিস্যাৎ করিয়া বক্ষঃস্থলে উপবেশন)—লটুব কনে গেলি দেত একবার ছোরাখানা সুমুন্দির প্যাটে বসিয়ে দেই।

বেণী। (সজোরে কোরণ্ড টিপিয়া) ছাড়—ছাড়—

দ্বি, দ। (সজোরে গলা টিপিয়া) উ-হু-হু—

বেণী। ত্যাগ করিয়া গেংরাইতে গেংরাইতে) মা—মা—ম—পিয়ে—তু—তু—মি—মি—

(অবলাকান্ত পশ্চাৎ হইতে সজোরে মস্তকে লাঠী প্রহার ও প্রস্থান ;

দ্বি, দ। [বেণীর গলা ছাড়িয়া) উ—হু—হু মাথাটা বুঝি ফেটে গিয়েছে রে, শালারে ধত্তি পাল্লি নে ?—

প্র,দ। কৈ মুই ত কিছুই দেখ্ তি পাচ্চিনে। সুমুন্দি বুঝি ঐ গাছটায় উঠ্ ল—রোস্ তো মুই দেখি।

দ্বি, দ। ঐ সুমুন্দিরি ধত্তি পাল্লি দুটরে এক' জায়গায় জবাই কত্তি হবে। নে সুমুন্দির ভাই মরণ কান্না কেঁদে নে।

বেণী। দয় বাবা আমাকে প্রাণে মারিসনে, আমার কাছে যা আছে আমি সহজেই দিচ্চি।

দ্বি, দ। এখন পথে আয় শালা—জানিস্ নে মোরা ই করে খাই—তা তোকে কখনই রাখ্ বো না, শালা তোর এই গাঁয় বাড়ী—নে মরণকান্না কেঁদে নে।

(অবলাকান্ত,—পশ্চাৎ হইতে সজোরে প্রহার ও প্রস্থান)

দ্বি, দ। উ হু হু মলাম, মলাম লটুব এইবার মলাম। (মস্তকে হস্ত প্রদান বেণীর অর্দ্ধ উত্থান)

প্র, দ। মুই ঐ গাছটার ওপর উটে দেখ্ছেলাম,—সুমুন্দি কন দিয়ে এল হ্যা ?

বেণী ওরে বাবা আমাকে ছাড় ছাড়—আমার বাড়ী এগাঁয় হলেই বা আমি ত তোদের চিন্তে পারি নি। আমি—

দ্বি, দ। চুপ কর শালা—ঐ দক্ষিণ দিক্ দিয়ে (পুনরায় ভূমিস্যাৎ করণ।)

বেণী। বাবা তোরে যথার্থ চিন্তে পারি নি মুখে যে কালী মেখেছিস্ —ও বাবা আমায় প্রাণে মারিস্ নে—ও বাবা আমি মলে আমি ভাবিনে —আমার জন্য অনেকে মর্বে রে বাবা (ভয়ঙ্কর চীৎকার।—রে বাবা—

দ্বি, দ। চোপরাও শালা—মেরেই ফেল্বো যদি চেঁচাবি।

(উলঙ্গ অবলাকান্ত, সম্মুখ হইতে দস্যুর বদনে জুত সুদ্ধ সজোরে লাথি প্রহার। দ্বিতীয় দস্যুর পতন—অবলাকান্ত বেণীর হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ বেণীর অর্দ্ধ উত্থান।)

দ্বি, দ। উঁ হুঁ লুঁটুব মেরেঁ ফেঁলেঁ—

প্র, দ। (দ্রুত পদে আসিয়া) কৈ, কৈ, কনে গেল—

(প্র, দ উপস্থিত ও অবলাকান্তের প্রস্থান।

দ্বি, দস্যু। ওঁরে সেঁ শাঁলাঁরেঁ কাঁজ নেই এঁই শাঁলারেঁ মার আঁমি তাঁরেঁ দেঁখ্চিঁ রেঁ—

প্র, দ। হ্যাঁ শালা যমের হাতে পড়ে পালাবার ফিকির।

(সহসা বেণীর উরতে লাঠী প্রহার।

বেণী। (ভয়ঙ্কর চীৎকার স্বরে) ও বাবা—মারিসনে মারিস্ নে, মলেম রে বাবা মলেম মলেম—

(পুনরায় মস্তকে লাঠী প্রহার)

বেণী। উ হুহু—ও মা—মা—মলেম যে মা—প্রিয়ে আজ্ তোমার বেণী মলো—পিয়ে আমি তোমার পত্র পেয়ে দৌড়দৌড়ি যাচ্চি পিয়ে। পিয়ে তোমার বেণী যে মলো—মলো পিয়ে এইবার মলো—

অবলাকান্ত নিঃশব্দে আসিয়া প্রহার দ্বিতীয় দস্যু উত্থিত হইয়া পশ্চাৎ ধাবমান।

প্র, দ। উহুহু—মাথাটা ফাটালে রে—

(লাটীর দ্বারা বেণীর পৃষ্ঠে প্রহার বেণীর ভূমিস্যাৎ)

বেণী। (অপরিস্ফুট স্বরে—ঘন ঘন নিশ্বাসের সহিত)—মা—মা আ—হা—হা—গিয়ে মলেম—ম—মলেম [পুনরায় পৃষ্ঠে লাঠী প্রহার)

বেণী (ঐ স্বরে)—আ—আর--না-না আমার প্যাণ—বে-বে-কেন শ-শি শশি আমায় দে-দে- দেখলে না। আমি যে-তো-তোমায়-কে-লে-এস-এ-স শশি দে-(কণ্ঠরোধ)

প্র, দ। এ সুমুন্দিরি ত নিকেশ কল্লাম। (লাটীর গুতা দিয়া বেণীর দেহ ঠেলিয়া) এ সুমুন্দির ওকম্ম হয়ে গিয়েচে—আর এক সুমুদি কনে গেল। (চীৎকারস্বরে) ও লটুব, লটুব। [ইতস্ততঃ অন্বেষণে ব্যাগ পাইয়া) যা বেটা পালালি—এযাত্রা বাঁচলি।

নেপেথ্য ! চীৎকার ধ্বনি।

প্র. দস্যুর বেগে প্রস্থান

———o———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রামপুর শশিমুখীর শয়নগৃহ

শশিমুখী আসীনা।

শশি। আমি কুথানা ভাবি কেন। স্বপ্নে লোক কি না দেখে। আজ আস্‌বেন,—নিশ্চয়ই আস্‌বেন। তিনি আমাকে যখন যে পত্র

লেখেন প্রবঞ্চণার কথা ত কখন লেখেন না। তবে আজ আস্‌চেন না কেন—ওমুকদিন ওমুক সময় উপস্থিত হবো ঠিক সেই সময় উপস্থিত--- আজ এত রাত্রি হয় কেন সন্ধ্যা ত অনেক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্য সময় তিনি আস্‌বেন জেনে মন কত প্রফুল্ল হতো, তখন চুল বেঁধে, গুল পোকার টিপ্‌ পরে--আহা এখানে এসে ঠাকুরঝী এক দিন আদর করে পরিয়ে দিয়েছিল, তিনি কত দিন বলেছেন গুল পোকার টীপে তোমার মুখের অপূর্ব্ব শোভা হয় এক দিন পরি নাই বলে কত বলেছেন। আজ ত তিনি আস্‌চেন, তবে আমার এ সকলে মন হলো না কেন? জানকী বনবাসিনী হবার পূর্ব্বে তাঁর মন এইরূপই হয়েছিল। সূর্য্য তুমি অস্তে গেলে আমার নাথকে এনে দিয়ে গেলে না---তিনি আস্‌ছেন হয়ত সয়েদের বাড়ীতে গিয়েছেন মেঘ দেখে আস্‌চেন না---এলেন বলে। ওমা গা যে কাপ্‌ছে মা। স্বপ্নের কথা যখন মনে হয় তখনই আমার শরীর এইরূপ হয়। ও কথা ভাব্‌বো না মনে করে অন্য বিষয় ভাবি তবু যে সেই ভাবনা মনে উদয় হয়। ভোর বেলার স্বপ্ন, লোকে বলে সত্য---আমি তা বিশ্বাস কর্ত্তেম না---কত লোকের ভাগ্যে তা যে সত্য হয়েছে মা। ওমা আগার ভাগ্যে কি তা তা-ই-(কাঁপিতে কাঁপিতে) ও-ও-দি-দি-ঠাকু--পতন ও মূর্চ্ছা (নিরোদ বাসিনীর প্রবেশ)

নিরোদ। ওমা একি! কি সর্ব্বনাশ হলো। (চীৎকারস্বরে ওমা-মা শীগ্যির জল নিয়ে--ওঝি ঝি ওরে কে আছিস্‌ ওখানে শীগ্যির একটু জল আন বৌ কেমন কচ্চেন—

(শশব্যস্তে ঝির জলপাত্র লইয়া প্রবেশ)

আন্‌ আন্‌ আমার কাছে দে দে (ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া জল ঢালন) ঝি তুই পাখা খানা এনে বাতস্‌ কর। আহা! আজ সকাল হতে কেঁদেছে —এই জন্য আমাকে কাছ ছাড়া হতে দেয়নি।

শশি। (নয়ন মেলিয়া) দিদি দিদি! এইছিস্‌? আমি আরো

তোকে ডাক্‌ছিলেম—তোকে আগেই বলেছি আমাকে একা রেখে যাস্‌নে।

নিরো। দাদা আস্‌বেন রান্না—

শশি। তিনি আস্‌বেন। নিশ্চয়ই আস্‌বেন,—আস্‌বেন ত ?

নিরোদ। বড় বৌ তুমি উন্মাদের মত অমন করে বক্‌চো কেন, তুমি এত লেখা পড়া জান—আমাদের কত উপদেশ দিয়েছ তোমার সহবাসে থেকে আমার স্বভাব কত সুধ্‌রেছে—ওবাড়ীর বড় কাকা তোমার মত না নিয়ে কোন কর্ম্মই করেন না। তুমি মায়ের পুত্রবধূ বলে মার কত গর্ব্ব—কত আহ্লাদ—তুমি যদি সামান্য স্বপ্নের কথা মনে করে এরূপ—

শশি। আমি ত স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করিনে—ভাবি না কেন ওসব মিথ্যে—কেমন তাই ভাবি—(ক্রোড় হইতে উঠিয়া) দিদি—তবে তুই যা বল্লি তাই ভাবি—কেমন তাই ভাবি— কুখানা ভাব্‌বো কেন—চল ছাদে যাই—মা কি কচ্চেন ?

নিরো। রান্না—

ঝি। (পাখা দ্বারা বাতাস দিতে দিতে) পিসি মা—মা কি স্বপ্ন দেখেছেন তাই অমন কচ্চেন ঠাক্‌রুণ অমনি হাঁড়ীতে তেল দিয়ে কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে তেল জ্বালিয়ে ফেলে ছিলেন। ভাগ্যে কোটার ঘ—

শশি। 'দিদি—দিদি-ঝি-ঝি-কি-কি-ব—(কোলে পতন ও মূর্চ্ছা)

নিরোদ। ওমা বৌ আবার কেন এমন হলেন। ঝি, ঝি, জলের পাত্র টা এইদিকে দিয়ে পাখার বাতাস কর। [মস্তকে জল ঢালন ও পাখার দ্বারা বাতাস।)

ঝি। (বাতাস করিতে করিতে) মা যে স্বপ্ন দেখেছেন ঠাক্‌রুণ কি তা জানেন !

নির। না; তুই একটু চুপ কর দেখি (মস্তকে ফুৎকার দেউন) ঝি পাখা খানা আমার হাতে দিয়ে তুই একটু বাতাস কর—(ঝির মস্তকে ফুৎ-কার দেওন)

আহা—আজ কি অশুভক্ষণে রাত পৈয়েছে—ছুঁড়ী কেবল কেঁদেছে—

নাথের অমঙ্গল সপ্নে কার মন না ব্যাকুল হয়। ঈশ্বর কি এমন কর্ব্বেন —দাদার আস্‌বের ত সময় হয়ে গিয়েছে। এ শনিবারে হয় ত এলেন না, যদি বার হয়ে থাকেন—তবে মেঘ দেখে হয় কোথায় বসে্‌ছেন—এলেন বলে।...

শশি। (নয়ন উন্মেলিয়া) এসেছেন এসেছেন—(ক্রোড় হইতে উত্থিত হইয়া) কৈ কৈ—

নির। ব্যস্ত কি আস্‌ছেন—আমার কোলে একটু স্থির হয়ে ঘুমও দেখি—ঝি প্রদীপটেয় একটু তেল এনেদে মাকে যেন এ কথা কিছু বলিসনে। (ঝির প্রস্থান)

শশি। চল দিদি ছাদের উপর যাই—তিনি ছাতি ঘুরুতে ঘুরুতে আস্‌ছেন আমি দেখিগে।

নিরোদ। বোন্ রাত্রি হয়েছে তাতে আবার দেব্‌তা ঘোর করে এসেছে—মেঘের ডাক ত শুন্‌তে পাচ্চ এখন আমার কোলে একটু ঘুমোও দাদা এলেন বলে।

শশি। সৈয়ের স্বামী ত তাঁর সঙ্গে আছেন, তবে সে স্বপ্ন—

ঝির প্রবেশ ও প্রদীপে তৈল দেওন)

ওকে এল-তিনি—

নিরোদ। ও, ঝি।

শশি। দিদি আমার প্রাণের ভিতর যে কচ্চে---যদি বুকচিরে দেখাবার হতো—তোকে দেখাতাম। মনে কচ্চি মনকে বুঝিয়ে রাখি--পাচ্চিনে যে দিদি---যতই রাত্র হচ্ছে ততই আমার মহাপ্রাণী যে হু হু কচ্চে দিদি ভোর বেলার স্বপ্ন—

নির। ওকি! বল্‌তে বল্‌তে স্থির চোকে আমার মুখে কি দেখ্‌চো-ও বৌ-বৌ-ওমা বৌ এমন করেন কেন।

শশি। দিদি তুই অমন কর্চ্চিস্ কেন আমি মনে মনে ভাব্‌ছিলাম ঐ মশাটা যদি আমার গালের উপর বসে তবে তিনি আস্‌বেন।

নিৱ। তা বসেছে ত ?

শশি। যখন নাকারে কাছে এলো নিশ্বাস বন্ধ কল্লেম, তার পর [গণ্ডদেশ দেখাইয়া) এই স্থানটায় বস্‌তে বস্‌তে উড়ে গেল।

নিৱ। তা বোন্‌ ও বসারই মধ্যে...

শশী। জদীশ্বর অবশ্যাই তাঁর মঙ্গল কর্ব্বেন আমি কুখানা ভাবি কেন

দীনবন্ধু দয়াময় দেখ নাথ চেয়ে,
জনম দুঃখিনী তোমা ডাকিতেছে আজি।
কেন দাও হেন মতি, যিনি মম প্রাণ পতি,
তাঁর অমঙ্গল গাই ভবনে বিরাজি,
মরিতেছি কেন নাথ মনস্তাপে নেয়ে।

এস নাথ কৃপা করি দুঃখিনী হৃদয়ে,
ঘুচাও এ মনস্তাপ অমঙ্গল রব।
অঘোর ঘুমের ঘোরে, কেন বা দেখালে মোরে,
নিশা অবসানে নাথ! নাথ অবয়ব!
শিবময় শিব কর মরিতেছি ভয়ে।

অন্তর যাতনা মোর কহিবার নয়,
কহিতে সে কথা পিতা ফেটে যায় বুক—
জান তুমি অন্তর্যামী, ওহে জগতের স্বামী,
তুমি বিনা কে বুঝিবে দুঃখিনীর দুঃখ,
কেন নাথ হুহু করি পুড়িছে হৃদয়।

কেন পিতা দাও দুঃখ অবলার মনে

কি বা অপরাধ দাসী, করিল চরণে
ধূ ধূ করি জ্বলে প্রাণ, নাহি হয় নিরবাণ,
এত করে বোঝালেম বোঝে না যে মনে,
জগত জীবন পিতা চাবে না নয়নে ?

(দীর্ঘ নিশ্বাস) প্রাণ যায় যাক্ প্রাণ কি কাজ রাখিয়া
স্মরিতে সে কথা পিতা—পাষাণীর মন—
নিশ্চয় পাষাণ দিয়ে, বেধেছি এ পাপ হিয়ে,
নতুবা এ দেহে কেন, রয়েছে জীবন
নির্গত হলো না তাঁর অশিব দেখিয়া—

(রোদন) ও মা আমার কি হলো, কেন পোড়া আখি
অশিব বারতা দিতে নাচে ঘনে ঘনে
না জানি কিসের তরে, প্রাণ যে কেমন করে,
অবশ হইছে অঙ্গ, কাপিয়া সঘনে
মুদিব জনম শোধ বুঝি দিদি আখি।

নিরো। বৌ তুই কাঁদিস্‌নে তোর চোখে জল দেখে আমার প্রাণ ফেটে যচ্চে (নয়ন জল রোধ করিয়া)—দাদা এলেন বলে।

শশি। না দিদি মন আন চান কচ্চে। মশাটা বস্‌তে বস্‌তে উড়ে—

নিরো। তা বোন্ ও বসারই মধ্যে। তুমি ত এসব কিছু বিশ্বাস কর না—

শশি। আমি বিশ্বাস করি না তা আমি বেশ বুঝি—আমি যে মনকে বোঝাতে পাচ্চিনে দি—

(শশব্যস্তে বেণীর জননীর প্রবেশ)

বে, জ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) নিরোদ ! বৌ মা—অমন কচ্চেন কেন নিরোদ—মা আমার কি স্বপ্ন দেখেছেন নিরোদ।

নিরোদ। তুমি আবার এখানে কি কর্ত্তে এলে, যাও রা—

বে, জ। (ভঙ্গ স্বরে) মা—র চোকে জল কে—কেন নিরোদ ?

শশি। দিদি, মা—মা—(রোদন) মা অমন কচ্চেন কেন—দিদি আমার প্রাণ ফেটে গেল (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

বে, জ। ওমা—মা তুমি কি স্বপ্ন—

নির। আঃ !! তুমি যে জ্বালাতন করে মাল্লে—অমন কর ত আমি থুনো থুনি হয়ে মরবো।

শশি। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে সরোদনে) দিদি আমাকে যেন তি—তিনি ডা—ক—চেন—দিদি তো—তোর পা—পায় পড়ি আমাকে নিয়ে চ—চল আ—আমি যা—যাবো। ও মা—মা—মা (মূর্চ্ছিতা)

বে, জ। ওমা—মা—তু—তুঁ (পতন)

নিরোদ। ওমা—কি হলো কি হলো—(মুখে হস্ত দিয়া) বৌর দাঁতে যে খিল লেগেছে—ঝি ঝি শীগ্গির জাঁতি আন—মা তুমি অমন হয়ে পড়ে কেন——

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রমানাথ চৌধুরীর বৈঠকখানা

রমানাথ আসীন।

(ব্যাগ হস্তে বিশ্বনাথ ও রামদয়ালের প্রবেশ)

রমা। আজ কিছু হলো ?

বিশ্ব। হয়েছে—কিন্তু বড় ভয় হচ্চে।

রমা। কেন কেন, ও কথা বল্লে যে—কি হলো কি হলো ?

রাম। আর বাবা আজ দুবেটা বয়াটের হাতে পড়েছিলাম আমার নাকে এমন এক লাথি মেরেছে আমি মর্ত্তে মর্ত্তে বেঁচে গিয়েছি। মাথাটা ত থেত করে দিয়েছে এমন কর্ম্ম আর করা হবে না।

রমা। তা হোক্---ও ভাল হলে কিছু থাক্‌বে না---তাদের নিকেশ করেছ ত ?

বিশ্ব। এক বেটাকে মেরে আর এক বেটাকে—

রাম। আগে ভাবলাম ধোমক ধামক দিয়ে---আর এমন করেই থাকি তা যে রুকে উঠ্‌লো।

রমা। হাতে ও ব্যাগ না কি--হা আমার অদেষ্ট সর্ব্বনাশ করেছ বাবা সকল। (রোদন স্বরে চক্ষু আবরণ)

রাম। কেন বাবা ব্যাগ দেখে অমন কচ্চ কেন

রমা। ও বাবা ও অবলাকান্তের ব্যাগ বাবা---

বিশ্ব। (সরোষে) অবলাকান্তের ব্যাগ তুমি কেমন করে জান্‌লে ? এমন ব্যাগ ত কত এনেছি।

রমা। তুই কি আস্তে কথা বল্‌তে পারিস নে।

বিশ্ব। (সরোষে) কি আস্তে বল্‌বো—আস্তে বল্‌বো কি এমনই আর কি চোরের দায় ধরা পড়েছি।

রমা। অমন করিস ত আমি আত্মঘাতি হয়ে মর্‌বো।

বিশ্ব। (ধীরে ধীরে) অবলাকান্তের ব্যাগ তুমি কেমন করে জান্‌লে ?

রমা। আর বাবা আমি কি আগে জান্তেম ও অবলাকান্তের ব্যাগ—সে এইমাত্র বাড়ীর ভিতর গেল।

রাম। বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত সে ত এখানে আসে নি কেমন করে বাড়ী চিন্‌লে ?

রমা। হানিপ্‌, সেরাজ আর খাতের তাকে সঙ্গে করে আনে।

বিশ্ব। ও শালার সঙ্গে বে—বে--যে শালা আস্‌ছিল তাকে মেরে ব্যাগ হাতে কর্ত্তে যাচ্চি এমন সময় কটা লোক দক্ষিণ দিক দিয়ে,—মার, মার কর্ত্তে কর্ত্তে আলো নিয়ে ছুটেছে দেখ্‌লাম, সে হয় ত ঐ বেটারা

রমা। আহা ! (জিবকাটন) তা--সে তাকে--ফেলে দিয়ে এয়েছিস্‌ত ?

বিশ্ব। না বাবা ঐ কাজটী হয় নি. ঐ বেটাদের গলার আওয়াজ শুনেই ত পালিয়ে এলাম।

রম। আমি সে জন্য তত ভাব্‌চি নে--আমি যা ভাবচি তোরা বুঝ্‌বি কি। (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

বিশ্ব। সেকি আমাদের দেখে চিন্তে পারবে আমরা যে কালি মেখে গিয়েছিলাম।

রমা। চিন্তে পার্ব্বে কেন ?

রাম। সে কি বলেছে।

রমা। তার সকল কথা কি আমি শুনেছি, সে যে চীৎকার করে কথা বল্‌তে লাগ্‌ল আমার মনে ভয় হলো--নানা রমক সন্দেহ হলো-তা সে সন্দেহ করেছি তাই—

বিশ্ব। কি বল্‌বে বল অমন আম্‌চা আম্‌চা কথা ব লনা।

রমা। সে যখন এলো আমি চোকে এত ঝাপ্‌সা দেখি তবু দেখ-লাম তার চোক দিয়ে যেন আগুনের ফ্‌ক্কী বেরুচ্চে আমাকে বল্লে 'আপ-নাদের গ্রামে এরূপ দস্যুর ভয় আমাকে আগে জানান নাই কেন---আমি এসেছি এখন দস্যু কেমন করে নিপাত হয় দেখ্‌ুন'। আরো কত কথা বল্লে তা কি আমার মনে আছে। তার চোক মুখ গরম দেখে তার রোকের কথা শুনে আমি বল্লাম বাড়ীর ভিতর যাও ঠাণ্ডাহলে সকল কথা শুন্‌বো।

রাম। তার চোক মুখ গরম দেখে তুমি ভুল্লে কেন?

রম। ব্যস্ত কি সেত বাড়ীতেই আছে।

বিশ্ব। বাবা আমি এ ভাল লক্ষণ দেখ্‌চিনে--পাছে আমাদের হাতে দড়া পড়ে, যারে মেরে ফেলে এলাম হয় ত তা সুদ্ধ ধরাপড়্‌তে হবে।

রম। বিশ্বনাথ, আমি ত তাই ভাব্‌ছি।

রাম। সে ত আমাদের হাতেই আছে--তবে আর ভাবনা কি।

বিশ্ব। হাতে আছে বলেই ত ভাব্‌না।

রাম। তার আর ভাবনা কি হাতে আছে মেরে ফেল্লেই পারি।

রম। সে কি কথা, আমার সাক্ষাতে অমন কথা বল না।

রাম। বাবা তুমি ত একজন বহুদর্শী। বিবেচনা করে দেখ দেখি--আমরা বেঁচে আছি তাইতে খেয়ে বাঁচ্চো। এতবড় সংসারটা---

রমা। তা সত্য তবে আমার কাছে তোমরাও যা, ওও তাই।

রাম। তবু আমরা তোমার ঔরষে জন্মেছি, ও তোমার জামাই, পরের ছেলে। আম---

রমা। রামদয়াল তুমি যা বল্‌চো ঠিক কথাই বল্‌চো তবে কি না মনোরমার মুখ পানেও ত তাকাতে হয়।

রাম। মনোরমা বিধবা হবে তাই ভাব্‌ছো। এখন ক্যারের মেয়েরা বিধবা হয়েও গহনা গায় দেয়। মাছ ভাত খায়--ও আমাদের সংসারে থেকে সকলের উপর প্রভুত্ব কর্ব্বে---রাঁড় হয়ে সধবার মত থাক্‌বে।

বিশ্ব। মনোরমাও আমাদের খুব ভাল বাসে--সে এসে পর্য্যন্ত এক দিন উচ্চ কথা বলেনি।

রমা। রামদয়াল দশখানা গহনা অঙ্গে দিলে, কি মাছ খেলে বিধবা লোক সধবা হয়। আহা! মা আমার সতীলক্ষী (চক্ষু আবরণ)

বিশ্ব। দাদা আমারও মনোরমার জন্যে অবলাকে মার্ত্তে ইচ্ছাকরে না

রাম। তোমরা আখের ভেবে কোন কাজ কর না, তাই অমন কথা বল্‌চো। এক মনোরমার জন্যে একেবারে জন্মের শোধ যাই তা--

রমা। রামদয়াল তাই ভেবেই ত আমি অকূল সাগরে ভাস্‌ছি।

রাম। তা আর ভাবা ভাবি কি কোন কাজ্‌টা কল্লে শেষ রক্ষে হয় তাইত দেখ্‌তে হবে। জামাই পরের ছেলে আজ আছে কাল নেই। ভালরূপ খাওয়া না দিতে পাল্লেই নিন্দে। এত কাল বিয়ে হয়েছে। বল দেখি তোমাকে ক কড়া দিয়ে উদ্দেশ করেছে। আমরা দুভাই বেঁচে আছি বলে তোমার এত জোর, আমরা মলে তোমার গতি কি হতো আমরা এই বিপদে পড়েছি তুমি মনোরমার গতি কি হবে ভেবে কান্দে লাগ্‌লে। আমরা ত ভেসে আসিনি, তোমারই ঔরষে ত জন্মেছি। তোমার এই বয়েস, এত ক্লেশ সহ্য করেও তোমাকে পালন কচ্চি সংসারের কোন দায়ে তোমার ঠেক্‌তে হচ্চে না। আমাদের মত অবস্থার লোক কত না খেয়ে মরেছে আমাদের সংসারে কেহ কি কখন কোন দ্রব্যের জন্য ক্লেশ পেয়েছে?

রমা। রামদয়াল তুমি যথার্থ কথাই বল্‌চো তবে আমি পিতা হয়ে কেমন করে তোমাদের মতে মত দেই তোমাদের গর্ভধারিণীকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তার মত হয় তবে আমার কোন আপত্য নাই।

রাম। ও শালার নাকে আমি আগে একটী কিল মার্‌বো তার পর যা তুই করিস্‌।

রমা। বাবা সকল আমার সাক্ষাতে অমন কথা বল না।

বিশ্ব। মার মত হলে ত হবে?

রাম। বাবার কথার ভাব বুঝিস্‌নে? চল কাপড় ছেড়ে মায়ের কাছে যেমন করে হোক তাঁর মত কর্ত্তে হবে।

(সকলের প্রস্থান।

———o———

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রন্ধনশালা, ক্ষেমঙ্করী ও
মনোরমা আসীনা।

ক্ষেম। এদের কি আর দেখা হয় না। গিয়েছেও ত এখন না। লোকে বলে গঞ্জনা দাও,--সাধে গঞ্জনা দেই, কেও কথার বশ নয়। মা তুমি দুধ্‌টো উৎলুলে আস্তে আস্তে নেড় আমি বাবাকে দেখে আসি। (প্রস্থান।

মনো। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নাথ এমন বিপদে পড়েছিলেন! সেই জন্যই আমার প্রাণ এত অস্থির হয়েছিল। তা যাক এখন যে প্রাণে প্রাণে এসেছেন, এই আমার বহু পুণ্যের জোর; পাড়াগাঁয়ে কখন আসেন নাই দেখেছেন কি না সন্দেহ, এত বন এত জঙ্গল ভেঙ্গে যে প্রাণে প্রাণে এসেছেন আমার পরম সৌভাগ্য। সৈয়ের স্বামী ত নাথ কে সঙ্গে করে আনেন বনের মধ্যে এঁসে তাঁর কথা বল্লেন না--শান্তমণির দ্বারা জিজ্ঞাসা কল্লে ভাল কর্ত্তেম। উঃ যখন বাড়ীর ভিতর এলেন তখন মুখ রক্তবর্ণ আবারনয়ন দুটী যেন জলে ভাসছে; তা ভাসুক; যে বিপদে পড়েছিলেন চোক্‌ছল ছল কর্ব্বে, আশ্চর্য্য কি। সৈ স্বপ্নের কথা বল্‌তে বল্‌তে বলে না--

(হরিদাসীর প্রবেশ।)

হরি। ঠাকুরঝী ঠাকুরঝী বড় মজা হয়েছে।

মনো। কি!

হরি। তোর মুখ আজ এত মলিন কেন ঠাকুরঝী। এত দিন ঠাকুর-

জামাইকে না দেখে পাগল হয়েছিলি, আজ তিনি এলেন আবার পথে এমন বিপদে পড়েছিলেন, কোথায় আমোদ কর্ব্বি, তোর মুখে সুখের হাসি দেখবো বলে তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম--না তুই মুখ ভারি করে বসে থাকলি।

মনো। তিনি কি কচ্চেন ?

হরি। তুই ভাই আগে একটু হাস আমি দেখি, পরে বলচি। তোর এমন বিরস মুখ আমি ত আর কখনো দেখিনি দিদি। তোর পায় পড়ি অমন মুখ ভার করে থাকিস্‌নে।

মনো। বোন আজ আমার পরম সৌভাগ্য অনেক পুণ্যের জোর যে নাথকে আমি জীবিত পেয়েছি (রোদন) তবু যে কেন কাঁদি বোন আমি বুঝতে পারিনে ; প্রাণের মধ্যে যেন হু হু কচ্চে। সৈয়ের স্বামী ত নাথকে সঙ্গে করে আনেন। তাঁর কথা বলতে বলতে আর বল্লেন না কেন ?

হরি। তিনি বাড়ী গিয়েছেন--তুমি এলে আমরা সকল কথা জিজ্ঞাসা কল্লাম কি না।

মনো। সত্য বল্‌ছিস্‌ ত ?

হরি। আমি মিথ্যে কথা বলিনে।

মনো। তোরা ত দিব্বি করিস্‌ আমার গায় হাত দিয়ে বল দেখি--

হরি। কেন ভাই, এবার যে অন্যায় কথা বল্লে। দিব্বি করা দেখে তুমি কত দিন কত কথা বলেছ--সেই পর্য্যন্ত আমাকে দিব্বি কর্ত্তে শুনেছ।

মনো। থাক্‌ ওকথায় আর কাজ নাই তুই কি বল্‌ছিলি বল্‌।

হরি। ঠাকুর জামাই তক্তপোষের উপর বসে আছেন। শান্ত কাদু নিচেয় বসে গল্প কচ্চে আমরা জান্‌লা দিয়ে উঁকি মাচ্চি; আমি বল্লাম দিদি চলনা কেন যাই। তিনি আম্‌চা আম্‌চা করে গেলেন আমি তাঁর পেচনে পেচনে গেলাম। আমাকে দেখেই বল্লেন--" আপনার নাম কি "?

মনো। তুমি কি বল্লে ,, ?

হরি। আমি বল্লাম " আমার নামে তোমার কাম কি ', শুনেই হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

মনো। (সহাস্যে) তবে বুঝি সে স্বপ্ন খাটে।

হরি। কোন স্বপ্ন !

মনো। যে স্বপ্নের কথা পত্রে লিখি।

হরি। তার পর দিদি বল্লে পেচন দিক্‌দিয়ে গিয়ে কান মলে দে---

মনো। ঐ রূপ ঠাট্টা ভিন্ন এখানকার লোক আর কি ঠাট্টা জানে ?

ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ।

ক্ষেম। (সরোষে) ওখানে গিয়ে অমন করে হাস্‌ছিলি কেন,--- লজ্জা নেই সরম নেই---

হরি। আর ত কেউনা তোমারই জামাই। (প্রস্থান)

(ক্ষেমঙ্করীর দুগ্ধ ঘোটন)

(চিন্তাকুলা মনোরমা পার্শ্বৈক দেশে উপবিষ্টা)

রামদয়াল ও বিশ্বনাথের প্রবেশ।

রাম। মা আজ বড় বিপদে পড়েছি, মা কিছুতেই অব্যাহতি নেই। তুমি না রক্ষে কল্লে জন্মের মত যাই মা (রোদনস্বরে চক্ষু আবরণ)

বিশ্ব। মা তোমার পায় পড়ি মা কখন অমত করনা মা (পদে মস্তকলুণ্ঠন)

ক্ষে। কি হয়েছে আগে বল—তোদের মুখ দেখে আমি ত ভাল লক্ষণ দেখিনে॥

বিশ্ব। মা দেখ্‌ছো কি, কাল আমাদের হাতে দড়া পড়বে মা—কাল আমাদের ফাঁষিকাটে ঝুল্‌তে হবে মা—(রোদস্বরে চক্ষু আবরণ)

ক্ষে। বাবা তোদের কথা শুনেই যে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছে ভেঙ্গে চুরেই বল।

রাম। মা এত কথা বলাগেল তবু বুঝতে পাল্লে না, হা আমার কপাল (মস্তকে করাঘাৎ)

ক্ষে! অমন করে আমার মাথা খেওনা কি হয়েছে বল।

রাম। মা আজ কতকগুল ডাকাতের দলে পড়ে এক বেটারে মেরে ফেলা হয়েছে। গাঁয়ের লোক যেমন কিছু হলে আমাদের বদনাম দেয়—যে পাল্‌য়েছে সে তোমার জামাই তাকে তারা চাচ্চে—না দিলে আমাদের কাটবে মা—

ক্ষেম। (সচকিতে) আঁ—আঁ কি—কি কি বল্লি। আহা—হা! কেমন করে আমার কাছে এ দারুণ কথা বল্লি—কি অশুভক্ষণে তোদের পেটে স্থান দিয়ে ছিলাম আমি কেন তোদের মা হয়ে ছিলাম। আমি (বক্ষে করাঘাত) খুন খুনী হয়ে মরি, খুন খুনী হয়ে মরি,

(বিশ্বনাথ কর্ত্তৃক হস্তধৃত)

রাম। মা তুমি অবুঝ হলে চল্‌বে কেন। আমারা তোমার পেটের ছেলে, সে জামাই। মনোরমার জন্য যা দুঃখ—আমরা বল্‌ছি সে কোন ক্লেশ পাবে না মা তুমি একবার বল।

বিশ্ব। মা তোমার মত হলেই বাবার মত হয়।

রাম। মনোরমার কেবল স্বামী যাবে আর সকলই ত থাক্‌বে, সধবার মত বেড়াবে—বৌদের উপর কর্ত্তৃত্ব কর্ব্বে— (মনোরমার নিঃশব্দে শয়ন)

বিশ্ব। মা জামাই পরের ছেলে—আজ আছে কাল নেই—ওকে মাল্লে কি হবে।

ক্ষেম। ওমা বুক যে ফেটে গেল মা—ওমা আমি কেন তোমাকে এখানে আন্‌লাম,—কেন বাবা তুমি এখানে এলে—হা শক্ররো তোদের মনে এই ছিল—আমার সাক্ষাতে ও কথা আর বলিস্‌নে তোদের যা খুসী করগে,—তোদের মুখ আর দেখ্‌বো না—এ সংসারে আর থাকবো না-হা কপাল (মস্তকে করাঘাত) হা অদেষ্ট।

রাম। (ধীরে ধীরে) মার কথার ভাব বুঝেছিস্?

বিশ্ব। বাবাও ঐরকম আগে করেছিল।

রাম। (ধীরে ধীরে) তবে চল (গমন) একি ! মনোরমা এখানে ! !

উভয়ের প্রস্থান

মনো। (কাঁদিতে কাঁদিতে) মা তোমার মনে এই ছিল—দুঃখিনীর মুখ পানে একবার চাইলে না মা,—ছেলেদের, কি কথায় কি উত্তর দিলে—একবার ভেবে দেখলে না মা—আমি, মেয়ে বলে অনাদরের পাত্রী—কিন্তু মা সে ত তোমার কাছে না—। তুমি ত আমাকেও ঐ পেটে স্থান দিয়েছ—আমিও ত তোমার ঐ পেটেই জন্মেছি—মা, মায়ের কাজ কি এই হলো মা—আমার সর্ব্বস্বধনকে প্রাণে মার্ত্তে গেল— যাবার সময় বলে গেল—তুমি বারণ কল্লে না। আমার যে বুক ফেটে গেল মা। মা তুমি কি আমাকে দশমাস দশ দিন গর্ভে স্থান দাও নাই,—আমার গর্ভের যাতনা কি তোমার যতনা বোধ হয় নাই মা,—এক নিমিষে কি সমুদয় ভুলে গেলে মা ? মা তোমাকে আর মা বল্‌বো না—দারুণ দুঃখের সময় যে মা কথাটী উচ্চারণ কল্লে সকল দুঃখ দূরে যায়,—তুমি সেই মা হয়ে দুঃখিনীকে অকুল সাগরে ভাষালে। আহা হা ! কি সর্ব্বনাশ হলো ২। আমি কেন তোমাদের দেখ্‌বের জন্য এত অস্থির হয়ে ছিলেম,--কেন তাঁকে এখানে--এ পাপ পুরীতে আস্‌তে পত্র লিখ্‌লেম—ওমা বুক যে ফেটে গেল মা। জগদীশ ! কি করিলে ! তুমি কেন এমন করিলে পিতা ! গা যে কাঁপছে—প্রাণ যে বিয়োগ হলো। নাথ, এস, এস,—লও--লও--দুঃখিনীকে ধর,—আমার সংসারে কেহ নাই আমি তোমার নিকট যাই—এ পাপ কর্ণে—যে সকল কথা প্রবেশ করেছে পিতা আমি এখন জীবন রেখেছি কেন। মা যাও—যাও তোমার ছেলেদের বল,—একবার তাঁকে যেন আমাকে দেখ্‌য়ে মারে—আমি দেখে মরবো। দয়াময় তামার দয়ার কি এই পরিণাম। যদি নাথ তোমার মনে এতই ছিল,—পথে সেই ভয়ঙ্কর বিপদ হতে কেন তাঁকে উদ্ধার করিলে—কেন না

সেখানে তাঁর জীবন সংহার করিলে !! নাথ আমার চোখের উ—উ—প—প—পর [কণ্ঠরোধ) (ক্ষেমঙ্করীর ক্রন্দন)

নেপথ্যে। বাবা সকল দিকে দিষ্টি রেখে কর্ম্মকরে, ভাগ্যে সাবধান করে দিলে,—তা'ও ওখানে ছিল আগে দেখিনি।

নেপথ্যে। আমিও দেখ্‌তে পাইনি। ও ত তেমন মেয়েনয় লেখা পড়া জানে,--আমরা ওর স্বামীকে মার্‌বো ও কি চুপ করে থাক্‌বে, এখন ওর মত---(ভ্রাতৃদ্বয়ের পুঃপ্রবেশ)।

রাম। মা,এখনও কাঁদ্‌ছো--মনোরমা শুয়ে রয়েচেন কেন ?

বিশ্ব। মনোরমার কিছুতেই অমত হবে না, আমরা হলাম ওর ভাই, আমরা মর্‌বো ও কি চোকে দেখে থাক্‌তে পারবে !

রাম। মনোরমা তুমি ত সকই শুনেছ। দেখ আমাদের জন্য বুড় মা বাপ্‌ আজো বেঁচে আছেন---এত বড় সংসারটা চলে যাচ্চে--কোন রকমে কষ্ট হচ্চে না। আমরা মলে সংসারটী উচ্ছন্ন যাবে--মা বাপ্‌ না খেয়ে মর্‌বেন। প্রাণ দিয়েও যদি মা বাপের হিত করা যায়, ছেলে কি মেয়ের তাও করা কর্ত্তব্য। আমরা তোমার ভাই, না বুঝে এক কাজ করেছি—আমরা মরি ক্ষেতি নাই,--মা বাপ্‌ না খেয়ে মর্ব্বেন। অবলাকান্তকে মাল্লে সকল দিক বজায় থাকে। তুমি বিধবা হবে,—তাতে দুঃখ কি—তুমি এখানেই থেকে সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব কর্ব্বে—যখন যা চাবে তাই এনে দেব। নামে মাত্র বিধবা হয়ে থাক্‌বে—সধবার মত কাজ কর্ব্বে। তাকে না মাল্লে কারো অব্যাহতি নেই—সে তেমন ছেলে নয় কালই গ্রাম রাষ্ট্র করে দেবে আমাদেরই লোকে আগে ধর্‌বে—তখন ফাঁসিকাঠে ঝুল্‌বো—আর বুড়ো মা বাপ না খেয়ে মর্ব্বে।

বিশ্ব। দাদা যা বল্‌ছেন—মনোরমা ভেবে দেখ ঠিক কথা বল্‌চেন।

রাম। মনোরমা তুমি কোন কথা বল্‌চো না কেন—মা দেখ দেখি মনোরমা ঘুমিয়ে আছেন বুঝি।

মনো। (অতি কষ্টে) না।

রাম। মনোরমা যা বলেচি সব শুনেচ? আমরা তোমার ভাই আমরা ফাঁসিকাঠে ঝুল্‌বো কখনই সহ্য কর্ত্তে পার্‌বে না। তুমি এখানে যাতে সুখে থাক আমরা তাই কর্‌বো।

মনো। (অতি কষ্টে) চিন্তা কি।

বিশ্ব। মনোরমার মত মেয়ে কি আর হবে। স্বামীই বল, শ্বশুরই বল, মা, বাপ, ভাই বোনের কাছে কেউ না।

(উভয়ের প্রস্থান।

মনো। (মুখে বস্ত্র পুরিয়া রোদন)

ক্ষেম। (রোদন)

নেপথ্যে। তা বাবা ঠিক্ বলেছেন,—ওর যদি মত হয়ে থাকে—ও নিশ্চয়ই নিজ হাতে মার্‌বে,—তা হলে কখনই প্রকাশ কর্ত্তে পার্ব্বে না। তা হবে না, আমাদের কত ভালবাসে—হাজার হোক্ ভাই।

(ভ্রাতৃ দ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

রাম। মনোরমা তুমি যে আমাদের দুঃখ বোঝ আমরা তা বেশ টের পাচ্চি—এ কর্ম্ম তোমার দ্বারাই হলে ভাল হয়—আমাদের চিন্তার কারণ কিছুই থাকে না। যখন শুতে যাবে—তোমাকে একখানি ছোরা দিয়ে যাব,—সে ঘুমুলেই তাকে কেটে ফেল!

মনো। (অতি কষ্টে) ভা—ল।

রাম। রাত্র তিন প্রহরের মধ্য এ কর্ম্ম কর্ত্তে চাও,—রাত্রের মধ্যে আমরা তাকে পুতে রেখে আস্‌তে চাই।

বিশ্ব। আমরা গিয়ে যদি দেখি আছে, তবে দুজনকেই কেটে ফেল্‌বো।

চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রামপুর, মনোরমার শয়নগৃহ।

অবলাকান্তের প্রবেশ।

অবলা। বেণী কি বাঁচ্‌বে নিশ্চয়ই বাঁচ্‌বে? তাঁর সম্বন্ধি যেরূপ বল্লেন তাতে কোন অমঙ্গল হবে না। ভাগ্যে সেই চীৎকার শব্দ শুনে চাষা ক জন ছুটে এসেছিল,—নতুবা আমিও মর্ত্তুম বেণীরও জীবনের আশা থাক্‌তো না। যে লাঠী মেরেছে মাথা ফাটে নাই তাই রক্ষে। বেণীর স্ত্রীও আবার একটী রত্ন বিশেষ—আমার মনোরমার সই। প্রিয়ে বেণীর কথা বলতে বলতে বলি নাই তা হলে তুমি কাঁদবে। তোমার হাসি মুখ দেখবের জন্যই আমার এত ক্লেশ, বেণীর কথা বলে তোমার মন ক্ষুণ্ণ আগেই কেন করি। উঃ! আজ কি ভয়ঙ্কর বিপদ হতে উত্তীর্ণ হয়েছি—মনোরমার সহিত যে আর দেখা হবে এমন আশা ছিল না। শনিবার বলে মা আসতে বারণ কল্লেন আমি তাঁর কথা শুন্‌লুম না—গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘনের হাতে হাতে ফল। মনোরমে তুমি কত পুণ্য করেছিলে যে আজ তোমার প্রাণ পতিকে জীবিত পেয়েছ! তুমি এখনও আসচো না কেন? (দ্বার দেশে আসিয়া উকি মারণ) কৈ কাকেও ত দেখি না। (শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া) মনে করেছিলুম বেণীকে দেখে আস্‌বো—তা কেমন করে যাই। আসবার সময় বিপিন বাবু বল্লেন, আজ থাকলে ভাল হতো,—তিনি আমার মনের অবস্থা জান্‌লে কখনই এ কথা বলতেন না। বেণীর জীবনের কোন ভয় নাই বল্লেন সেই জন্যই আমি এলুম। প্রিয়তমার সহিত দেখা হলেই যে হয় আমি একবার বেণীকে দেখে আসি—

মন! আশ্বস্ত হও—চিন্তা কি—মনোরমা এলেন বলে। (পুনরায় দ্বার-দেশে গমন ও পুনরায় শয্যায় উপবিষ্ট)। মন এত চঞ্চল হয় কেন মনোরমা—এস—এস শীঘ্র এস আর দেরী কর না। মন আমার এত চঞ্চল! দূর হোক দ্বারের দিকে এক দৃষ্টে তাক্‌য়ে থাকি মনোরমা হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌বেন আমি দেখ্‌বো—কৈ প্রিয়ে এখনও এলে না। (চিন্তা)।

(অবগুণ্ঠনাবৃত মুখী মনোরমার প্রবেশ
ও শয্যার পার্শ্বদেশে উপবেশন)

একি!! মনোরমা তোমার চাঁদ মুখে হাসি দেখ্‌বো বলে দ্বারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি—প্রিয়ে এরূপ মৌন ভাবে কেন এলে—অব-গুণ্ঠনেই বা কেন বদন ঢাকিয়া বসিলে! প্রাণ আমি তোমাকে বিষণ্ণমুখে বিদায় দিয়েছিলুম, তুমি সেই কথা আমাকে কত বার লিখেছ—কতবার আমাকে তিরস্কার করেছ ---প্রিয়ে। আর মৌনভাবে থেক না, আমার অন্তর্যাতনায় আর আহুতি দিও না। তোমার হাসি মুখ ধ্যান করে কত দুঃখ পেয়েছি,--প্রাণ একবার হাসি মুখে কটাক্ষ কর--নিকটে এসে বিরহা-নল আর প্রজ্জলিত কর না। পথে যে বিপদে পড়েছিলুম—বোধ হয় সমুদয় শুনেছ, মনোরমা তবে কেন এত নির্দ্দয় হলে---এ দাস তোমার নিকট এত কি অপরাধ করিল। (গাত্রে হস্ত দিয়া রোদন স্বরে) মনো-রমা তুমি লিখেছিলে---তোমার এই কোমল হাতে লিখেছিলে--নাথ এস, দাসী তোমা বিহনে কাঙ্গালিনী প্রাণ এ কথার কি এই পরিণাম? (অবগুণ্ঠন মধ্যে বদন নিরীক্ষণ করিয়া) প্রাণ তুমি কাঁদ কেন? নয়ন দ্বয় হতে বাষ্পবারি নিঃশব্দেই বা বিগলিত হয় কেন? তোমাকে এরূপ অবস্থায় দেখে মন যে আরও চঞ্চল হলো। মনোরমা, আমি তোমার নিকট এত কি অপরাধ করিলাম যদি অপরাধই করে থাকি তবে তোমার এ সময় ক্রন্দন ত উচিত নয় মনোরমা। এই দারুণ বিচ্ছেদের পর এমন

ভয়ঙ্কর মারাত্মক বিপদ হতে উত্তীর্ণ হইলাম, তুমি আমাকে জীবিত পাইয়া আমার মুখ দেখিয়া কোথায় জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে না অবগুণ্ঠনে বদন ঢাদিয়া কাঁদিতে লাগিলে। চাও চাও প্রাণ একবার চাও মন বড় ব্যাকুল হলো বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হলো। প্রিয়ে তোমার এরূপ মৌনভাব ত আমি কখন দেখি নাই। প্রাণ অবগুণ্ঠন খোল আমি তোমার চাঁদ মুখ দেখি, আর কেঁদনা আমার প্রাণ বিয়োগ হলো। মনোরমা আমি ত তোমার প্রাণ—আমার ক্লেশে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে মনোরমা (রোদন)। প্রিয়তমে হৃদয়ে কি পাষাণ বাঁধিলে এত করে বলিলাম, এত করে কাঁদিলাম, তোমার মনে কিছুমাত্র দয়া হলো না? প্রাণ আর দুঃখদিও না আমি বড় দুঃখ পেয়েছি। (চক্ষু আবরণ)।

মনো। (কাঁদিতে কাঁদিতে সহসা ছুরিকা বাহির করিয়া)—নাথ আমাকে কাট—কাট আগে কেটে ফেল—আমি আর তোমার প্রাণ নই—

অব। (সচকিতে)—এ—এ—এ-এ—কি—কি প্রিয়ে!!

মনো। (কাঁদিতে কাঁদিতে) নাথ তোমার নিজ হস্তে আমার বক্ষঃস্থলে এই ছুরিকা বসাও, বসাও আগে বসাও, আমি পরে তোমাকে সমুদায় কথা বলচি।

অব। (স্থির দৃষ্টিতে বদন নিরীক্ষণ করিয়া)।

মনোরমা। তুমি অমন কচ্চো কেন? এককালীন উন্মাদিনী।

মনোরা। আমি উম্মাদিনী নই নাথ আমি উন্মাদিনি নই আমি তোমার মুখ দেখে মরবো বলে এ পাষাণময় দেহে এখনও জীবন রেখেছি, নতুবা য--য--খন সে কথা এ পাপ কর্ণে প্রবেশ করিল তখনি প্রাণ বিয়োগ হতেছিল কেবল তোমার মুখ দেখে মরবো বলে মরি নাই। এখন তোমাকে দেখিলাম আমার সকল আশা পূর্ণ হলো।

অব। মনোরমা কি কথা শুনিলে কি পাপ কথা তোমার কর্ণে গেল।

মনো। নাথ সে কথা পরে শুনবে। আগে এই ছুরিকা দিয়ে তোমার নিজ হাতে আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ কর কর, আগে কর। দাসী

যে জন্য এখন জীবিত আছে দুঃখিনীর সে আশা মিটিল জীবন সার্থক হলো চরিতার্থ হলেম। তুমি না মার মরিব, নিশ্চই মরিব তবে তোমার হাতে মলে---

অব। মনোরমা তবু উন্মাদিনীর ন্যায় বকিতে লাগিলে, কি কথা বলিলে না। বল, বল (মনোরমার হস্ত হইতে অসি গ্রহণ করিয়া) না বল এই অসি আমার বক্ষঃস্থলে বসাইলাম।

মনো। (শশব্যস্তে) কি কর কি কর নাথ---বলি, বলি। (ছুরিকা লইতে উদ্যত।

অব। তবু চুপ্ করে থাকিলে ? আজ "তোমাকে এ শোচনীয় ভীষণ বেশে কেন দেখিলাম মনোরমা (রোদন) পথের বিপদ হতে উত্তীর্ণ হয়ে ভাবিলাম এ যাত্রা বাঁচিলাম। এখন তোমার মুখ দেখে সে আশা নির্ম্মূল হয়েছে, কি হয়েছে বল, না বল আত্মঘাতি হই (কণ্ঠে অসি দিতে উদ্যত)

মনো। ও কি কর, কি কর বলি--বলি স্থি--স্থির হও (অসি ধারণ)

অব। বল, ক্ষান্ত হলে কেন বল।

মনো। নাথ কি বল্‌বো বল্‌তে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে নাথ---দাসীকে যদি আগে কেটে ফেল্‌তে--(রোদন)।

অব। বল্‌তে বল্‌তে চুপ্ কল্লে কেন মনোরমা ?

মনো। নাথ আমার অন্তর শুষ্ক হচ্চে, বল্‌তে যাচ্চি পাচ্চি না যে নাথ। পথে যে বিপদে পড়েছিলে সেই বিপদ এখানে। এ তোমার শ্বশুরবাড়ী নয়, যমালয়; এখানে তোমার কেহ নাই আমিও তোমার নই। যে দস্যুর হাত হতে ত্রাণ পেয়েছ সেই দস্যুর হাতে আমার মৃত্যু তো তো---(রোদন)।

অব। সেই দস্যুরা কি তোমার--

মনো। তারা আমার ভাই--নাথ আমি জান্‌লে কি তোমাকে--

অব। এই অসি কি তারাই তোমার হস্তে দিয়ে গেল ?

মনো হাঁ নাথ! নাথ তারা যে গেল সব কথা আমার কাছে বলেছে—তখনি প্রাণ বিয়োগ হতেছিল—কেবল তোমাকে দেখে মর বো বলে তখন মরি নাই।

অব। তোমার মা বাপ এ সকল বিষয় জানেন!

মনো নাথ তাঁদের অমত হলে কি—

অব। মনোরমা! যখন তোমার মা, বাপ, ভ্রাতা সকলে এক মত হয়ে আমাকে বিনাশ করিবার জন্য তোমার হস্তে এই অসি দিয়ে পাঠিয়েছেন--যখন তুমি তাহা হাতে করে এনেছ--এই অসি আমার বক্ষে বসাও আমি কিছু দুঃখ কর্ব্বো না।

মনো। (কাঁদিতে কাঁদিতে) নাথ ও শেল সম কথা আমার নিকট বল না আমি কত ক্লেশে এখনও এ পাপ দেহে জীবন রেখেছি তা অন্তর্যামীই জান্‌ছেন। যখন তারা মায়ের নিকট এসে তোমার--বি--বি--অমঙ্গলের কথা বল্লে, আমি কত ক্লেশে নয়ন জল রোধ করে ছিলুম--উচ্চৈঃস্বরে কাঁদি নাই--পাছে তোমার সহিত দেখা না হয়। এখন দেখিলাম। তুমি দাসীকে দ্বিখণ্ড কর। আমি এইরূপ ভাবে (মস্তকের বস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অবলাকান্তের বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে) আমি এইরূপ ভাবে তোমার সাক্ষাতে বসি--তোমার চাঁদমুখ দেখিতে থাকি--তুমি ঐ অসি দিয়ে আমাকে দ্বিখণ্ড করে ফেল। নাথ না হলে আমার ত্রাণ নাই। দুরন্তেরা এখনি এসে উভয়ের জীবন নাশ কোর্ব্বে--আমি কেমন করে--

অব। (ধীরে ধীরে) মনোরমা! (দীর্ঘনিশ্বাস) প্রাণ-প্রিয়ে--ক্ষান্ত হও সুস্থ হও। আমি চেষ্টা করিলেও--সেই ভীষণ মূর্ত্তিদিগের হস্ত হতে ত্রাণ নাই। যখন ভীরু, হীনবীর্য্য বঙ্গকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তখন এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হইতে উদ্ধারের আশা ক্ষণ কালের জন্য করি না। যদি ব্যায়াম শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইতাম,--যদি তৎকালে অসভ্যের কর্ম্ম--বলিয়া ব্যায়ামকে ঘৃণা না করিতাম--বীর পরাক্রমী পরকীয় ভাষা যদি কেবল মাত্র কণ্ঠস্থ না করিতাম যদি কার্য্যে তাহা শিখিতাম তা হলে দেখিতে---

মনোরমা এই শয্যায় বসিয়া স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে,--এই ক্ষুদ্র অসিদ্বারা দস্যু দলের শোণিতে গৃহ প্লাবিত করিতাম। মনোরমা আমি বলবীর্য্য হীন বাঙ্গালি কাপুরুষের মত মরিব দুঃখ নাই,--দুঃখ এই অধুনাতন যুবক বৃন্দ আমার এই ভীষণ অবস্থা জানিল না,--আমার এই আকস্মিক মৃত্যু তাহাদের ব্যায়াম শিক্ষার স্থানীয় হইল না। হে বাক্পটুতা প্রিয় বঙ্গ--কুল--তিলক ভ্রাতৃগণ,--তোমাদের অসার সুদীর্ঘ সুলোলিত বক্তৃতা একাপুরুষের কর্ণে আর প্রবেশ করিবে না,--কর্ণ কুহর আর পর্য্য-বসিত করিবে না,--আমি চলিলাম জনমের মত পৃথিবী হইতে চলিলাম। পর জগতে যদি ঈশ্বরের দেখা পাই, ঈশ্বর নামে আখ্যান করি, যদি এমন কেহ থাকেন, এ দুঃখের কান্না তাঁর নিকট কাঁদিব। কাঁদিয়া বলিব তিনি কেন আমাদের এমন কাপুরুষ করিলেন,--বাবু উপাধি গ্রহণ করিয়া ব্যায়ামকে অসভ্যের কর্ম্ম বলিয়া কেন ঘৃণা করি,--কেন তিনি আমাদের এই ঘৃণিত সভ্যতা লিখিতে মতি দেন। কি পরিতাপের বিষয়! দুরন্ত দস্যুরা গৃহে আসিয়া আমার মস্তক ছেদন করিবে,--প্রিয়তমা কে দ্বিখণ্ড করিবে,--আর আমি চুপ করিয়া থাকিব,--আমার জীবনে ধিক্! মনোরমা তোমার ভ্রাতার হস্তে কেন,---কাপুরুষের মৃত্যু এইরূপেই হোক্ (কণ্ঠে অসি উত্তোলন)।

মনো। (অসি গ্রহণোদ্যত) নাথ কি কর, কি কর, আত্মগ্লানি করে আমার মাথা খেও না।

অব। মনোরমে আমার অন্তরাগ্নি অন্তরেই জ্বলিতেছে অন্তরেই নিবি-তেছে। আত্মোদ্ধারে অক্ষম হইব সেজন্য দুঃখ করি না,--হীন-বল সুসভ্য বাবুর মৃত্যু এইরূপেই হয়, জগদীশ্বরের অভিপ্রেত--এবং আমার তাহাই প্রার্থনীয়। আমি ইচ্ছা করি আমার কাপুরুষবৎ--মৃত্যুর কথা সুসভ্য বাবুগণের কর্ণে উঠুক--তাঁরা বাবু শব্দভুলিয়া গিয়া--এখন অবধি আত্ম রক্ষণে যত্নবান হউন,--কিন্তু কাহাকে বলি কে শুনিবে।

মনো। নাথ! তুমি কেন মরিবে--[রোদন]।

অব। প্রাণাধিকে! আমি জননীর আজ্ঞা অবহেলা করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। অমৃতের পিপাসা বিষপানে শাম্য করিলাম। মরিব দুঃখ নাই, দুরন্তেরা আমার সাক্ষাতে তোমার কোমল অঙ্গে প্রহার করিবে—আমি তোমার জীবনের ভার গ্রহণ করে, কি রূপে এ পাপ চক্ষে দেখিব। এ প্রাণে তাহা সহ্য হবে না, আমি তোমার কাপুরুষ স্বামী,—আমার জন্য দুঃখ করিও না, আমি অগ্রেই মরি। (অসি উত্তোলন ও মনোরমা কর্ত্তৃক ধৃত) এতকাল বাবুআনা চালে চলিয়াছি—আতর গোলাপ অঙ্গে মাখিয়া অঙ্গের কান্তি বৃদ্ধি করিয়াছি,—ব্যায়ামশিক্ষা ঘৃণা করিয়াছি, এই অঙ্গের এই পরিণাম হইবে ঈশ্বরের অভিপ্রেত—এবং তাঁহার ইচ্ছা সফল হয় আমারও ঐকান্তিক ইচ্ছা। আমি মরিলে দস্যুরা তোমাকে কিছু বলিবে না—তুমি আমার কাপুরুষবৎ মৃত্যু জন সাধারণের নিকট প্রকাশ করিও—দেখি যদি আমার মৃত্যু বঙ্গবাসীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ করে।

মনো। নাথ তুমি মরিবে কেন? তোমার বাঁচিবার উপায় আমি করে দিচ্চি। তু—তুমি মলে দুঃখিনী যে অনাথিনী হবে নাথ—একটা সংসার ছারখার যাবে। আমার গহনা গায় দিয়ে মনোরমার বেশ ধরে —এ পাপ পুরী হতে ধীরে ধীরে প্রস্থান কর। যখন দস্যুরা জিজ্ঞাসা কর্‌বে 'কে'—'বলবে আমি মনোরমা, তাকে কেটে হাত পা ধুতে যাচ্চি'—দাসীর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই—দাসী তা চায়ও না—এস নাথ এ পাপ হস্তে তোমার খোঁপা বেঁধে দিয়ে আমা—

অব। মনোরমা যদি তোমাকে পাই তবেই আমার সংসার, তুমি মর্‌বে আমি কি লয়ে সংসারে থাক্‌বো। তোমাকে পাই, থাকি—মর, মরিব,—তোমার ভ্রাতার হাতে মরিব।

মনো। নাথ! আমি মলে—যে দুঃখ তুমি করিবে, তাও হবে না—আমি বলে যাচ্চি তুমি পুনরায় বিবাহ কর—আমা অপেক্ষাও সুন্দরি বিদ্যাবতী রমণী তোমার দাসী হবে—তুমি আমাকে ভুলে যাবে। যার

গর্ভধারিণী মা, জন্মদাতা পিতা এত পাষাণ, তার জীবনধারণে ফল কি !! তুমি মলে নাথ আমি অনাথিনী হবো—ওমা ! তা ভাবলে যে প্রাণ ফেটে যায় নাথ—এস নাথ রাত্রি হলো, আর বিলম্ব কর না—এস এই সময়, এ পাপ হাতে খোঁপা বেঁধে দিয়ে—হাত সার্থক করি। চাঁদ্ মুখে জন্মের মত বিদায় কালে একটী চুম্বন করি (রোদন)। তোমার মুখ দেখিতে দেখিতে মলে দাসীর মরণ সুখের হতো ; কিন্তু তুমি তা চোকে দেখ্তে পার্বে না। (শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া) এস নাথ ! আর বিলম্ব কর না ; দস্যুরা এখনি এসে উভয়ের জীবন—

অব। তোমা ধনে বঞ্চিত হয়ে আমি কি লয়ে থাক্‌বো মনোরমা ! দস্যুরা আসে আসুক,—মারে, মারুক—উভয়েই মরি,—তুমি আমি একত্রিত হয়ে একাসনে বসে পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মরবো এ বড় আনন্দের বিষয়। স্বামী স্ত্রী একাসনে,—এরূপ ভাবে মরে নাই—আমরা মরি। মনোরমে এমৃত্যু বড় সুখের মৃত্যু।

মনো। না নাথ তা হবে না, তোমার যখন বাচবার উপায় আ—

অব। মনোরমে—প্রাণাধিকে ! তুমি আমার প্রাণের অধিক তুমি আমার গৃহে লক্ষ্মী, জীবনের ভরসা, কর্ম্মে বুদ্ধি, তুমি আমার সকলই, তোমা বিহনে সকলই অন্ধকার—মনোরমা ! আর আমায় অনুরোধ করো না আমি মরিব, (উত্থিত হইয়া) এস বাহিরে এস,—জন্মের মত জননী বসুন্ধরার নিকট হতে বিদায় লই, জগদীশকে ধন্যবাদ দেই। আর ভাবিও না, যদি উভয়ের জীবন রক্ষা হয় তবে বাঁচিব নচেৎ—

(উভয়ের বাহিরে গমন।

অব। (বাহু দ্বারা পরস্পর পরস্পরের গলা বেষ্টন করিয়া)—

জনমের মত আজি ভারত জননী,
যাচিছে বিদায় দাস ও পদ কমলে,
মনে রেখ অধীনে মা বিশ্বনিরমণি,

সর্ব্ব সুখ ত্যজি গোমা যাই মোরা চলে।

সংসারের যত সুখ সংসারে থাকিল,
হতাশে অন্তরে এবে প্রণয়ী যুগল,
দুরন্ত দস্যুর হাতে প্রাণ সমর্পিল;
কেহ নাই মুছাতে মা নয়নের জল। (রোদন)

জগদীশ! কি বলিব—বলিতে হৃদয়
শুকাইছে, কলেবর, কাঁপিছে সঘনে;
ভাগ্য দোষে সুধা হলো গরল আলয়:
জনমের মত যাই শমন ভবনে।

কিন্তু নাথ দুঃখ তাহে করি না অন্তরে,
জন্মিলে মরিতে হবে নিয়ম তোমার;
দুঃখিনী জননী মোর আমাদের তরে
মরিবেন, দেখ পিতা করুণা আধার।

মনো। (অঞ্চল দিয়া অবলাকান্তের নয়ন মুছাইয়া) নাথ! আর কেঁদ না, দুঃখিনীর মন বেদনায় আর আহুতি দিও না একটী উপায় আছে, তুমি যদি কর্ত্তে পার উভয়ের জীবন রক্ষা হয় কিন্তু তুমি তা পারবে না (রোদন)।

অব। কি উপায় মনোরমা?

মনো। তুমি তা পারিবে না—পারিলেও তোমার জীবন সংশয় হবে। দুঃখিনীর প্রাণে কেমন করে সবে।

অব। কি উপায় বল,—যদি উভয়ের জীবন রক্ষা হয়—সামান্য ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান করি না।—বল— বিলম্ব কর না।

মনো। এস নাথ— (উভয়ের প্রস্থান।

(মনোরমার প্রবেশ)

মনো। বৃক্ষে ওঠা কখন অভ্যাস নয়, প্রাণে প্রাণে উঠেছেন বাঁচবার উপায় হলো (ছুরিকা গ্রহণ করিয়া বাম পার্শ্বে শয়ন ; দক্ষিণ হস্তে অসি উরুদেশে লুকাইয়া নয়ন মুদ্রিত)।

(রামদয়াল ও বিশ্বনাথের প্রবেশ)

রাম। একি ! দোর খোলা রয়েছে,—অবলাকেও দেখ্ চিনে—কোথায় গেল,—মনোরমাও দেখি নিদ্রিত।

বিশ্ব। যাবে কোথায় পাছ্ দোরে আমি, সদর দোরে তুমি আর বাবা ছিলেন,—কোথায় পালাবে—মনোরমাকে ডাকা যাক্।

রাম। (উচ্চস্বরে) মনোরমা, মনোরমা,—ও মনোরমা ইরির মধ্যে এত ঘুম—বিশ্বনাথ তুই একবার ডাক।

বিশ্ব। (উচ্চতর) তাই ত মনোরমার এত ঘুম। (উচ্চৈস্বরে) ও মনোরমা, মনো—

রাম। একটু আস্তে ডাক্।

বিশ্ব। তবু ভাল, আমি বলি বুঝি চেঁচাতে পাল্লে না, তাই আমাকে বল্লে।

রাম। তোমার এমনি বুদ্ধিই বটে (উচ্চতর স্বরে) মনোরমা, মনোরমা।

মনো। (কৃত্রিম নিদ্রিত স্বরে) উঁ হুঁ উ উঁ —না—না।

বিশ্ব। মনোরমা অবলা কোথায় গেল তাকে এখনও কাট নি কেন ?

রাম। আমাদের কাছে বলে এলে রাত্রি দুই প্রহরের মধ্যে কর্ম্ম করসা—

বিশ্ব। মনোরমা, মনোরমা।

মনো। অঁ্যা অঁ্যা (সহসা ছুরিকা বাহির করিয়া সম্মুখস্থ রামদয়ালকে কাটিতে উদ্যত)।

রাম। একি ! মনোরমা—আমি তোমার বড় দাদা আমাকে কাট্—

মনো। অঁ্যা অঁ্যা আ—আ—আপনি ! আপনি সে কোথায় গেল, সে কোথা গেল ?

বিশ্ব। যাবার সময় তোমাকে বলে যায় নি ?

রাম। (সরোষে) এখনও তারে কাটনি কেন ?

মনো। (কৃত্রিম ঘুমের ঘোরে) কি জানি পথে কি বিপদে পড়েছিল তাই বল্‌তে লাগ্‌লো আর কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো—

বিশ্ব। তুমি তার কান্না দেখে ভুল্লে ?

মনো। (সরোষে) আমি তাঁ—তার কান্না দেখে ভুল্‌বো আপ্‌নারা তাই বিশ্বাস কল্লেন ?

বিশ্ব। না— না কি বল্‌চিলে বল।

মনো তি—তি—সে কি ছাই পাস বল্‌তে লাগ্‌ল—আর না ঘুমুলে ত আমি কাথ্‌তে পারিনে।

রাম। তা সত্যত ভায়ের দুঃখ এমন আর কেউ বুঝ্‌বে না।

মনো। তার পর তি—সে বক্‌তে লাগ্‌লো, কতক্ষণ জেগে থাক্‌বো ঘুম এলো—যাবে কোথায় (দ্বারের পার্শ্বে তাকাইয়া) গাড়ুটা দেখ্‌চিনে বাইরে গিয়ে—গিয়েছে বুঝি। দাদা আসুন (শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া) আসুন খুঁজে দেখি—আপনাদের কাছে মশাল আছে কি ? যদি থাকে শীঘ্র আনুন পালাবে কোথায় ?

রামদয়ালের প্রস্থান।

বিশ্ব। (জনান্তিকে) মনোরমা নিজ হাতে কাট্‌তে পারেনি, কত দুঃখ কচ্চে—তা হবে না আমাদেরই বুন্‌ত ; আমাদের কত ভাল বাসে ও বিধবা হবে বলে, বাবা আবার দুঃখ করে, মার চিকরুণি দেখে কে—

আরে, ও হলো আমাদের বুন, আমরা ফাঁসিকাটে ঝুল্‌বো ও কি বুন হয়ে চোকে দেখ্‌তে পারে—মার বড় অন্যায়, তিনি কিছু বোঝেন না তাই এখন কাঁদ্‌চেন।

মনো। কি ছোড় দা মা বুঝি—

রামদয়ালের তিনটী মশাল
লইয়া প্রবেশ।

এনেচেন, এনেচেন—দেন, দেন—আমার কাছে দেন, আমি জ্বাল্‌চি। (মনোরমার মশাল জ্বালন)।

বিশ্ব। আহা! ভায়ের কাছে স্বামী কোন্‌ ছার, আমরা যখন মার কাছে কেঁদে তাকে মার্‌বার কথা বোল্লেম, মা কেঁদে ভাস্‌য়ে দিলেন— মনোরমা ত সেখানে ছিল কৈ ওর চোক্‌ দিয়ে এক ফোটা জল পল্লো না।

রাম। মনোরমার মত বুন পেলে ত হয়।

মনো। বড় দাদা আপনি এইটে নেন, ছোড় দাদা আপনি এইটে নেন, আমি এইটে; চলুন এখন খুঁজি সে কোথায় যাবে।

(সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রামপুর গ্রামের সদর রাস্তা

দুই দিক্ হইতে দুই জন রমণীর প্রবেশ।

প্র, র। ও মা! এমন ত বাবার কালেও শুনি নি। গেরস্তের মেয়ে হয়ে রেতে রেতে কেমন করে থানায় গেল। কলিকালে হলো কি! পুরুষে যা না পারে মেয়েতে তাই পারে। কলিকালের মেয়ে কি সাধে বলে, হদ্দ বুকের পাটা বটে; ছি, ছি, ছি, লজ্জা নেই, সরম নেই, ভয় নেই, সোমত্ত বয়েস, যদি রাস্তায় কেও ধর্ত্তো! মেয়ে মানুষকে কি লেখা পড়া শিকুতে আছে। আবার কাল ভাতার এয়েছে, তাকে না বলে কেমন করে গেল। ঝি, ঝি তুই তাড়াতাড়ি এই ঝুজ্‌গো বেলা কোথায় যাচ্চিস্?

ঝি। আমি যাচ্চি বাবার শ্বশুর বাড়ী, বাবা অনেক কষ্টে বেঁচেছেন, মামা গিয়ে বল্লেন—তুমি এখানে কি কচ্চো?

প্র, র। আমি মাঠে এইচি তোর বা—

ঝি। চারিদিকে জঙ্গল এখানে মাঠ কোথায়?

প্র, র। ও ঝি তা নয়, তা নয়। সহরে থাকিস্, মাঠের খবর কি রাখ্‌বি;—তোদের সেখানে যেমন পাইখানা আমাদের তেম্‌নি মাট।—তোর বাবার কি হলো।

ঝি। পথে তাঁকে ডাকাতিতে ধরেছিল—বাবা আমার বেঁচেছেন এই ঢের। মা কালী—

প্র, র। এইবার গাঁর উৎপাৎ ঘুচ্‌বে আর ডাকাতির ভয় থাক্‌বে না বলাও যায় না যে দুবচ্ছর। ধন্যি মেয়ে বটে মনোরমা।

ঝি। কেন, তিনি আবার কি কল্লেন।

প্র, র। তোরা কিছু শুনিস্‌নি? রাত্রি ভাইরে ডাকাতি করে বলে, সে

নিজেই রাত্তির করে থানায় এজাহার দিতে যায়, তাই দশ বার গণ্ডা চৌকিদার এখান দিয়ে বল্‌তে বল্‌তে যাচ্ছিল—আমি তখন মাঠে বসেছিলাম।

(দুইজন চৌকিদারের প্রবেশ, ও প্রথম রমণীর বন মধ্যে গমন)

প্র, চৌ। বনের মধ্যে কে গেল নছিব দেখ্‌ত।—ঝি তুমি এখানে কেন?

ঝি। ডাকাতে আমার বাবাকে মেরেছে আমি তাই দেখ্‌তে যাচ্চি ও মেয়ে মানুষটীকে কিছু বল না।

দ্বি, চৌ। উনি ডাকাতের কথা বল্‌ছিলেন আমরা ওঁকে চাই, আমরা সেই জন্য এখানে এইচি।

প্র, র। (বন হইতে বাহির হইয়া রোদনস্বরে) দয় বাবা আমাকে কিছু বল না আমি কারো কোন কথায় থাকিনে বাবা। কাল এত মেয়ে মান্‌ষির নাম লিখে নিয়ে গেলে কৈ আমার নাম তার মধ্যে পেয়েছ বাবা।

দ্বি, চৌ। [কৃত্রিম রোষে] তোমার নাম কি?

প্র, র। আমার নাম? (রোদন স্বরে) অঁ্যা অঁ্যা কি হলো হলো

প্র, চৌ। নাম কি বলুন, আমরা কিছু বল্‌বো না।

প্র, র। অঁ্যা বাবা কি হলো কি হলো?

প্র, চৌ। নাম বলুন, আপনার কিছু ভয় নেই।

প্র, র। আমার নাম---নাম পেঁচোর মা।

ঝি। আর ওকে ছি বল না ও এম্‌নিই ভয়ে মচ্চে।

প্র, চৌ। তবে যান আপনি।

প্র, র। আঃ বাবা বাঁচালে। (প্রথম রমণীর প্রস্থান।

প্র, চৌ। ঝি তোমার বাবা বেঁচেছেন ত?

ঝি। কি জানি বাবা আমি তাঁকে এখন দেখিনি, কেমন করে বল্‌বো। মামা যেমন বল্লেন, তাতে বাঁচ্‌লেও বাঁচ্‌তে পারেন মাথা---

প্র, চৌ। যাক ঝি আমি সকাল বেলা সেখানে যাব।

(চৌকীদার দ্বয়ের প্রস্থান।

ঝি। আহা! মা আমার যা স্বপ্নে দেখেছেন, তাই ঘটেচে, মা কালি আমি তোমাকে চিনির নৈবিদ্য দিয়ে পূজ দেব--মা কালি আমার বাবাকে রক্ষে কর। মা অমঙ্গল স্বপ্ন দেখে ঘন ঘন মূর্চ্ছা গিছ্‌লেন, বাবার ভাল মন্দ হলে মাও বাঁচ্‌বে না---মা কালি---

সেরাজ, রত্তি মণ্ডল ও হানিপের প্রবেশ।

হানিপ্‌। ও ঝি, ঝি! তুমি এই রাত্রি কনে ঝাচ্চ? তোমার বাবা কেমন আছে?

ঝি। আহা! আমার বাবাকে কে না ভাল বাসে—

সেরাজ। ও ঝি তানার মাথার ঘাডা সেম্‌লেচে ত?

ঝি। তা কি জানি। এখনও আমি তাঁকে দেখি নি তোমরা কি আমার বাবাকে রক্ষা করেছ।

রতি। ঝি মোদের পান চ্যালায় বসে গপ্প সপ্প কচ্চেলাম, এমন সময় উতর দিকি কোন একটা চিক্কুর শোনলাম— ত ঝে ন্যাগের ডাক, তত বুঝ্‌তি পাল্লাম না। তার পরই আর একটা চিক্কুর, শুনিপ্পর মোরা নাটী নিয়ে দৌড়লাম; যাতি যাতি হিয়ের সাতে—কি নামডা ভাল—আরে ঐ ঝে গো রমা চৌদুরীর জামাই--তানার সাতে দেখা হলো। তার পর মোদের সাতে করে তিনি তোমার বাবার কাছে গ্যালেন —বড় বাবু তখন ও গ্যাংরাচ্চিলেন।

হানিপ্‌। সুমুন্দিরি ঝদি ধর্ত্তে পাত্তাম এক নাটির বাড়িতি নেতাম।

ঝি। তার পর বাবা তার পর।

রতি। তার পর তানারে ধরা ধরি করে তানার শৌর বাড়ী নেকে অ্যালাম, দাক্তার বাবু বল্লে বাঁচ্‌বে।

ঝি। আহা! মা কালি, মঙ্গল কর মা, তা তাঁকে বাড়ী নিয়ে গেলে না কেন?

হানিপ। বাড়ী নিয়ে গেলি কি চিকিচ্চে হতো—আর শৌর বাড়ী সামনে পলো সেখানে নেকে অ্যালাম।

রতি। আকন খোদাতালা করুক তিনিতি বাঁচুক মোদের—

সেরাজ। চল, চল তানারে দেখে আসি। (প্রস্থান।

—:০:—

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

রমানাথ চৌধুরীর, সদর বাড়ী।

অবলাকান্ত, নরেন্দ্র, বিনোদ, বিপিন, চারু ভদ্রেশ্বর,
ও ইনেস্পেক্টর আসীন।

(অবগুণ্ঠনাবৃতমুখী মনোরমা পার্শ্বিক দেশে উপবিষ্টা,
গবাক্ষ দ্বারে, হরিদাসী, চন্দ্রমুখী।)

নরেন্দ্র। মনোরমা! তোমারই নারীজন্ম সার্থক! তুমি স্বীয় পতিকে অপূর্ব্ব প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের বলে শমনের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া—কত শত লোকের জীবন রক্ষা করিলে—কত শত কুল-ললনার সর্ব্বস্ব ধন পতির জীবন দান করিলে। এই পাপ কলুষিত পল্লিতে তোমার পদার্পণ হওয়ায়, পল্লি চরিতার্থ হইল—পবিত্র হইল। ভগ্নি! শুভক্ষণে তুমি আসিয়াছিলে, শুভক্ষণে তোমার হৃদয় সখার পদধূলি এই পাপ পুরিতে পড়িয়াছিল। গ্রাম এতকাল দুঃখ তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, তোমার আগমনে—তোমার নাথের আগমনে—সুখের সূর্য্য উদয় হইল। তুমি আপন গর্ভধারিণীর মুখ পানে চাহিলে না,—পিতার ক্রন্দন ধ্বনি তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল না,—স্বীয় জীবিত নাথকে দুর্জ্জয় মারাত্মক বিপদ

হইতে উদ্ধার করিলে ভগ্নি ! যখন কৃতান্ত সমান ভ্রাতৃদ্বয় তোমাকে শেল সম কথা বলিতে লাগিল তুমি অলৌকিক ঐশিক বলে রোদন সম্বরণ করিয়া—কৃত্রিম ভক্তি দর্শাইয়া বলিয়াছিলে "চিন্তা কি"। দুরন্তেরা সেই বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া তোমার দ্বারাই তোমার জীবন সর্ব্বস্ব অবলাকান্তের বিনাশের চেষ্টা পাইল—পিশাচেরা যদি তোমারহাতে ভার না দিত,—তোমার জীবিত-নাথ কখনই জীবিত থাকিতেন না, ঘোর পাপময় পল্লির শাস্তিহইত না। ভগ্নি ! তুমি স্বীয় পতিকে বৃক্ষোপরি রাখিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে যেন অকৃত্রিম ভক্তি দেখাইয়া মুগ্ধ করিলে —আশ্চর্য্য করিলে !! মশাল জালিয়া নিজেই অনুসন্ধানে অকৃত্রিম যত্ন দেখাইলে,—ক্রমে এ বন সে বন, অনুসন্ধান করিতে করিতে পাগলিনীর ন্যায় থানায় গিয়া সংবাদ দিলে,—বঙ্গীয় মহিলাগণের অভেদ্য শৃঙ্খল মানিলে না। তোমার গর্ভধারিণীর পর্য্যবসিত গর্ভ পবিত্র হইল। সতীত্বের পরাকাষ্ঠা তুমিই দেখালে—তুমি গ্রামের মুখোজ্জল করিলে, সমস্ত বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল করিলে। তুমি—

রমানাথ,, রামদয়াল ও বিশ্বনাথকে বন্ধন করিয়া কনেষ্টবলদিগের প্রবেশ।

বিশ্ব। উহু হু, আর মারিস্ নে—যে করে বেঁধেছিস্ এতেই আমার হয়ে গিয়েছে।

রাম। হুজুর আমাদের খামকায় বাঁধ্‌লেন কে—

ক, ন। চোপরাও খামকায় বাঁদলেন কেন (লাঠীর গুত)

(গবাক্ষ দ্বার হইতে হরিদাসীর প্রস্থান।

(চন্দ্রমুখীর মনোরমাকে ঈঙ্গিত মনোরমার প্রস্থান।

রমা। মনোরমা তোমার মনে এই ছিল মা—আমার এই শেষ দশা—

ক, ন। রেখে দে তোর শেষ দশা (লাঠী মারিতে উদ্যত)

বিনো। ওরে বুড়ো মানুষকে মারিস্ নে, যে করে বেঁধেছিস্ ওতেই—

চারু। বুড়োর মিষ্টি কান্নায় বিনোদ যে গলে গেলে—হরিনাথকে

অমনি করে বেঁধে আন্তো তবে আমার আনন্দে—আমার সুখে শ্যাল কুকুর কান্তো।

ইন। হরিনাথকে কি এখনও ধর্ত্তে পারে নাই ?

ভদ্র। সে কি কম জলের মাছ, শীঘ্র ধরা যায় ঘাটের কাণ্ড শুনেই চম্পট করেছে।

চারু। কোথায় পালাবে ইংরেজের শাসন যমের মুঁ ফোটবার যো নেই তা হরিনাথ ত হরিনাথ—

ইন। আমি কালই এ সমস্ত বিষয় থানায় থানায় রিপোর্ট করেছি, আজ হোক্ কাল হোক্ ধরা পড়্‌তেই হবে।

অব। মহাশয় আপনারা কি বল্‌চেন।

বিনোদ। গ্রামের অবস্থার কথা আপনি কি শুনেছেন। পল্লিগ্রাম মাত্রেই এইরূপ ঘটনা নয়ন গোচর হয়। চাষাদিগের মধ্যে যেমন একজন করে মোড়ল থাকে—সেই হর্ত্তা সেই কর্ত্তা, সেই বিধাতা, সেই যা কর্ব্বে সকলেই তাই কর্ব্বে—সেইরূপ পল্লিগ্রামে যাঁরা ভদ্র—অথবা ভদ্র বলে পরিচয় দেন সেইরূপ দুই এক জন বিধাতা পুরুষ আছেন—সেই বিধাতা পুরুষ যা কর্ব্বেন সকলকেই তাই কর্ত্তে হবে,—তিনি যদি ভাল হন—ভাল প্রায়ই পাওয়া যায় না—তবে গ্রামের মঙ্গল, নতুবা গ্রাম চিরপাপ পঙ্কে নিপতিত হয়। যাঁরা গ্রামের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা পান, তাঁদের গ্রামে বাসই দুষ্কর হয়। বিধাতাপুরুষগণের কথা কার সাধ্য অবহেলা করে। হরিনাথ ভট্টাচার্য্য যাঁর জন্য এ কথা উঠ্‌ল, তিনি এই গ্রামের একজন বিধাতাপুরুষ এঁর কাছে বারইয়ারির চাঁদা, না দাও গ্রাম হতে উঠে যাও, উঠে যাও. মুখে বলেন না, পাকে চক্রে বলান, ফলার না দিলে গাঁজা খোর, মদ খোর ইত্যাদি। বিধবাবিবাহের কথায় কানে হাত দেন, কিন্তু তাঁর কর্ত্তৃক তাঁরই গৃহে কত ভ্রূণ হন্যা হয়েছে তার সংখ্যা নাই। আমাদের অনেক প্রযত্নে একটী নষ্ট শিশু পাওয়া যায়,—

নরেণ। বিনোদ ক্ষান্ত হও অবলাকান্ত বাবু সমুদয় বুঝেছেন আর বেশী বল্‌তে হবে না।

চারু। বিপিন তুমি নিরব কেন? বেণী দাদা ত অনেক সুস্থ হয়েছেন।

অব। বেণী আমার পরম বন্ধু দুদিন কথোপকথনে এরূপ প্রণয় অতি কম্ লোকের সহিত হয়েছে,—বেনি বাবুর আশ্বাস বাক্য শুনেই আমি প্রিয়তমাকে দেখিতে আসি,—এত দূর হবে অগ্রে জানিলে কখনই আস্‌তুম না।যাক্ এখন ঈশ্বর ইচ্ছায় উভয়ের জীবন রক্ষা হয়েছে মঙ্গলের বিষয়।

বিপি। তিনি এখন অনেক সুস্থ হয়েছেন বটে—কিন্তু উত্থান শক্তি রহিত, মস্তকে যেরূপ আঘাত পান, যদি সেই স্থানে আর এক লাঠী—পড়িত—তা হইলেই তাঁর জীবন শংসয় হতো। যে ঔষধ দেওয়া যাচ্ছে তাতে শীঘ্র আরাম হইতে পারেন। তবে দুদিন যাবৎ উঠ্‌তে বস্‌তে ক্লেশ হবে। আপনার আকস্মিক মারাত্মক বিপদ ও আপনার সহধর্ম্মিণীর অসাধারণ বুদ্ধি বলে তাহা হইতে উদ্ধারের কথা শুনে তিনি নিজেই আস্‌তে উদ্যত হন, কিন্তু আমার নিষেধ বাক্যে আমাকেই আস্‌তে বলেন, পরক্ষণেই আমার ভগ্নী শশিমুখী তথায় গেলেন।

নরেণ। তাঁকে এই সময় আনাই শ্রেয়ঃ ছিল। গত রাত্রে উভয়েই মরণাপন্ন হন, সূর্য্যোদয় হইতে হইতে ঈশ্বর ইচ্ছায় উভয়ের মন বিকসিত হইল, এ সময় তিনি উপস্থিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলে, আমাদের আনন্দের অসম্পূর্ণতা থাকিত না।

বিপি। ভাল আমি তবে যাই।

নরেণ। শশীমুখী আবার মনোরমার সৈ,—তিনি এতক্ষণ এ সমুদয় ঘট না শুনেছেন, যদি বেণীবাবু আসেন,—আসেন কি অবশ্যই আস্‌বেন, তিনি কখনই থাকিতে পারিবেন না, দেখ বাড়ীর কেহ যেন প্রতি বন্দক না দেন।

বিপি। সেটী বড় কঠিন ব্যাপার, এ পাড়া—

নরেন। আজ গ্রাম অবাক্, তুমি যাও, ভদ্রেশ্বর বিপিনের সঙ্গে যাও

উভয়ের প্রস্থান

(চুনিলালকে বন্ধন করিয়া এক জন
চৌকীদার, ভোলানাথ, কাশীশ্বর, ও
অন্যান্য গ্রাম বাসীর প্রবেশ)

অব। ইনিই কি হরিনাথ ভট্টাচার্য্য ?

চারু। যে বন্ধন দশায় আছে ? ও বেটা তার চেলা। না—না চেলা কেন (চিন্তিত ভাবে) সম্বন্ধটা ঠিক কর্ত্তে পাচ্চিনে—ভায়রা ভাই ভাই কি—না—না ভায়রাভাই কেন—মহাশয় একটী স্ত্রীর দুটী পতি থাক্‌লে উভয়ে কি সম্পর্ক হলো ? ও বেটা জাতিতে বণিক কিন্তু সম্পর্কে ঐ—ঐ রকম।

নরেন। (সহাস্যে) চারু সম্পর্ক ঠিক কর্ত্তে গিয়ে ভায়রাভাই করে দিলে।

চারু। কি জানি ভাই ভায়রাভাই কাকে বলে জানিনে, জান্‌বোও না।

নরেন। চারু বিয়ে বিয়ে করেই অস্থির।

চারুর তোমাদের মত হলে ভাবনা কি ছিল,—আমার কুল কর্ত্তে হবে—পর্য্যে যোটে না। (সচকিতে) ওহে এক স্বামীর দুই স্ত্রী হলে বুঝি সতীন হয়,—আর এক স্ত্রীর দুই স্বামী হলে কি স—স—সতা—না। কি হয় জান না তোমারা আবার বিয়ে করেছ। (দেখিয়া) আজ্ঞে এই যে কাশীশ্বর খুড়ো, ভোলানাথ ড়ো,—আ জ আপনারা এখানে কেন দোকানঘর ফেলে এখানে !! আসুন আসুন বসুন বসুন---আপনাদের ভট্‌চায্‌ কোথায় গেলেন ? আজ্ঞে বসুন বসুন।

মনোরররমা ও শশিমুখী পরস্পর পরস্পরের
কণ্ঠে হস্ত দিয়া দণ্ডায়মানা ও অন্যান্য।

৫., প্রতিবাসী। চুনিলাল্ বৌদ্দিদের ভাঙ্গা পাতকোর মধ্যে পাল্যে ছিল।

কাশী। তোমরা যে গ্রামের হিত সাধনের জন্য যত্নবান্ আছ আমরা তা বিলক্ষণ বুঝি।

চারু। আজ্ঞে মশায় কেমন করে বুঝ্লেন? অনেক কাল হতে লুচির বিরহটা ত ভোগ কচ্চেন! দুর্ভিক্ষ হয়ে পর্য্যন্ত গ্রামের মধ্যে কারো বাড়ী-

ইন। মশায় অধিক বেলা হলো, সকলকে খানায়---

চারু। মহাশয়! কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করুন এমন আনন্দের দিন আর হবে না।

কাশী। (সরোষে) আমরা কি কেবল ফলার খুঁজি।

চারু। আজ্ঞে তা আর একবার করে।

নরেণ। চারুর কথায় কথায় আজ্ঞেটী আছে।

(হরিদাসীর ক্রন্দন ও গবাক্ষ দ্বার হইতে
সকলের প্রস্থান।

চারু। আজ্ঞে উরির জোরেই বেঁচে আছি, নতুবা খুড়ো মহাশয়দিগের কাছে বস্বের যো নাই ' আজ্ঞে ক্রুলেই বাড়ী দৌড়ুতে হয়। (বণি-ককে দেখিয়া) ও চাঁদ অমন করে পিট্ পিট্ করে তাকাও কেন।

কাশী। চারু তোমার মত দোঠকা ত ভুভারতে নেই।

চারু। আজ্ঞে আপনার ফলার হলেই ত হলো! তা এমন আনন্দের দিন যদি না হয় তবে---

(শান্তমণির প্রবেশ।)

শান্ত। অবলাকান্ত বাবু একবার বাড়ীর ভিতর আসুন।

(শান্তমণি ও অবলাকান্তের প্রস্থান।

নরেণ। কেমন বিধবাবিবাহ উচিত কি না এখন স্বীকার করেন ত ?

ভো। গতিকে।

চারু। বৎসর হিসাবে।

বিনোদ। সে কেমন তবে প্রকাশ করে বলি।

গোকুল আধার করি, মধুপুরে গেলে হরি,
কেমনে রাই পাসরি, ধরিবে জীবনে।
ব্রজের রাখালগণ, কানু বিনে অণুক্ষণ,
ভাষাইবে দুনয়ন, দুঃখের জীবনে।
মধুপুরে মধু যাবে, এওকি হে প্রাণে সবে,
আশাপথ চেয়ে রবে, যত দিন হবে।
দুর্জ্জন অক্রূরে কত, গালি দিবে অবিরত,
বিলম্ব হইবে যত কাদিবে নিরবে।

কাশী। (সরোষে) এমন স্থানে ভদ্র লোকের আশাই অন্যায়, ছোঁড়াগুলো একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে!

চারু। আজ্ঞে মশায়, এইরূপ অধঃপাতে যদি সকলে যায় তবেই পল্লিগ্রামের নিস্তার।

ভো। চারু তোমার মনে এতদূর ছিল ?

চা। আজ্ঞে মশায়, এতদূর ছিল।

কাশী। এস হে ভোলানাথ ভায়া যাওয়া যাক (যাইতে উদ্যত)।

চা। আজ্ঞে মশায় করেন কি (হস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ) পাত পাতানি হলো বলে কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করুন। "চুনিলাল একবার তামাক দাও।

কাশী। চারু তুমি বড় বেল্লিক!

চারু। আজ্ঞে মশায় তবে কি আমার বিয়ে হবে না?

নরেণ। চারুর ঐ ভাবনা বড়।

চারু। আমার মত শান্ত, সুবোধ কি আছে? আমার বিয়ের ভাবনা কি? কেমন খুড়ো মশায় আমার বিয়ের ভাবনা কি?

ভো। চারু যে জ্বালিয়ে মাল্লে।

চারু। আজ্ঞে মশায়! লুচির গোচ্ দেখ্‌লে সব জ্বালা মানিয়ে যাবে।

ভো। তুমি আমাদের নেহাত ফলারে বামন কল্লে যে।

চারু। আজ্ঞে মশায় বলেন কি—

লুচি কচুরি শিঙ্গেড়া গজা; মোহনভোগ গরম পটল ভাজা, খৈচুর মতিচুর, চাট্‌নি আমচুর, বঁদে জিলাপি পান্তা খাজা। লালমোহন বর্দ্ধমানের গুলা, কোথা ব্রহ্মময়ী বদ্দিবাটীর কলা, উনরি বিরখণ্ডি করাসডাঙ্গার মুণ্ডি, দিল্লীর নাগরা কৃষ্ণনগরের সরভাজা।

বিনোদ। চারু এ গান কোথায় শিখ্‌লে দিল্লীর নাগরা কি একটা খাদ্য খাদকের মধ্যে?

চারু। সময় বিশেষে হয়।

(হরিনাথকে বন্ধন করিয়া
এক জন চৌকীদারের ও সেরাজের প্রবেশ)

(উত্থিত হইয়া) এই ত—বটে। আস্‌তে আজ্ঞে হোক্ আসুন্--- বসুন। আজ্ঞে মহাশয় কোথায় পাল্‌য়েছিলেন,---(কর জোড়ে) আসুন আসুন আমরা ভেবেই খুন হয়ে ছিলেম।

কাশী। একে বন্ধন জ্বালায় অস্থির তার্তে বাক্য যন্ত্রণা দাও কেন।

চারুর। (রোদন স্বরে) আহা---হা আমার আনন্দে বুক ফেটে গেল।

সেরাজ। কর্‌ত্তা বড় ঠাউর মোর গৈলি লুইকেলেন। চৌকীদার দেখ্‌তে পেয়েলো।

বেণীমাধবকে কোলাকুলী করিয়া ভদ্রেশ্বর ও
বিপিনবেহারীর প্রবেশ।

অপর দিক হইতে অবলাকান্তের প্রবেশ।
(গবাক্ষ দ্বারে মনোরমা শশিমুখী ও অন্যান্য)

অবলা। কি বা শুভক্ষণে রবি উদেছিল আজ রে,
মরি কি সুক্ষণে।
এই ছিল হাহাকার, 'এই সুখ পারাবার,
উথলিল মনে।

দুঃখের নয়ন জল, সুখে হলো ছল ছল,
আনন্দ সলিলে এবে ভাসিল সংসার,
অনুপম মনোরম শান্তির আধার।
ধন্য জগদীশ তব মহিমা অপার হে,
মহিমা অপার।

তোমার মহিমা বলে, মজি আজ কুতুহলে,
দেখিনু সংসার।
দাবানলজ্বালি নাথ, প্রসারি আপন হাত,
শমিলে জগতপতি—বাঁচালে আমায়।
ধন্য কীর্ত্তি মনোরমা রাখিলে ধরায়।

বেণী। ভাই অবলাকান্ত, তুমি আমার জীবন দান দিয়াছ আজন্ম আমি তোমার ঋণে বদ্ধ থাকিলাম। তুমি নিজের প্রাণ সংশয় করিয়াও দুর্দ্দান্ত দস্যুদিগকে প্রহার করিয়াছিলে, সে সময় তুমি প্রতিবন্ধক না দিলে, দুরাচারেরা নিশ্চয়ই ছুরিকা দ্বারা আমার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিত—

আমি জন্মের মত যাইতাম শশিমুখী জন্মের যাইতেন, শশিমুখী আজীবন তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলেন আমি থাকিলাম।

চারু। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) বেণী বাবু রাগ কর্‌বেন না এত লোকের মধ্যস্থলেস্ত্রীর নামটা ধোল্লেন।

বিনো। স্ত্রী ত আর ভাসুর নয়।

চারু। ভাসুর নয়, ভাসুরে রমা।

অব। মহাশয় আমা হতে আপনাদিগের গ্রামের কিছু উপকার হইল, কিন্তু এক বিষয়ে মর্ম্মান্তিক দুঃখ থাকিল। ছোট বোর বিষয় আমি যত দূর অবগত আছি আপনারা বোধ হয় ততদূর অবগত নন। এমন অবলা সরলা রমণী অতি বিরল—মনোরমার বিশেষ স্নেহের পাত্রী আদরের সামগ্রী। বাড়ীর সকলেই তাঁহাকে তাড়না করিতেন, স্বামী কথায় কথায় প্রহার করিতেন, এবম্প্রকারে ব্যবহৃত হইয়াও সরলা অবলা স্বামীকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন, কখন কাহারো মুখ ভার দেখিতে পারিতেন না। তার দুঃখ দেখিয়া মনোরমা কাঁদিলে অমনি সকল কান্না ভুলিয়া মনোরমাকে হাসাইবার চেষ্টা করিতেন।

নর। মহাশয় সে জন্য অনর্থক দুঃখ করিবেন না, এ দুঃখ থাকা সুখের বিষয়, পল্লিগ্রামে স্ত্রী শিক্ষার অভাবই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ উৎভাবন করে। আপনার মনে এ দুখ থাকিলে পল্লিগ্রামে স্ত্রী শিক্ষা প্রণালী প্রচারিত করিবার জন্য আপনার বিশেষ যত্ন থাকিবে।

ইন। মহাশয় আর বিলম্ব করিতে পারি না, বেলা হলো সকলকে থানায় চালান করি।

অব। ছোট বৌকে মনোরমা আমাদের বাড়ী লয়ে যেতে চান—আপনাদিগের কি অভিমত।

বিনো। এক্ষণে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে।

ইন। মহাশয় আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না?

চারু। (হরিনাথকে দেখিয়া) আজ্ঞে মশায় আমার বিয়ের ঘট-

কালিটে কে করবে? আপনি মনোযোগ না কল্লে যে বংশের নাম থাকবে না।

নর। চারু কান্ত হও ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিধবাবিবাহে এখন আপনার কি মত।

হরি। আমাকে যদি এ দায় হতে রক্ষে কর বাবা তবে মত দিতে পারি।

চা। সহজে না।

ভত্র আপনার মতে ত সকলই হবে।

ইন। (কনেষ্টবলদিগকে) তোমরা সকলকে থানায় চালান দাও।

রাম। মহাশয় আমাদের খামকায় বাঁধলেন কেন?

নর। অবলাকান্ত বাবুর ত একবার থানায় যাওয়া আবশ্যক।

ইন। না; আবশ্যক করে না আমি স্বয়ং আসিয়া সকলকে মশাল সহিত ধৃত করিয়াছি অন্যান্য প্রমাণ আপনাদিগের দ্বারাই হইবে। —তবে মহাশয় সকলকে এখন থানায় চালান করি।

চা। (উথিত হইয়া) চল রে চল।

(সকলের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

সমাপ্ত।

—:০:—